শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিবাসর-ব্রতকথা

(শ্রীএকাদশী, মহাদ্বাদশী, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা,
শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি হরিবাসর-ব্রতসমূহ এবং
পরিশিষ্টে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত, শ্রীদামোদর-ব্রত
ও শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতমাহাত্ম্য সমন্বিতা)

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
অনুসৃতধারায়

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ—
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি
২৭ হৃষীকেশ, ৫২৭ শ্রীগৌরাব্দ;
৩১ ভাদ্র, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ);
মঙ্গলবার, (ইং ১৭।৯।২০১৩)

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—**

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

‘শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা’য় প্রকাশিত

নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা-নামক গ্রন্থখানি ৭ম সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইল। বিভিন্ন পুরাণ ও বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি গ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত ‘শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা’র পুনঃপ্রবর্ত্তক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তৎলিখিত ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার আদর্শ-স্বরূপ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিচারধারা সম্বলিত ‘‘গৌড়ীয়ের কৃত্য’’ (ভাগবত ধর্ম্ম) শীর্ষক তাঁহার স্ব-হস্তলিখিত কয়েকটী উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে নাম-গ্রহণসহ ‘একাদশ্যাদি হরিবাসর ব্রত পালন’ সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেও একাদশীব্রত-পালনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিলাভার্থে সকলেরই পক্ষে এই একাদশী বা হরিব্রত-পালনের নিত্যত্ব ও উপযোগীতা স্বীকৃত হইয়াছে।

পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে,—পরমবল্লভা একাদশীতিথি মানবমাত্রেরই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী। কি শুক্লা, কি কৃষ্ণা উভয়পক্ষেরই একাদশী-তিথিতে পূজা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই ব্রতানুষ্ঠানে যাবতীয় পাপধ্বংস, সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হইয়া থাকে। ভগবৎ প্রীতিবিধান, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজনের নিষিদ্ধতা ও ব্রত-অকরণে প্রত্যবায়—এই চতুর্ব্বিধ কারণে উক্ত ব্রতের নিত্যত্ব প্রসিদ্ধ। একাদশীব্রত শ্রীহরির প্রিয়তম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নারী-পুরুষ যে-কেহ ভক্তিপূর্ব্বক একাদশীব্রত পালন করিলে মোক্ষ ও ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন।

সকলেরই একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত ব্রত-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবাস-ফলেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব্বদিনে রাত্রিকালে ভোজন, উপবাস-দিবসের পরদিন রাত্রিকালে ভোজন এবং উপবাস-দিনে দিবা ও রাত্রিতে ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। হরিবাসর উপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাপ অন্নমধ্যে অধিষ্ঠিত হয়; সুতরাং এই সময়ে ব্রীহি-যবাদি ভোজন করিলে যাবতীয় পাপই গ্রহণ করা হয় এবং মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী পাপী বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতিগণ একাদশীতে অন্নাদি ভোজন করিলে তাহা গোমাংস ভোজনতুল্য হয়। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্করাদির নিষ্কৃতির বিধান আছে, কিন্তু একাদশীতে অন্নভোজীর পরিত্রাণার্থ কোন ব্যবস্থা নাই। একাদশীতে অন্নাহারী ব্যক্তি পিতৃগণ-সহ নরকগামী হয়। হরিবাসর-তিথিতে কাহাকেও ভোজনের জন্য অনুরোধ করাও অন্যায়।

যে বিধবা-নারী একাদশী-দিবসে অন্নাদি গ্রহণ করে, তাহার সকল সুকৃতি বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ববর্ণী, সর্ব্বাশ্রমী, বিধবা, যতি, সতীও অন্ধতামিশ্র-নরকে দুর্গতি বরণ করে। ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্র-ভার্য্যা ও স্বজনগণের সহিত উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিলে

ভগবদ্ভক্তি ও পরমপদ লাভ হয়। ঘোর আপদ্-অবস্থায় কিম্বা জন্ম ও মরণাশৌচে কখনও একাদশীব্রত ত্যাগ করিতে নাই। একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেইদিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। উপবাস-দিবসে কখনও শ্রাদ্ধ করিতে নাই, কারণ দেবগণ বা পিতৃগণ নিন্দিতান্ন ভোজন করেন না। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও বিগত-আত্মা—তিনজনেই নিরয়ে গমন করে। অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমের পর হইতে অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বমানবের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব, শৈব, সৌরাদি সকলেরই হরিবাসর-ব্রতানুষ্ঠান করা উচিত। শ্রীশিব গৌরীকে বলিয়াছিলেন,—মদ্ভক্তিবল আশ্রয়পূর্ব্বক হরিবাসরে অন্নাদি ভোজন করিলে সেই দুষ্ট পাতকীকে আমার অপ্রিয়কারী বলিয়া জানিবে। পতি-পত্নী উভয়ে অথবা পত্নী পতির উদ্দেশ্যে একাদশীব্রত পালন করিলে শতগুণ-পুণ্যভাগিনী হয়। বালক, বৃদ্ধ, আতুর, রোগগ্রস্ত, অসমর্থ ব্যক্তি নিশাকালে একবার মাত্র ভোজন অথবা দুগ্ধ-ফল-মূল ভোজনপূর্ব্বক একাদশী-তিথি পালন করিবেন।

শিশুদিগের রক্ষণার্থ মাতার ন্যায় এবং রোগীদিগের পরিত্রাণার্থ ঔষধের ন্যায় সর্ব্বজন-রক্ষার্থ একাদশী-তিথি আবির্ভূতা হইয়াছেন। বিবিধ দুঃখ-সমাকীর্ণ সংসারে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যিনি একাদশী ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি ধন্য, তিনি বুদ্ধিমান। একাদশী পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতান্তরের উপাসনা করিলে করস্থিত মণি বর্জ্জনপূর্ব্বক লোষ্ট্রই প্রার্থনা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে দুঃখপূর্ণ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। সংসাররূপ সর্পদষ্ট পাপী মনুষ্যসকল একাদশ্যুপবাস-দ্বারাই আত্যন্তিক সুখ-শান্তি লাভ করিয়া থাকে। একাদশীতে অন্নাভাবে উপবাসী থাকিলে বা রাজগৃহে বন্দী অবস্থায় একাদশ্যুপবাস করিলেও সম্যক্ উপবাস-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোবিন্দ-স্মরণ ও একাদশীতে উপবাস—এই দুইটী নিঃসন্দেহে মনুষ্যপক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ও সংসার-নিস্তারক। যিনি নিখিল সুখ-ধর্ম্ম-গুণের আশ্রয় জগৎপতির অতিশয় প্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মাদিশ্রেষ্ঠ একাদশী-ব্রত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তিনি বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন। একাদশী-ব্রতকথা শ্রবণ করিলে, ইহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহার অনুষ্ঠানে অনুমতি দিলে অথবা ব্রতাচরণার্থ মনুষ্যগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিলে সকল পাতক হইতে পরিত্রাণ ও অত্যুত্তম গতি প্রাপ্তি হয়।

হরিবাসর বর্জ্জন করিয়া দান, তপস্যা, তীর্থস্নান, বা অন্য কোনরূপ পুণ্য মুক্তির কারণ হয় না। একাদশীব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য; রোগ, উপসর্গ, দাহ, গ্লানি ও কাতরতা হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই এবং সর্ব্বদা তচ্চিত্তে হরিস্মৃতি বিরাজমান থাকে; তাঁহাদিগের নিত্য হরিকথায় রুচি ও নিত্যধর্ম্মে মতি থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় অমলা ভক্তি লাভ হয়। একাদশী পুণ্যস্বরূপিণী, সর্ব্বপাতক বিনাশিনী, বিষ্ণুভক্ত্যুদ্দীপনী ও পরমার্থগতি-প্রদায়িনী। জগদীশ্বর একাদশীতেই মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজমান। যে বিষ্ণুময়ী শক্তি অনন্তস্বরূপা ও সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলদাত্রী একাদশীতিথি।

অরুণোদয়-বিদ্ধা বা দশমীবিদ্ধা একাদশী বিশেষভাবে বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ একাদশী ব্রত পালন কর্ত্তব্য। ত্রৈলোক্যে যত পাপ বিদ্যমান, দশমীসংযুক্তা একাদশী সেই পাতকগণের স্থান বলিয়া কথিত। দশমী-সংযুক্তা একাদশীকে রাক্ষস ও অসুরগণ আশ্রয় করে, আর দ্বাদশীযুক্তা একাদশীতে উপবাসী ব্যক্তিকে ভগবান্ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। দশমীবিদ্ধা একাদশীকে হরিবাসর বলিয়া গণ্য করা যায় না। এস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ বিধেয়। জগদ্গুরু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"**মাধব-তিথি ভক্তি-জননী যতনে পালন করি।**" যতনে পালন করি, অর্থাৎ এস্থলে 'বিদ্ধা পরিত্যাগপূর্ব্বক পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।' গ্রন্থ-পরিশেষে বিদ্ধা-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। একাদশী বিভিন্ন নামে অভিহিতা এবং অষ্ট-মহাদ্বাদশীও পৃথক্ পৃথক্ নামে খ্যাতা। এসকল বিষয় আলোচ্য-গ্রন্থে ইতিহাস-ইতিবৃত্তসহ বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ একাদশী ব্রতপালন-কারীগণের যথেষ্ট সহায়ক হইবে—সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রুফ্ সংশোধন ও মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীসমিতির সেবকগণের নিরলস-সেবা সত্যই প্রশংসনীয়া।

এই সংস্করণে পরিশিষ্ট-অংশে "অষ্ট মহাদ্বাদশী" নিরূপণ, মাহাত্ম্যাদি সংযোজন তথা গ্রন্থের প্রাক্‌নিবন্ধে "পূর্ব্বাভাস" সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্রতকারিগণের জ্ঞাতব্য-বিষয়ে অধিকতর অবগতির পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। ব্রতপালনকারী ও পাঠক-পাঠিকা এবং শ্রোতৃবর্গ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিলে আমাদের সেবা প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। অধিক কি,অনবধানতা-জনিত কিছু ত্রুটি থাকিলে পাঠকবর্গ নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই অনুরোধ। অলমতিবিস্তরেণ—

পাপাঙ্কুশা একাদশী
২৬ পদ্মনাভ, ৫১৮ শ্রীগৌরাব্দ
৭ই কার্ত্তিক, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
ইং ২৪।১০।২০০৪

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন

ভূমিকা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে "**শ্রীহরিবাসর-ব্রতকথা**" গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শ্রীসমিতি হইতে 'শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা' নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অপর হরিবাসর-ব্রতসমূহ সম্বন্ধে বিবরণ না থাকায় ভক্তগণ বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে থাকেন। তজ্জন্য পৃথক্‌ভাবে 'শ্রীবৈষ্ণব-ব্রতাবলী' গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ 'শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা' ও 'শ্রীবৈষ্ণব-ব্রতাবলী' গ্রন্থ দুইটী একত্রে 'শ্রীহরিবাসর-ব্রতকথা' নামে গত ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দে প্রথম-সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের পরিশিষ্টে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-লিখিত 'চাতুর্ম্মাস্য'-প্রবন্ধ ও জগদ্‌গুরু ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীপুরুষোত্তম মাস-মাহাত্ম্য' সহ 'দামোদর-ব্রত' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহাতে শ্রীএকাদশী, মহাদ্বাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রীহরিবাসর-ব্রতসমূহ ও চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতসমুদয় সকলই একই সাথে উপলব্ধ হইবার সুযোগ হইল।

শ্রীসমিতির পূর্ব্ব সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাই সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিল। এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সুধী ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করেন। সাধনভজন-কারী ব্যক্তিগণের জন্য কি কথা, এমনকি যাঁহারা সাধন-ভজনে নিযুক্ত হন নাই, তাঁহাদের জন্যও এই গ্রন্থ অতীব প্রয়োজনীয়। হরিবাসর-ব্রতপরায়ণ, চাতুর্ম্মাস্যাদি-ব্রতনিষ্ঠ না হইলে কেবল বিদ্যা বা ধনলাভের প্রয়াস বা অন্য কোন ব্রতাচরণ দ্বারা জীব ইহলোকেই যেস্থলে ক্লেশমুক্ত হইতে পারে না, সেস্থলে পারলৌকিক ঊর্দ্ধগতির কথা সুদূর পরাহত।

এই সংস্করণে একাদশী-বর্ণন প্রসঙ্গে বিদ্ধা একাদশী-ব্রতের ফল যে দৈত্যগণ লাভ করিয়া থাকেন, সেই কাহিনী শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-সংস্করণে যে-সকল মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিয়াছিল, তাহা সংশোধন করিবার প্রয়াস লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ-কলেবর যাহাতে বৃদ্ধি না হইয়া সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি—

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি
২৭ হৃষীকেশ, ৫২৭ শ্রীগৌরাব্দ;
৩১ ভাদ্র, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ);
মঙ্গলবার, (ইং ১৭।৯।২০১৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়-সূচী

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১।	মঙ্গলাচরণ	১
২।	শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস	৩
৩।	বরূথিনী একাদশী (বৈশাখ, কৃষ্ণা)	১৮
৪।	মোহিনী একাদশী (বৈশাখ শুক্লা)	১৯
৫।	অপরা একাদশী (জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা)	২১
৬।	পাণ্ডবা নির্জ্জলা (জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা)	২২
৭।	যোগিনী একাদশী (আষাঢ়, কৃষ্ণা)	২৩
৮।	শয়নী একাদশী (আষাঢ়, শুক্লা)	২৫
৯।	কামিকা একাদশী (শ্রাবণ, কৃষ্ণা)	২৬
১০।	পবিত্রারোপণী (শ্রাবণ, শুক্লা)	২৮
১১।	অন্নদা একাদশী (ভাদ্র, কৃষ্ণা)	৩০
১২।	পার্শ্বৈকাদশী একাদশী (ভাদ্র, শুক্লা)	৩১
১৩।	ইন্দিরা একাদশী (আশ্বিন, কৃষ্ণা)	৩২
১৪।	পাপাঙ্কুশা একাদশী (আশ্বিন, শুক্লা)	৩৪
১৫।	রমা একাদশী (কার্ত্তিক, কৃষ্ণা)	৩৫
১৬।	উত্থানৈকাদশী (কার্ত্তিক, শুক্লা)	৩৭
১৭।	উৎপন্না একাদশী (অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা)	৩৯
১৮।	মোক্ষদা একাদশী (অগ্রহায়ণ, শুক্লা)	৪১
১৯।	সফলা একাদশী (পৌষ, কৃষ্ণা)	৪৩
২০।	পুত্রদা একাদশী (পৌষ, শুক্লা)	৪৫
২১।	ষট্‌তিলা একাদশী (মাঘ, কৃষ্ণা)	৪৬
২২।	জয়া একাদশী (মাঘ, শুক্লা)	৪৮
২৩।	বিজয়া একাদশী (ফাল্গুন, কৃষ্ণা)	৫০
২৪।	আমলকী একাদশী (ফাল্গুন, শুক্লা)	৫২
২৫।	পাপমোচনী একাদশী (চৈত্র, কৃষ্ণা)	৫৪
২৬।	কামদা একাদশী (চৈত্র, শুক্লা)	৫৬
২৭।	কমলা একাদশী (অধিমাস, কৃষ্ণা)	৫৭
২৮।	কামদা একাদশী (অধিমাস, শুক্লা)	৫৯
২৯।	অষ্টমহাদ্বাদশী	৬০
৩০।	উন্মিলনী মহাদ্বাদশী	৬১

বিষয়	পত্রাঙ্ক
৩১। ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী	৬২
৩২। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী	৬৩
৩৩। পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী	৬৪
৩৪। জয়া মহাদ্বাদশী	৬৪
৩৫। বিজয়া মহাদ্বাদশী	৬৫
৩৬। জয়ন্তী মহাদ্বাদশী	৬৫
৩৭। পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী	৬৬
৩৮। শ্রবণ মহাদ্বাদশী	৬৬
৩৯। গোবিন্দ দ্বাদশী	৬৬
৪০। শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর ব্রতপালন	৬৭
৪১। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর ব্রতপালন	৬৯
৪২। শ্রীরাম-নবমী	৭১
৪৩। শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী	৭৫
৪৪। শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা	৭৮
৪৫। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী	৮২
৪৬। শ্রীবামন-দ্বাদশী	৮৭
৪৭। শ্রীবরাহ-দ্বাদশী	৮৯
৪৮। শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী	৯১
৪৯। শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী	৯৩
৫০। শ্রীগৌর-পূর্ণিমা	৯৫
পরিশিষ্ট—	
৫১। চাতুর্ম্মাস্য (শ্রীল প্রভুপাদ)	৯৭
৫২। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা	১০২
৫৩। শ্রীদামোদর-ব্রত	১০৭
৫৪। শ্রীপুরুষোত্তম মাস-মাহাত্ম্য (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	১১৭

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিবাসর-ব্রতকথা

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে॥

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে॥

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

'শ্রীহরিবাসর' বলিতে শ্রীহরির দিন বুঝায়। এস্থলে শ্রীহরির বিশেষ দিনই উদ্দিষ্ট হইতেছে, কারণ সকল ক্ষণ, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর প্রভৃতি সকলই বস্তুতঃ শ্রীহরিরই অধীন। কিন্তু শাস্ত্রে সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া শ্রীহরির বিশেষ দিন বলিয়া কিছু দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদেরই '**শ্রীহরিবাসর**' সংজ্ঞা। এই সকল দিবসে ব্রতোপবাস পালন করা মানব-মাত্রের কেবল কর্ত্তব্য নহে—ধর্ম্ম। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশে আজ মানবগণ নিজ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিস্মৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্মকে শাস্ত্র-মাধ্যমে বিধি-বিধানদ্বারা 'কর্ত্তব্য'-রূপে স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এইসকল কর্ত্তব্য জীবের মঙ্গলবিধানের জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে, ইহাতে শ্রীহরির নিজ কোন লাভালাভ নাই। রোগাক্রান্ত অবুঝ সন্তানকে পিতামাতা বাৎসল্য-বশে শাসন করিয়া, লোভ দেখাইয়া যেরূপ ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি লওয়াইয়া থাকেন এবং এইপ্রকারে রোগমুক্ত করিয়া সন্তানেরই সুখ-বিধান করিয়া থাকেন, সেইপ্রকারই শ্রীহরি-কর্ত্তৃক মানবগণের জন্য এই সকল ব্রতোপবাসের ব্যবস্থা। জীবগণ সব কেবল তাঁহারই অংশ তথা সন্তান, এইকারণে জীব কিরূপে প্রকৃত সুখী হইবে, তাহার জন্য চিন্তা ও সম্যক্ ধারণা এক শ্রীহরি ভিন্ন কাহার থাকিতে পারে?

ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শ্রীহরিবাসর-ব্রতোপবাস পালনের দ্বারা জীব সকলপ্রকার পাপ ও ক্লেশ হইতে চিরকালের জন্য নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন। পাপই জীবের সকল প্রকার ক্লেশের কারণ। শ্রীহরিবাসর-ব্রতই মাত্র জীবের সকল পাপ ধ্বংস করিতে সমর্থ, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অন্যপ্রকার ব্রত বা প্রয়াসদ্বারা পাপ ও ক্লেশ হইতে কেবল ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র লাভ হইতে পারে, আবার তাহাও পরিণামে দুঃখদায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইকারণে পুণ্যবান্ জীবমাত্রই শ্রীহরিবাসর-ব্রতের মহিমা উপলব্ধি করিয়া সাদরে তাহা পালন করিয়া থাকেন।

'শ্রীহরিবাসর' বলিতে সাধারণ মানুষ 'একাদশী'-তিথিকে মাত্র বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাম-নবমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ভগবৎ-আবির্ভাব-তিথিও শ্রীহরির বিশেষ দিন বলিয়া 'হরিবাসর'-নামে কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং একাদশী-তিথির ন্যায় ভগবৎ-আবির্ভাব-তিথিসমূহেও ব্রতোপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ব্রতোপবাস-তিথিসমূহ, ব্রতকাল-নির্ণয়, ব্রত-পালন-অপালনে ফল-অফল প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ এইপ্রকার—

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-দ্বাদশী।
শ্রীরাম-নবমী, আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লঙ্ঘন॥"

এইসকল তিথিতে ব্রতের মহিমা, ব্রতের বিধি প্রভৃতি যাহা শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে, তাহা একত্রিত করিয়া এক্ষণে এক বিশেষ ক্রমে বর্ণনা করা হইতেছে। ব্রতোপবাসের পূর্ব্বদিবস এইসকল অবশ্য পাঠ্য, তাহাতে ব্রতোপবাস-সম্বন্ধে চিত্তে শ্রদ্ধা, আদর ও বিধি প্রভৃতি লাভ হইবে। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে ব্রতোপবাস পালিত হইতে পারিবে এবং ফল-স্বরূপে জীব আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

একাদশী-ব্রতোপবাস

একাদশীর পরিচয়

একাদশী তিথি এই জড়জগতের সাধারণ এক জড়া তিথি নহেন—তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়া অর্থাৎ ভগবতী দেবী—"**একাদশী মহাপুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য বল্লভা**" (বৈষ্ণবতন্ত্র)। 'পরম-পুণ্যস্বরূপা এই তিথি পরমেশ্বর বিষ্ণুর আনন্দবিধায়িনী। মহাকারুণিক শ্রীজগন্নাথদেব ঐ একাদশীস্বরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন। সেই অনন্তস্বরূপা বিষ্ণুময়ী শক্তি সকল জীবের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যেই পরম শুভা একাদশী-তিথিরূপে প্রকটিতা, জানিতে হইবে' (ভবিষ্য পুরাণ)[১]।

'হরিবাসর', 'মাধবতিথি', 'বৈষ্ণবতিথি', 'হরের্দ্দিন' প্রভৃতি নামে এই একাদশী তিথি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ভগবৎ-আবির্ভাব তিথিও ঐসকল নামে পরিচিত। সুতরাং এস্থলে একাদশী ব্রতপালনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, বিধি-বিধান, প্রভৃতি যাহা আলোচনা করা হইতেছে, শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিতিথি সম্বন্ধেও একই প্রকার বুঝিতে হইবে।

একাদশী তিথিতে ব্রতোপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য

পরমপবিত্রা এই তিথিতে ব্রতোপবাস সকল মানবের জন্যই অবশ্য করণীয়। "সমগ্র শাস্ত্রে ভূয়োভূয় ইহাই ঘোষিত হইয়াছে যে, হরিবাসর সমাগত হইলে কখনও কাহারও ভোজন করা উচিত নহে" (পদ্ম পুঃ)[২]। কারণ, "উক্ত তিথি সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি যাবৎ পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং হরিবাসরে ভোজন করিলে পাপ-ভক্ষণই সার হয়" (শ্রীনারদ পুঃ)[৩]। "উক্ত দিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা-পাপীরূপে পরিগণিত হইতে হয় এবং বিষ্ণুলোক হইতে সে চিরকালই বিচ্যুত হইয়া থাকে" (স্কন্দ পুঃ)[৪]। "ব্রহ্মহত্যাদি পাপসকল হইতে নিষ্কৃতি-লাভ বরং সম্ভব, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিলে কোন অবস্থাতেই নিষ্কৃতি নাই" (বৃহন্নারদীয় পুঃ)[৫]।

কেহ কেহ আবার মনে করিয়া থাকেন, নিজে একাদশীতে উপবাস করিয়া পুত্র-পরিজন কিংবা অতিথির সন্তোষ বিধানের জন্য তাহাদিগকে অন্নাদি ভোজন করিতে দিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু পদ্মপুরাণে দেবী পার্ব্বতীরপ্রতি শিবঠাকুরের উক্তিতে দেখা যায় যে, "শ্রীহরিবাসরে

১। এষা তিথিঃ পরা পুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য তুষ্টিদা। তস্যামেব জগন্নাথো অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ॥
যা সা বিষ্ণুময়ী শক্তিরনন্তা ব্যাপা যা স্থিতা। সা তেন তিথিরূপেণ দ্রষ্টব্যৈকাদশী সতী॥
২। রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়োভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
৩। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
৪। মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥
৫। ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ॥

পুত্র-পরিজন-বন্ধু-অতিথি প্রভৃতিকে আহারের জন্য বলা আর তাহাদিগকে গোবধ, বিপ্রহত্যা, স্ত্রীবধ ও সুরাপান করিবার জন্য অনুরোধ করা—একই কথা। ইহাদের সকলেরই সমান অধোগতি হইয়া থাকে”[৬]। বরং ‘‘উক্ত দিনে পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সহকারে উপবাসীই থাকাই সকলের কর্ত্তব্য” (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)[৭]।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছেন,—

‘‘একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতা মোরে দেহ একদান॥
মাতা বলে তাই দিব, তুমি যা মাগিবে।
প্রভু বলে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে, না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥’ (চৈঃ চঃ আদি ১৫।৮-১০)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার নিজ জননীকে শ্রীএকাদশী-ব্রত পালনে বাধ্য করাইয়াছিলেন, তখন মরণশীল মানব আমাদের আর কি কথা; অতএব স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই এই ব্রতোপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব্বপ্রধান হস্তীপৃষ্ঠে ঢক্কা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিতেন,—

অষ্টাবর্ষোঽধিকো মর্ত্ত্যোঽশীতি নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশ্যামুপোষণম্।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ (শ্রীনারদীয় পুরাণ)

অর্থাৎ, যাহার বয়স ৮ বর্ষের অধিক অথবা ৮০ বর্ষের কম, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজ্যমধ্যে একাদশীর দিন অন্নভক্ষণ করে, তবে তাহাকে বধ করা হইবে, অথবা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

উপরিলিখিত রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তির কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ও জগদ্বাসীর হৃদয়ে ভক্তিভাব-উৎপাদনের জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে;—

প্রাচীনকালে কৌশিক নগরে রুক্মাঙ্গদ নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ এবং বিশেষতঃ একাদশী-ব্রতপালনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ঢক্কা বাদ্যে তিনি সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা করিতেন,—‘আজ একাদশী তিথি। অতএব ৮ বৎসরের ঊর্দ্ধে ও ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি আমার রাজ্যে অন্ন ভোজন করিবে, তাহাকে বধ

৬। ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ।
মদ্যং পিবেতি যে ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥

৭। সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি-সংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

অথবা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। অন্যের কি কথা, আমার নিজ আত্মীয় মধ্যেও এই আজ্ঞা জারী থাকিবে। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, মিত্র সকলকেই এই ব্রত পালন করিতে হইবে, অন্যথায় কঠোর দণ্ড। একাদশী-দিনে গঙ্গাস্নান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।” রাজার এই আদেশে রাজ্যবাসী সকলেই একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যম একেবারে কর্ম্মশূন্য হইলেন এবং হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত লেখাপড়ার কার্য্য হইতে অবসর-প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ যমপুরীতে উপস্থিত হইয়া যমরাজের সমস্ত দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিলেন। তদনন্তর যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত দেবর্ষির সহিত সত্যলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা যমরাজের সম্মান-রক্ষার জন্য কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তৎপরে এক পরমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার নাম মোহিনী। তিনি বলিলেন,—‘‘তুমি মন্দার পর্ব্বতে গিয়া রুক্মাঙ্গদ রাজাকে সত্বর মোহিত কর।”

মোহিনী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তিন মুহূর্ত্তে মন্দার পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত হইল। সেখানে বসিয়া অপূর্ব্ব গান্ধার রাগ গাহিতে লাগিল। উহার গানে আকৃষ্ট হইয়া দেব, দৈত্য ও অন্যান্য সকল প্রাণীই তথায় আসিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে রাজা রুক্মাঙ্গদ স্বীয় উপযুক্ত পিতৃভক্ত পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদকে রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া মৃগ-শিকারে চলিলেন। মৃগয়ার ছলে প্রজার কণ্টক-স্বরূপ প্রাণীকে বধ এবং হিংস্র ও লুণ্ঠনকারী ব্যক্তি হইতে প্রজাকে রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর রাজা অশ্বারোহণে একশত আট যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক বামদেব মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মুনির নিকট জানিতে পারিলেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন এবং তাঁহার দুষ্টা ভার্য্যা ছিল, যাহার ফলে দারিদ্র্য-দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। ঐ জন্মে একাদশী-ব্রত পালনের জন্য বর্ত্তমানে এই সমস্ত বৈভব প্রাপ্তি হইয়াছে।

অনন্তর রাজা বামদেব মুনির অনুমতি গ্রহণ করিয়া মন্দার পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে মন্দার পর্ব্বতে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন,—অদ্ভুত এক সঙ্গীতের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পশু-পক্ষীগণ একদিকে ছুটিতেছে। রাজাও কৌতূহল-বশতঃ ক্ষণকাল-মধ্যে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা পরমা সুন্দরী নারী মোহিনীকে দর্শন করিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা জানাইলে মোহিনী বলিল—‘‘আমি ব্রহ্মার কন্যা, আপনার কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য সঙ্গীতদ্বারা শঙ্করের উপাসনা করিতেছিলাম। তিনি সদ্যই ফলদান করিলেন।” রাজা মোহিনীর হস্তে হস্ত রাখিয়া শপথ করিলেন, ‘‘মোহিনী! তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমি তাহাই পূরণ করিব।” এই বলিয়া রাজা তাঁহার সহিত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহিনী-সহিত বিলাসে ৮ বৎসর গত হইল। আরও এক বৎসর অতীত হওয়ার পর মঙ্গলময় কার্ত্তিক মাস আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজা মোহিনীকে বলিলেন,—‘‘মোহিনী! আমি তোমার সহিত বিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছি। এবার তোমার মোহ ত্যাগ করিয়া কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি অনুমতি দাও।”

রাজা এতদিন নিজসুখ-বিলাসে মত্ত থাকিলেও কদাপি একাদশী-ব্রত পালনে অবহেলা করেন নাই। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিনী উত্তর করিল,—"মহারাজ, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না, অতএব ব্রতের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন-দ্রব্যাদি দান করুন এবং আপনার জ্যেষ্ঠপত্নী সন্ধ্যাবলীই কার্ত্তিক ব্রত পালন করুন।"

এই প্রকার কথোপকথন-কালে পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদের একাদশী-দিনের ঢক্কাবাদ্য রাজার কর্ণগোচর হইল। পিতা অবসর-প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম্মাঙ্গদ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আগামী কল্য একাদশী তিথি; তাই বাদ্যদ্বারা প্রজাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা মোহিনীকে বলিলেন, "মোহিনী! আজ আমি সংযম থাকিব। তোমার আজ্ঞায় কার্ত্তিক-ব্রত পালনে সন্ধ্যাবলীকে নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু একাদশী-ব্রত আমি নিজে করিব। তুমিও আমার সহিত সংযতভাবে এই ব্রত পালন কর।"

মোহিনী রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল,—"রাজন্! একাদশী ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি আমার নিকট মহুয়াবনে শপথ করিয়া বলিয়াছেন,—আমি যাহা বলিব, তাহা আপনি অবশ্য পালন করিবেন।

রাজা বলিলেন,—"তোমার চিত্তে যে-ইচ্ছা জন্মিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।" উত্তরে মোহিনী বলিল,—"তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, আপনি একাদশী না করিয়া ভোজন করুন। যদি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত পাপে ঘোর নরকে পতিত হইবেন।"

রাজা পুনরায় বলিলেন,—"কল্যাণি! আমার ব্রতভঙ্গ করিও না। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। একাদশীতে কোন প্রাণী অন্নভোজন করিবে না—ইহা আমি নিজেই প্রচার করিয়া কিরূপে তাহার বিপরীত আচরণ করিব? যদি ইন্দ্রের তেজ ক্ষীণ হয়, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, অগ্নি তাহার উষ্ণতা ত্যাগ করে তথাপি রাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী-ব্রত ভঙ্গ করিবে না!"

রাজার বাক্য শ্রবণে মোহিনী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল,—"রাজন্! আমার বাক্য স্বীকার না করিলে তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে; আমি পিতৃস্থানে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া মোহিনী গমনোদ্যত হইল। সেই সময়ে ধর্ম্মাঙ্গদ আসিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিল এবং মাতা মোহিনীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। তৎপরে পিতার চরণে উপস্থিত হইয়া মাতা-মোহিনীর মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রার্থনা করিল। পিতা পুত্রের প্রার্থনা-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"মোহিনী মরিয়া যায় অথবা চলিয়া যায়, তথাপি একাদশী-ব্রত হইতে বিরত হইব না।"

ধর্ম্মাঙ্গদ নিজমাতা সন্ধ্যাবলীকে আহ্বান করিয়া মোহিনীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সন্ধ্যাবলীর শত অনুরোধেও মোহিনীর মন দ্রবীভূত হইল না। সে বলিল—"রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন, তবে তাহার পরিবর্ত্তে নিজ পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া আমাকে প্রদান করুন।" মোহিনীর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সন্ধ্যাবলী শিহরিয়া উঠিলেন, পরে রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ! ধর্ম্মহানি অপেক্ষা পুত্রের প্রাণনাশ করাই শ্রেয়ঃ। পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ শতগুণ অধিক। কিন্তু আজ মাতা হইয়াও স্বামীর প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে

ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় ও সত্যপালনের জন্য পুত্রের মমতা জলাঞ্জলি দিতেছি। আপনি স্নেহ-মমতা ত্যাগপূর্ব্বক পুত্রকে বধ করুন।" সেইসময় রাজপুত্র ধর্ম্মশীল ধর্ম্মাঙ্গদ মোহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"ভামিনি! তুমি আমার বধরূপ বর গ্রহণ কর" বলিয়া একটি তীক্ষ্ণ তরবারি রাজহস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনি বিলম্ব করিবেন না, মোহিনীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পূরণ করুন। আপনার হিতের জন্য আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তখন মোহিনী পুনরায় বলিল,—"একাদশীতে ভোজন কর, পুত্র বধ করিতে হইবে না, অন্যথায় পুত্র বধ করিতে হইবে।"

সেই সময় সহসা ভগবান্ বিষ্ণু অলক্ষিতভাবে আকাশে আবির্ভূত হইলেন। রাজা সানন্দে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তরবারি লইলেন, পুত্রও হর্ষভরে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিলেন। রাজা তরবারি উত্তোলন করিলে পর্ব্বত সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল, সমুদ্রে জোয়ার আসিল, ধরণীতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মোহিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে-মুহূর্ত্তে ভগবান্ শ্রীহরি স্বহস্তে তরবারি ধারণ করিয়া কহিলেন,—"রাজন্! আমি তোমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি স্ত্রী-পুত্র সহ বৈকুণ্ঠধামে চল"— এই বলিয়া তিনি রাজাকে স্পর্শ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ সকলের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অহো! শ্রীএকাদশী-ব্রত পালনের কিপ্রকার অপূর্ব্ব মহিমা! ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, মানব-জীবনে যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হউক না কেন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই জন্য শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় একাদশী-ব্রতোপবাস পালন করা কর্ত্তব্য।

একাদশী-তিথিতে অন্নভোজন নিষেধ—কেন?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে (২৬।২৪-২৬) দেবর্ষি নারদকে শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন,—

সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সন্ত্যেবৌদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে॥
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মন্দধীঃ।
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্॥
একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিত-ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥

একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যে-মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মৃত্যুর পরে একাদশী পরিমিত সংখ্যক যুগকাল কুম্ভীপাক নামক নরকে অবস্থান করত চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত গলিত কুষ্ঠ-ব্যধিতে বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে—ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

শ্রীএকাদশীর আবির্ভাবের তথ্য অবগত হইতে পারিলে আমরা ইঁহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিব। শ্রীপদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায়) দৃষ্ট হয়, যথা—এক সময় জৈমিনি ঋষি নিজ গুরুদেব মহর্ষি শ্রীব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কস্মাদেকাদশী জাতা তস্যাঃ কো বা বিধি দ্বিজ।
কদা বা ক্রিয়তে কিম্বা ফলং কিম্বা বদস্ব মে॥
কা বা পূজ্যতমা তত্র দেবতা সদ্‌গুণার্ণবঃ।
অকুর্ব্বতঃ স্যাৎ কো দোষ এতন্মে বক্তুমর্হসি॥

অর্থাৎ, জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরুদেব! একাদশী-দেবী কখন ও কাঁহার নিকট হইতে উৎপন্না হইলেন, তাঁহার উপবাসের বিধি কি, কখন বা এই ব্রত করিতে হয় এবং উহার ফলই বা কি, তাহা বর্ণন করুন; আর ঐ ব্রতের পূজ্যতম সদ্‌গুণসম্পন্ন দেবতাই বা কে এবং এই ব্রতাচরণ না করিলে দোষই বা কি হয়, সে-সকল বিষয়ও একমাত্র আপনিই বলিতে সমর্থ, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

জৈমিনির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্যাসদেব আনন্দভরে ভগবৎকথা বর্ণন করিতে লাগিলেন, —বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবান্ সংসারে স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি করিয়া মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবগণের শাসন নিমিত্ত একটি পাপপুরুষ (পাপমূর্ত্তি) নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পাপমূর্ত্তির অঙ্গসকল পাপদ্বারাই নির্ম্মিত হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা—তাহার মস্তক, মদ্যপান—চক্ষুদ্বয়, স্বর্ণ-অপহরণ—মুখ, গুরুপত্নী (বিমাতা)-গমন—কর্ণদ্বয়, স্ত্রীহত্যা—নাসিকাদ্বয়, গোহত্যা-পাপ—বাহুযুগল, ধন-অপহরণ—গ্রীবা, ভ্রূণহত্যা (গর্ভস্থ শিশুবধ)—গলদেশ, পরস্ত্রী-গমন—বক্ষদেশ, আত্মীয়-স্বজনবধ—উদর, শরণাগত-বধ—নাভিদেশ, আত্মশ্লাঘা—কটিদেশ, গুরুনিন্দা—উরুদ্বয়, কন্যা-বিক্রয়—শিশ্ন, গুপ্তকথা-প্রকাশ—মলদ্বার, পিতৃহত্যা—চরণদ্বয়, উপপাতক সকল—তাহার রোমাবলী; এইভাবে সমস্ত পাপদ্বারা বিশাল দেহের এক ভয়ঙ্কর পাপপুরুষ নির্ম্মিত হইল।

নিজসৃষ্ট মহাকায় পাপপুরুষের এইপ্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া জীবদুঃখ-মোচনকারী ভগবান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ করিয়া যম-মন্দিরে গমন করিলেন। যমরাজ তাঁহাকে উপযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন।

যমরাজের সহিত কথোপকথন-কালে পুরুষোত্তম ভগবান্ দক্ষিণ দিকে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যমরাজ উত্তরে বলিলেন—'হে দেব! পাতকী মর্ত্ত্য-জীবগণ নিজ কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখজনক নরক ভোগ করিতেছে।' ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই মর্ত্ত্যবাসী পাপাচারী মানবগণকে যন্ত্রণায় পীড়িত দর্শন করত তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তাই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমিই এই সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, আর সর্ব্বশক্তিমান্ আমি বর্ত্তমান থাকিতে ইহারা নিজ কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!' এই মনে করিয়া তিনি নিজেই একাদশী-তিথি রূপা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করা যাইতেছে,—

এতচ্চান্যচ্চ বিপ্রর্ষে বিচিন্ত্য করুণাময়ঃ।
বভূব সহসা তত্র স্বয়মেকাদশীতিথিঃ॥
ততস্তান্ পাপিনঃ সর্ব্বান্ করয়ামাস তদ্‌ব্রতম্।
তে চ সর্ব্বে পরং ধাম যযুর্গলিতকল্মষাঃ॥
তস্মাদেকাদশীং মূর্ত্তিং বিদ্ধি পরমাত্মনঃ।
সমস্ত সুকৃত-শ্রেষ্ঠাং ব্রতানামুত্তমঃ দ্বিজ॥

অর্থাৎ, করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিয়া সেই স্থানেই সহসা নিজে একাদশী তিথিরূপ মূর্ত্তিধারণ করত আবির্ভাব হইলেন। তারপর সেইসকল পাপিগণকে তিনি একাদশীব্রত আচরণ করাইলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাপ-মুক্ত হইয়া পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সুতরাং হে বৎস জৈমিনি! তুমি একাদশী-তিথিকে পরমাত্মা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়াই জানিবে। সমস্ত সুকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও ব্রত-সকলের উত্তম এই একাদশী ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ভগবৎ-সৃষ্ট সেই পাপপুরুষ বিষ্ণু-সমীপে গমন-পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সকাতর প্রার্থনা জানাইল, হে ভগবান্ বিষ্ণো! আমি আপনার সৃষ্ট প্রজা, আমাকে আশ্রয়কারী (পাপাচারী) জনগণের কর্ম্মানুযায়ী তাহাদিগকে দুঃখদানই আমার কার্য্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাদশী-প্রভাবে আমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি, কারণ ঐ ব্রতের ফলে প্রায় সকলেই বৈকুণ্ঠবাসী হইতে চলিল। আমি এখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকিব? আর সকল জীব বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলে আপনি কাহার সহিত মর্ত্ত্যে ক্রীড়া করিবেন?

অতএব হে কেশব! একাদশী তিথির ভয় হইতে আমায় রক্ষা করুন। আমি এক একাদশীর ভয়ে পলায়ন করিয়া সমস্ত মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট, জন্তু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, জল, স্থল, নদী, সমুদ্র, বন, প্রান্তর, স্বর্গ,মর্ত্ত্য, পাতাল, দেবতা ও গন্ধর্ব্ব,—ইহাদের সকলকে আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু কোথাও নির্ভয় স্থান পাই নাই দেখিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেবদেব! আপনার সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে একাদশীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইজন্য আমি কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমায় একটি নির্ভয় স্থান দান করুন।

তখন ক্লেশনাশন শ্রীভগবান্ হাস্যসহকারে তাহাকে বলিলেন,—'ওহে পাপপুরুষ! তুমি দুঃখ করিও না। ত্রিভুবন-পবিত্রকারিণী একাদশী-তিথি আবির্ভূত হইলে তুমি অন্ন ও রবি-শস্য প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া রহিবে, আমার মূর্ত্তি একাদশী তিথি তোমায় বধ করিবে না।

সুতরাং একাদশী তিথি মাত্রেই অন্ন ও রবিশস্য মধ্যে পাপপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকে, সেইকারণে উক্ত তিথিতে অন্ন ও রবিশস্য ভোজন নিষেধ।

একাদশী-ব্রতপালনের উদ্দেশ্য

একাদশী-ব্রতোপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি প্রেমভক্তি-লাভ। ''শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে এই ব্রতাচরণে চতুর্বর্গের প্রতিও তুচ্ছবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুনির্ম্মলা ভক্তি লাভ হয়" (স্কন্দ পুঃ)[৮]। সাধারণ মানব হরিভক্তির অতুল মহিমা বুঝিতে

৮। ধর্ম্মোপরি মতির্নিত্যং কৃষ্ণে ভক্তিঃ সুনির্ম্মলা। পাতকৈর্নৈব লিপ্যেত দ্বাদশীভক্তিতো নরঃ॥

পারে না। কিন্তু ''এই হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর পশ্চাতে সকলপ্রকার মুক্তি, সিদ্ধি ও ভক্তি দাসীর ন্যায় সদা অনুগমন করেন'' (নারদ পঞ্চরাত্র)[৯]। সুতরাং ''সর্ব্বকামফলপ্রদ এই একাদশী-ব্রত কেবল শ্রীবিষ্ণুর তোষণের জন্যই আচরণ করা কর্ত্তব্য'' (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৮)[১০]।

গর্গসংহিতার মাধুর্য্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধিকা শরণাগত যজ্ঞসীতা-গোপীগণকে উপদেশ করিয়াছেন,—হে গোপীগণ, তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে যদি প্রসন্ন করিতে চাহ, তবে একাদশী-ব্রত কর। ইহাতে তিনি বশীভূত হইবেন, সংশয় নাই—''**শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদার্থং কুরুতৈকাদশী-ব্রতম্। তেন বশ্যো হরিঃ সাক্ষাদ্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥**''

তথাপি শাস্ত্রে একাদশীব্রতের ফলস্বরূপে যে পাপমুক্তি, স্বর্গলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি, রোগমুক্তি, দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, উহার কারণ এই যে, বাস্তবিকই ''এইব্রত চিন্তামণিস্বরূপ ও কল্পতরুসদৃশ''[১১] (নারদ পুঃ)। সুতরাং এইব্রত জীবের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণে সমর্থ। সকামী মানবগণের শুদ্ধভক্তির মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞানতার কারণেই শাস্ত্রসমূহ এইসকল গৌণ-ফলের কথাই সর্ব্বাগ্রে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য, ১৯শ অধ্যায়ে) স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে,—''**বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ' বলে জনা জনা। মূর্খপ্রতি কেবল সে বেদের করুণা॥ বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ধন-পুত্র পাই গঙ্গাস্নান-হরিনামে। শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে॥ যে তে মতে গঙ্গাস্নান-হরিনাম কৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ এই বেদ-অভিপ্রায়, মূর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥**'' শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকায় 'স্বর্গ'-শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে,—''**স্বর্গ-শব্দেনাত্রোর্দ্ধ-লোকো লক্ষ্যতে, তেন চ শ্রীবৈকুণ্ঠপদম্**'' অর্থাৎ স্বর্গ-শব্দে এস্থলে মুখ্যতঃ বৈকুণ্ঠপদকেই শাস্ত্রসকল লক্ষ্য করিয়া থাকেন। পুনরায়, 'মোক্ষ' বলিতেও স্বয়ং শিবঠাকুর শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্ব অর্থাৎ দাসত্বই বুঝাইয়াছেন—''**বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ**'' (পদ্ম পুঃ)।

সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বগুণগণালয় শ্রীভগবৎসমীপে বাসই যথার্থ উপবাস; কেবল আহার বর্জ্জনই উপবাসের তাৎপর্য্য নহে—''**উপবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসঃ গুণৈঃ সহ। উপবাস স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্॥**'' (ভবিষ্যোত্তর পুঃ)

একাদশী-মাহাত্ম্য

সমগ্র শাস্ত্রই একাদশীব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এইস্থলে যৎকিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল মাত্র। ''একাদশীব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্যব্রতের অনুষ্ঠান করিলে হস্তগত মণি বর্জ্জন করিয়া পাথর কুড়ানোই সার হয়'' (তত্ত্বসাগর)[১২]। ''এই ব্রত বর্জ্জন করিয়া অন্যসব ব্রতাচরণে প্রকৃতপক্ষে সুখী না হইয়া পরিশেষে ঐ সমস্ত ব্রতফল

৯। হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

১০। একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্। কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণু-প্রীণনকারণম্॥

১১। চিন্তামণিসমা হ্যেষা অথবাপি নিধিঃ স্মৃতা। কল্পপাদপপ্রেক্ষা বা সর্ব্ববেদোপমথবা॥

১২। একাদশীং পরিত্যজ্য যোঽন্যব্রতমুপাসতে। স করস্থং মহারত্নং ত্যক্ত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে॥

হইতে দুঃখের অঙ্কুরই উদিত হয়'' (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৭৮)[১৩]। বস্তুতঃ ''হরিবাসর ব্যতীত দান, তপস্যা, তীর্থস্থান কিংবা কোনরূপ পুণ্যাচরণদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।'' (স্কন্দঃপুঃ)[১৪]। ''একদিকে অশ্বমেধ, রাজসূয়, প্রভৃতি সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থ, সকল তপস্যা ও যাবতীয় মহাদান এবং অন্যদিকে এক বৈষ্ণবব্রত—এইরূপে ব্রহ্মা তুলাদণ্ডে উভয়কে তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে হরিনামকারী বৈষ্ণবগণের ব্রতই ওজনে অধিক হইল'' (পদ্ম পুঃ)[১৫]।

''দাবানলের উদয় হইলে যেমন কি শুষ্ক, কি আর্দ্র সকল কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীহরিবাসর-ব্রতে জীবের পূর্ব্বাপর সকল পাপ বিনষ্ট হয়'' (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)[১৬]। ''শ্রীযমদেব পর্য্যন্ত তাঁহার দূতগণকে সাবধান করিয়া দেন,—যদি আমার ভাল চাহ, তবে শত পাপ করিলেও একাদশী-ব্রতোপবাসকারিগণকে তোমরা পরিহার করিয়া চলিবে'' (স্কন্দ পুঃ)[১৭]। বস্তুতঃ ''এই ব্রতোপবাসই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপা এবং সংসার-মোচনকারী''—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)[১৮]। সুতরাং যথার্থ ভক্তিসহকারে একাদশী ব্রতাচরণে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এমনকি বিষ্ণুমন্দিরে গমন হইয়া থাকে'' (বায়ু পুঃ)[১৯]। ''একাদশী ব্রতকথা শ্রদ্ধাসহ শ্রবণ করিলে, ইহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহার অনুষ্ঠানে অনুমতি দিলে এবং অন্য অজ্ঞ জীবগণের হৃদয়ে এইব্রত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগ্রত করাইলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণুর দিব্যধামে গতিলাভ হইয়া থাকে'' (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ)[২০]।

সর্ব্বতিথি-শ্রেষ্ঠা শ্রীএকাদশী সর্ব্বপ্রথমেই ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিকে হরিভক্তি প্রদান করেন এবং আনুষঙ্গিক-রূপে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি অবান্তর ফলও দিয়া থাকেন। নিম্নে এক পুরাতন কাহিনী উল্লিখিত হইতেছে,—

পূর্ব্বকালে 'কোটিরথ' নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, ক্রোধজয়ী, নারায়ণপূজক ও হরিবাসর-ব্রতনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পত্নী সুপ্রজ্ঞাও প্রিয়দর্শিনী ও সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা নারী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একদিন একাদশী-তিথিতে উপবাস সহ বিষ্ণুপূজারত থাকিয়া নৃত্য-গীতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় 'শৌরি'-নামক এক ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনারা ধন্য। আপনাদের ন্যায় বৈষ্ণব জগতে দুর্ল্লভ। আপনাদের এই বুদ্ধি কিরূপে জন্মিল?

১৩। একাদশীব্রতাদন্যদ্যদ্ব্রতং ক্রিয়তে নরৈঃ। তৎফলং তদ্বিজানীয়াদ্দুঃখোদ্ভূতমিবাঙ্কুরম্॥

১৪। ন দানং ন তপঃ স্নানং ন চান্যৎ সুকৃতং ক্বচিৎ। মুক্তয়ে হ্যভবৎ সুভ্রু মুক্ত্বৈকং হরিবাসরম্॥

১৫। একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থতপাংসি চ। মহাদানানি দত্তানি ব্রতং বৈষ্ণবমেকতঃ॥
বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিসম্ভবঃ। একত্র তুলিতো ধাত্রা তৎপূর্ব্বো হ্যভবদ্‌গুরুঃ॥

১৬। যথা দাবাগ্নিরুদিতঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ গহ্বরে। দহত্যেব সমস্তানি কলুষানি হরের্দ্দিনম্॥

১৭। একাদশ্যামভুঞ্জা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি। ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা॥

১৮। সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমিদং সংসারোত্তারকারকম্। একাদশীব্রতং বিপ্র কুর্ব্বন্ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

১৯। একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স বিষ্ণোর্যাতি মন্দিরম্॥

২০। এতচ্ছৃণোতি কুরুতেঽনুমতিং দদাতি শ্রদ্ধাঞ্চ কারয়তি যশ্চ তথা নরাণাম্।
একাদশীব্রতকৃতে কলুষৈর্বিমুক্তঃ প্রাপ্নোতি দিব্যভুবনং গরুড়ধ্বজস্য॥

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাতিস্মরা রাণী বলিতে লাগিলেন,—''আমরা পূর্ব্বজন্মে মহাপাতকী ছিলাম, কিন্তু একাদশী-ব্রত প্রভাবে যমরাজের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। যদিও ইহা অপ্রকাশ্য, আপনি বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া আপনার নিকট বর্ণন করিব। আমি 'ছিত্রপদা' নাম্নী বেশ্যা ছিলাম এবং বহুবিধ পাপাচরণ করিয়াছিলাম। এই রাজাও সর্ব্বপ্রকার আচারহীন, দস্যু, পরস্ত্রীগামী, মিথ্যাভাষী, অহঙ্কারী ও ধর্ম্মনিন্দুক 'নিত্যদয়'-নামক এক শূদ্র ছিলেন। তাঁহার অনাচারের জন্য তিনি সমস্ত জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমার আশ্রয়ে বাস করিতেন। সেই হইতে আমরা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় কালযাপন করিতে থাকি। একদিন কোন এক একাদশী তিথিতে আমি জ্বরাক্রান্ত হইয়া রোগ-যন্ত্রণায় 'হে হরি, হে গোবিন্দ, হে নারায়ণ! আমাকে রক্ষা করুন'—এই বলিয়া কাতরভাবে চিৎকার করিতে করিতে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া সেই রাত্রি জাগরণ করি। আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই রাজাও অন্নাদি আহার না করিয়া সেই নিশিতে সঙ্গী ছিলেন। পরদিন প্রভাতে আমার মৃত্যু হয় এবং ইনিও দৈবক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে যমদূতগণ আমাদের উভয়কে দুর্গমপথে যমালয়ে লইয়া যায়। সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হিসাব-রক্ষক চিত্রগুপ্ত যমরাজকে বলিলেন,—''ইহারা মহাপাতকী হইলেও একাদশী-ব্রত প্রভাবে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাদশী-উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করে।" চিত্রগুপ্তের বাক্য শ্রবণ করত যমরাজ তখন আমাদিগকে পূজোপকরণ-দ্বারা অর্চ্চনপূর্ব্বক আহার করাইয়া প্রীত করিলেন এবং তদনন্তর দিব্যরথে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—''আপনারা পুণ্যবন্ত-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেস্থানে ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজ করেন, তথায় আপনারা গমন করুন।"

শুদ্ধা একাদশীতেই ব্রতোপবাস কর্ত্তব্য

''একাদশী সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা—এই দুই প্রকার। বিদ্ধাও—পূর্ব্ববিদ্ধা ও পরবিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমী-মিশ্রিতা একাদশী পরিত্যজ্যা" (হঃভঃবিঃ ১২।১৯৯)। ''সম্পূর্ণা এবং বিশেষতঃ পরবিদ্ধা (অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্তা) একাদশী শুদ্ধা বলিয়া উপবাস-যোগ্য, কিন্তু দশমীযুক্তা একাদশীতে কখনও উপবাস করিতে নাই" (সৌরধর্ম্মোত্তর)[২১]। ''অরুণোদয়-কালে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারি দণ্ডকাল-মধ্যে যদি দশমীর গন্ধমাত্রও থাকে, তাহা হইলে উক্ত একাদশী পূর্ব্ববিদ্ধা-দোষে দুষ্টা হওয়ায় উহাকে সযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে" (ভবিষ্য পুরাণ)। দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশী কিন্তু সর্ব্বদাই গ্রহণীয়—''**দ্বাদশীমিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ**" (পদ্ম পুঃ)। নারদপুরাণে বর্ণিত আছে,—যে কালে বহুবাক্য-বিরোধজন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে-কালে দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ''যে শাস্ত্রে দশমীবিদ্ধ একাদশীপালনের কথা আছে, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মার উক্তি হইলেও তাহা শাস্ত্র রূপে গণ্য নহে" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৭৮)[২২]।

পদ্মপুরাণে হিরণ্যাক্ষ-বধ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, দৈত্যগণের বধ দুষ্কর দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীহরিকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন,—'শুক্রাচার্য্যের মায়ায় মোহিত

২১। একাদশীমুপবসেদ্দ্বাদশী অথবা পুনঃ। বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতা ক্বচিৎ॥

২২। দ্বাদশী দশমীযুক্তা যত্র শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা। ন তৎশাস্ত্রমহং মন্যে যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

হইয়া বিপ্রগণ দশমীবিদ্ধা আমার একাদশী ব্রত করিতেছেন। হে পিতামহ, আমি সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি, **দশমীবিদ্ধা একাদশী দৈত্যগণের পুষ্টিবর্দ্ধিণী**—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই'[২৩]। বিদ্ধাব্রতের দ্বারা পুষ্ট হইয়াই হিরণ্যাক্ষ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দেবরাজ্য হরণ করিয়াছে। সুতরাং হে মার্কণ্ড! তুমি আমার আজ্ঞায় ভূলোকে গমন কর এবং দশমীবেধ-বিষয়ে শুক্রাচার্য্যের মায়া নাশ কর।' শ্রীবিষ্ণুর আদেশে মুনিবর নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট ঋষিগণ সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মুনিবর মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও সর্ব্ব আশ্রমে গিয়া সকলকে তাহা জানাইলেন। তদবধি বিপ্রগণ ও জনগণ শুক্রাচার্য্য-বাক্যসমূহ ত্যাগ করিয়া দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত বর্জ্জন করিয়াছিলেন (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৫৭-২৬৬)।

ব্রহ্মপুরাণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়মুনির উক্তিতে দেখা যায়, পূর্ব্বে ভার্য্যাসহ তিনি দশমীসংযুক্তা একাদশীতে ব্রতোপবাস পালন করায় তাঁহার শত পুত্রদিগের বিনাশ ঘটিয়াছিল। স্কন্দপুরাণে স্পষ্ট উক্ত আছে যে,—যাহারা দশমীদ্বারা দূষিত হরিবাসরে উপবাস করিবার জন্য উপদেশ করে, সেই সকল পাপপুরুষ নিশ্চয় শুক্র-মায়ায় মোহিত হইয়াছে জানিতে হইবে[২৪]। উক্ত পুরাণেই উমা-মাহেশ্বর সংবাদে দেখা যায়, যাহারা দশমীবিদ্ধা একাদশীর অনুষ্ঠান করে, তাহারা নিশ্চয় নরকবাসেরই ইচ্ছা করে।

সকল নর-নারী নির্ব্বিশেষে একাদশীব্রত করণীয়

''আট বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আশী বৎসর পর্য্যন্ত নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সকল মানবেরই একাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য"—(কাত্যায়ন স্মৃতি)[২৫]। পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি শিবের উক্তিতে দেখা যায়,—''ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থাদি সকল আশ্রম ও সকল স্ত্রীজাতির পক্ষেই এই তিথিতে যে উপবাস করা উচিত, ইহাতে কোন সংশয় নাই"[২৬]। সুতরাং পতি জীবিত থাকিতে নারীর ব্রতোপবাস-পালনে পতির আয়ু-হরণ ও সেই নারীর নরকগমন হইয়া থাকে বলিয়া যে কোন শাস্ত্রোক্তি দেখা যায়, তাহা একাদশী প্রভৃতি হরিবাসর-ব্রতোপবাস সম্বন্ধে নহে; নতুবা পার্ব্বতীর প্রতি স্বয়ং শিবঠাকুরের এইপ্রকার উপদেশ হইত না। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রই তাঁহার পিতার বর্ত্তমানে শচীমাতাকে একাদশী-ব্রতোপবাসের উপদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ আদি ১৫।৮-১০)। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ''**সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ একাদশ্যামুপবসেৎ**"—বাক্যে সস্ত্রীক একাদশী-ব্রতোপবাসের নির্দ্দেশই দৃষ্ট হয়। আবার, শ্রীনারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-রাজার নিজরাজ্যে অষ্ট হইতে অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত কি নর, কি নারী সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত পালিত না হইলে শাস্তির ঘোষণা দেখা যায়। এমনকি ঋতুমতী অবস্থায়ও নারীজাতির একাদশীতে ভোজন নিষিদ্ধ—''**একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি**" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৬)।

২৩। বাসরং দশমীবিদ্ধং দৈত্যানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। মদীয়ং নাস্তি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহঃ॥

২৪। যে শংসন্তি দিনং বিষ্ণোর্দশমীবেধদূষিতম্। জ্ঞেয়াস্তে পাপপুরুষাঃ শুক্রমায়া-বিমোহিতাঃ॥

২৫। অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্তো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

২৬। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি। একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥

একাদশী বৈষ্ণবব্রত বলিয়া একমাত্র বৈষ্ণবগণেরই করণীয়, ইহা নহে। স্কন্দপুরাণে স্বয়ং শিবঠাকুরই ঘোষণা করিয়াছেন,—''হরিবাসরে ভোজন করিলে তাহাকে শৈব, সৌর, কিংবা আশ্রমী অথবা তীর্থসেবী বলিয়া গণ্য করা যায় না; সে শ্বপচ অপেক্ষাও পাপী। আমার উপাসনা করে বলিয়া কেহ যদি এই ব্রত অমান্য করে, সে আমার কখনও প্রিয় নহে''[২৭]।

একাদশীতে মহাপ্রসাদ সেবনীয় নহে

মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে অশেষ মহিমা সকল শাস্ত্রই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু হরিবাসর-ব্রতে মহাপ্রসাদ সেবন করিলে উভয়কেই অবজ্ঞা করা হয়। কেহ কেহ 'রাগমার্গীয় বৈষ্ণব'-অভিমান-বশে একাদশী প্রভৃতি হরিতিথিতেও মহাপ্রসাদ ভোজন করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—''প্রমাদবশতঃও কোন বৈষ্ণব যদি একাদশীতে ভোজন করেন, তবে তাহার সকল বিষ্ণুপূজা কেবল ব্যর্থই নহে, তাহাকে নরকগমনও করিতে হয়[২৮]।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে 'হরিবাসর-ব্রতসকল বাঁধা আছে' মনে করিয়া সে-স্থানে কিছু তত্ত্ব-জ্ঞানহীন লোকের মধ্যে একাদশীতে মহাপ্রসাদ সেবনের যে রীতি দেখা যায়, তাহা নিতান্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীপুরুষোত্তম ধামে হরিবাসরে ব্রতোপবাস করিয়া সেই রীতির শাস্ত্রীয়-অবৈধতা প্রমাণ করিয়াছেন। একসময় একাদশী-ব্রতোপবাসকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অগ্রে কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ ধরিলে তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন,—**''প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে। বিরোধ না কর কভু বুঝহ অন্তরে॥ এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ। যে করে, নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ।। একাদশীদিনে নিদ্রাহার-বিসর্জ্জন। অন্য দিনে প্রসাদ-নির্মাল্যসেবন॥''** (প্রেমবিবর্ত্ত)। বস্তুতঃ ভগবানের সন্তোষ-বিধানের জন্যই ভক্তগণের মহাপ্রসাদ-সেবন ও একাদশী-ব্রতপালন—তাঁহারা তজ্জন্য পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ করেন না।

অসমর্থপক্ষে অনুকল্প-গ্রহণীয়

অসুস্থতা কিংবা বার্দ্ধক্যের কারণেও একাদশীব্রত বর্জ্জনীয় নহে। ''বালক, বৃদ্ধ ও আতুর-ব্যক্তি নিশাতে একবার মাত্র আহার কিংবা দুগ্ধ ও ফল-মূল গ্রহণপূর্ব্বক তিথি অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু কোনক্রমেই একাদশী-বর্জ্জিত হইবেন না (মার্কণ্ডেয় পুঃ)[২৯]।'' যাঁহারা রোগগ্রস্ত, কিংবা যাঁহাদের পিত্তাধিক্য রহিয়াছে এবং যাঁহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা রাত্রি প্রভৃতিতে অনুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন'' (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৯৩)[৩০]। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, সদ্‌গুরু-বাক্য ও ঔষধকে ব্রতনাশক নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১০০)। মূলতঃ অসমর্থপক্ষে একাদশীব্রতকালে একবার মাত্র অনুকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২৭। ন শৈবো ন চ সৌরো বা নাশ্রমী তীর্থসেবকঃ। যোভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥
বিপ্রিয়ং তেন মে গৌরি কৃতং দুষ্টেন পাপিনা। মদ্ভক্তিবলমাশ্রিত্য যো বৈ ভুঙ্‌ক্তে হরের্দ্দিনে॥

২৮। বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণুর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥

২৯। একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। পয়োমূলফলৈর্বাপি ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ॥

৩০। ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্। ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি-পরিকল্পনম্॥

একাদশীতে অন্নমাত্রেই বর্জ্জনীয়

কোন কোন বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তি একাদশীতে আটা, শ্যামাচাউল, সূজি, ছোলা, মূগ প্রভৃতিকে 'অন্ন' নহে মনে করিয়া ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'অন্নম্' বলিতে 'অত্তুং যোগ্যং অন্নম্' অর্থাৎ ভোজ্য-সামগ্রী মাত্রকেই বুঝায়। হরিবাসরে বস্তুতঃ কোনও প্রকার ভোজ্য-সামগ্রীই গ্রহণীয় নহে। নিতান্ত অসমর্থ পক্ষেই ফল, মূল, জল, দুগ্ধাদি ব্রতনাশক নহে বলিয়া গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্‌প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে শিব-পার্ব্বতী সংবাদে দেখা যায়,—হে গিরিজে! ধান্যসম্ভূত বস্তুই 'অন্ন'-নামে কথিত হইয়া থাকে। এ জগতে বিবিধ প্রকার ধান্য আছে, যত্নপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর—শ্যাম (শামা ধান), মাস, মসূর, ধান্য, কোদ্রব (কোদধান), সর্ষপ, যব, গোধূম (গম), মুদ্গ (মুগ), তিল, কঙ্গু (কাউন), কুলথ, গবেধুক (তৃণধান্য), আতক, কলায়ক (মটর), মাণ্ডক, বজ্রক (বাজরা), রঙ্ক, কীচক (বাংশধান), বড়ক (বরবটী), তিলক (হোমধান), চণক (ছোলা) এবং 'আদি' শব্দে জুয়ার, ভুট্টা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে[৩১]। অতএব শ্যামাচাউল, আটা, ছোলা প্রভৃতি 'অন্ন' বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাহা একাদশীতে পরিত্যজ্যই জানিতে হইবে।

সংক্রান্তি, জননাশৌচ কিংবা মরণাশৌচেও একাদশী বর্জ্জনীয় নহে

''গাভী শ্বেতই হউক্ বা কৃষ্ণই হউক, দুগ্ধদান গুণে যেমন উভয়ই সমান, তদ্রূপ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় একাদশী একই ফলপ্রদ'' (গর্গসংহিতা)। সুতরাং ''মোহবশতঃ যে শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর বিচার করে, সে ইহলোকে সর্ব্বপাপাশ্রয় বলিয়া কথিত হয়'' (কালিকাপুরাণ)[৩২]। পুনরায়, রবিবারে, সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ-কালে পুত্রবান্ গৃহীর উপবাস অনুচিত বলিয়া যে স্মার্ত্তবিধান , তৎসম্বন্ধে ঋষি জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই যে,—কাম্য উপবাসের ক্ষেত্রেই রবিবার ইত্যাদির নিষিদ্ধতা আছে। কিন্তু হরিবাসরে উপবাস নিত্য বলিয়া সেস্থলে কোনপ্রকার নিষিদ্ধতা নাই (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৫৯-৬০)। এমনকি, ''ঘোর আপদ্-অবস্থায় বা আনন্দ সমাগত হইলে কিংবা জননাশৌচ বা মরণাশৌচেও একাদশী-ব্রত ত্যাগ করিতে নাই।'' (বিষ্ণুরহস্য)।

হরিবাসরে শ্রাদ্ধ নিষেধ

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে উক্ত আছে যে, মাতা-পিতার মৃতাহে একাদশীর উপস্থিতিতে পরদিন দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত; উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধ কখনও কর্ত্তব্য নহে, কারণ দেবগণ বা পিতৃগণ নিন্দিত অন্ন ভোজন করেন না (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৭০)। অধিকন্তু একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত—তিনজনেই নরকগামী হইয়া থাকে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)[৩৩]।

৩১। অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং গিরিজে যদি জায়তে। ধান্যানি বিবিধানীহ জগত্যাং শৃনু যত্নতঃ॥
শ্যাম-মাস-মসূরাশ্চ ধান্য-কোদ্রব-সর্ষপাঃ। যব-গোধূম-মুদ্গাশ্চ তিল-কঙ্গু-কোলথকাঃ॥
গবেধুকাশ্চ নিবারা আতকশ্চ কলায়কাঃ। মাণ্ডুকো বজ্রকো রঙ্কঃ কীচকো বড়কস্তথা।
তিলকশ্চণকাদ্যশ্চ ধান্যানি কথিতানীহ॥

৩২। সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ স তু কীর্ত্তিতঃ। বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥

৩৩। যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥

একাদশী-ব্রতপালনের বিধি

একাদশীর পূর্ব্বদিন অর্থাৎ দশমীর প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দন্তধাবন ও তৈল ব্যতীত স্নান করিয়া বিষ্ণুপূজনপূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে মধ্যাহ্নে একবারমাত্র ভোজন করিবে। আমিষ (আমিষাশীর পক্ষে), লবণ, শাকাদি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

মৎস্য, মসূর, ছোলা, শাক, শীম, মধু, কোদো, নারী-সম্ভাষণ, দ্বি-ভোজন, পরান্নগ্রহণ, কাংসপাত্রে ভোজন, লাউ, নিম, জামির, তাম্বূল (পান), বেগুনাদি ভক্ষণ, অত্যন্ত ভোজন ও জলপান নিষিদ্ধ। দশমীর নিয়মের অনুরূপ দ্বাদশীতেও পালনীয়। সম্যক্ ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকিলে দশমীতে রাত্রিভোজন কর্ত্তব্য নহে। ঐ দিন অপরাহ্ণে পুনরায় দন্তধাবন করিবে। পরে সন্ধ্যায় শ্রীহরিমন্দিরে গমন করিয়া পরমপদ শ্রীহরিকে ধ্যান করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"এতদ্‌গৃহীতং গোবিন্দ ময়া ত্বৎপুরতো ব্রতম্।
সিদ্ধিং গচ্ছতু নির্ব্বিঘ্নং তব পাদানুকম্পয়া॥
অতি-চঞ্চল-চিত্তোঽহং লোভ-মোহময়ো নরঃ।
শক্নোম্যেতদ্ ব্রতং কর্ত্তুং কিং তবানুগ্রহমৃতে॥"

অর্থাৎ, 'হে গোবিন্দ, আমি আপনার সাক্ষাতে এই একাদশী-ব্রত গ্রহণ করিতেছি। আপনার কৃপায় তাহা যেন নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়। আমি অতি চঞ্চলচিত্ত ও লোভ-মোহযুক্ত প্রাণী, আপনার কৃপা-ভিন্ন এই ব্রতপালনে সমর্থ হইব না।"

—এই বলিয়া শ্রীহরির চরণপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিবে। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া আর দন্তধাবন করিতে হইবে না, কেবল দ্বাদশবার জলদ্বারা কুলি করিয়া মুখশুদ্ধি করিবে এবং স্নানান্তে বিষ্ণুপূজাদি করিবে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, জুয়াখেলা, শয়ন, তাম্বুলচর্ব্বণ, মিথ্যাবাক্য, পাপী-সম্ভাষণ, ক্রোধ—এসমস্ত বর্জ্জন করিবে। সমস্ত দিবস শ্রীহরিনাম ও হরিকথা কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-গোষ্ঠিসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠসহকারে রাত্রিযাপন করিবে। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দুগ্ধদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইবে। পরে দ্বাদশী-মধ্যে পারণ করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা করাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারণ বিধেয়।

একাদশী ব্রতোপবাসের পারণবিধি

ব্রতোপবাসের পরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীহরির মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদাদি-অর্পণ দ্বারা বৈষ্ণববৃন্দকে সম্মান করিতে হইবে। পরে প্রাতঃকালের পূজা সমাধা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপবাসাদি অর্পণ করিতে হইবে (হঃ ভঃ বিঃ ১৩।২২৯)। পারণকাল অল্প থাকিলে অরুণোদয়-কাল মধ্যেই স্নান-অর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য।

তন্মধ্যে **উপবাস-সমর্পণ মন্ত্র**—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"

'হে কেশব! আপনি সুমুখ হইয়া এই ব্রতদ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ এই আমার প্রতি প্রীত হউন এবং আমাকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করুন।'

এবং **পারণ মন্ত্র**—

"তব প্রসাদ স্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণং ময়া।
ব্রতনানেন সন্তুষ্টঃ স্বস্তিং ভক্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

অর্থাৎ 'হে নাথ, আপনার প্রসাদ-গ্রহণ দ্বারা আমি ব্রতের পারণ করিতেছি। এই ব্রতদ্বারা আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বস্তি ও ভক্তি আমাকে প্রদান করুন।'

এইরূপে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে নির্দিষ্ট পারণ-সময়ে পারণ করিতে হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে,—"উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে তুলসী সমন্বিত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে কোটীপাপ বিনষ্ট হয়" (হ. ভ. বি. ১৩।২৩৭)। কিন্তু কোন ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইলে মন্ত্র জপ করিয়া হরির উদ্দেশ্যে উপবাস নিবেদন করিয়া জলদ্বারা পারণ করাই কর্ত্তব্য (হঃ ভঃ বিঃ ১৩।২৫৫)।

একাদশী ব্রতের তালিকা

মহর্ষি সূত গোস্বামী ১২ মাসের ২৪টি এবং অধিমাস বা পুরুষোত্তম মাসে আরও ২টি এই মোট ২৬টি একাদশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। নিম্নে তাহার তালিকা বিবৃত হইতেছে,—

মাসের নাম	পক্ষের নাম	একাদশীর নাম
বৈশাখ—	কৃষ্ণা—	বরূথিনী
বৈশাখ—	শুক্লা—	মোহিনী
জ্যৈষ্ঠ—	কৃষ্ণা—	অপরা
জ্যৈষ্ঠ—	শুক্লা—	নির্জ্জলা
আষাঢ়—	কৃষ্ণা—	যোগিনী
আষাঢ়—	শুক্লা—	শয়নী
শ্রাবণ—	কৃষ্ণা—	কামিকা
শ্রাবণ—	শুক্লা—	পবিত্রারোপণী
ভাদ্র—	কৃষ্ণা—	অন্নদা
ভাদ্র—	শুক্লা—	পার্শ্বৈকাদশী
আশ্বিন—	কৃষ্ণা—	ইন্দিরা
আশ্বিন—	শুক্লা—	পাপাঙ্কুশা
কার্ত্তিক—	কৃষ্ণা—	রমা
কার্ত্তিক—	শুক্লা—	উত্থান বা প্রবোধিনী
অগ্রহায়ণ—	কৃষ্ণা—	উৎপন্না
অগ্রহায়ণ—	শুক্লা—	মোক্ষদা
পৌষ—	কৃষ্ণা—	সফলা
পৌষ—	শুক্লা—	পুত্রদা
মাঘ—	কৃষ্ণা—	ষট্‌তিলা
মাঘ—	শুক্লা—	জয়া

ফাল্গুন—	কৃষ্ণা—	বিজয়া
ফাল্গুন—	শুক্লা—	আমলকী
চৈত্র—	কৃষ্ণা—	পাপমোচনী
চৈত্র—	শুক্লা—	কামদা
পুরুষোত্তম বা অধিমাস—	কৃষ্ণা—	কমলা
পুরুষোত্তম বা অধিমাস—	শুক্লা—	কামদা

বরুথিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার। বৈশাখ মাসে কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধা এবং তাঁহার মহিমাই বা কিরূপ তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! ইহলোক ও পরলোকে বৈশাখী কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশী—'বরুথিনী' নামে বিখ্যাত। এই ব্রতদ্বারা সর্ব্বদা সুখলাভ হয় এবং পাপক্ষয় ও সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ঘটে। দুর্ভাগা স্ত্রীলোক এই ব্রত আচরণ করিলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই ব্রত জীবকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করে, সর্ব্বপাপ এবং গর্ভবাস-যন্ত্রণা বিনাশ করে। এই ব্রত-প্রভাবে মান্ধাতা, ধুন্ধুমার প্রভৃতি বহু নৃপতিগণ স্বর্গগতি লাভ করিয়াছেন। এমন কি শিবও এই ব্রত-প্রভাবে 'ব্রহ্মকপাল' হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। দশসহস্র বৎসর তপস্যার ফল এক বরুথিনী-ব্রতের অনুষ্ঠানেই ঘটিয়া থাকে। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই ব্রত পালন করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্ব বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অশ্বদান হইতে গজদান শ্রেষ্ঠ, গজদান হইতে ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে তিলদান, তিলদান হইতে স্বর্ণদান এবং তাহা অপেক্ষা অন্নদান শ্রেষ্ঠ। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান নাই এবং হইবেও না। পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের অন্নদ্বারাই তৃপ্তি জন্মে। পণ্ডিতগণ কন্যাদানকে অন্নদানের সমান বলিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ ধেনুদানকে অন্নদান তুল্য বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দান হইতে বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বরুথিনী ব্রত পালন করিলে উক্ত বিদ্যাদানের সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। পাপমতি যে-সকল মনুষ্য কন্যার উপার্জ্জিত ধনদ্বারা জীবন-ধারণ করে, তাহারা পুণ্যক্ষয়বশতঃ যাতনাময় নরকে গমন করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কখনও কন্যার ধন গ্রহণ করিবে না। যে-ব্যক্তি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার সহ কন্যাদান করেন, তাহার পুণ্যসংখ্যা নির্ণয় করিতে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও সমর্থ হন না। কিন্তু 'বরুথিনী'-ব্রত পালনে কন্যাদান হইতেও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রতকারী ব্যক্তি দশমী-দিনে কাংস্য-পাত্র, মাংস, মসূর, চনক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, দ্বি-ভোজন ও মৈথুন—

এই দশটি পরিত্যাগ করিবে। দ্যূতক্রীড়া, তাম্বূল, নিদ্রা, দন্ত-ধাবন, পরচর্চ্চা, খলতা, চৌর্য্য, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যাবাক্য একাদশী-দিনে পরিত্যজ্য। কাংস্য, মাংস, সুরা, মধু, তৈল, পতিতসম্ভাষণ, ব্যায়াম, পুনঃভোজন, মৈথুন, প্রবাস ও মসূরান্ন—এই কয়টি দ্বাদশী দিনে পরিত্যাগ করিবে।

হে রাজন্! এই বিধি-অনুসারে বরুথিনীব্রত পালনপূর্ব্বক রাত্রিকালে মধুসূদনের পূজা ও জাগরণ করিলে মানবগণ পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সূর্য্যতনয় যমরাজের যাতনা হইতে পরিত্রাণের জন্য বরুথিনী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে কথিত এই ব্রতকথা শ্রদ্ধাভরে পাঠ বা শ্রবণ করিলেও গোসহস্র-দানের ফললাভ পূর্ব্বক সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন হইয়া থাকে।

মোহিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"হে জনার্দ্দন! বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি ফল, কি বিধি—সে-সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।" তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে মহারাজ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! ব্রত-সমূহের মধ্যে একটি উত্তম ব্রতের কথা আমায় বলুন, যাহাদ্বারা সর্ব্বপাপক্ষয় ও সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হয়। হে মহামুনে! আমি সীতা-বিরহজনিত বহু দুঃখভোগ করিয়া ভয়বশতঃ আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—'হে রামচন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার নামগ্রহণেই মানব পবিত্র হইয়া থাকে, তথাপি জনহিতার্থে তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ব্রতের কথা বলিতেছি। বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'মোহিনী'-নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রতপ্রভাবে পাতকিগণ মোহজাল হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। এই হেতু মানবগণের পাপ-ক্ষয়কারিণী ও সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী এই একাদশী পালন করা কর্ত্তব্য। তুমি একাগ্রচিত্তে উহার কথা শ্রবণ কর; নিবিষ্টচিত্তে ইহার শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

সরস্বতী নদীর তটে ভদ্রাবতী-নামে এক মঙ্গলদায়িকা পুরী আছে। চন্দ্রবংশজাত 'ধৃতিমান্' নামে এক নৃপতি তথায় রাজত্ব করিতেন। সেই পুরীতেই 'ধনপাল' নামক সমৃদ্ধশালী ও পুণ্যকর্ম্মা এক বৈশ্য বাস করিতেন। তিনি জনহিতের জন্য নলকূপ, উদ্যান, মঠ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও শান্তস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃতি ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামে তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল। পঞ্চম পুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি সর্ব্বদা মহাপাপে রত থাকিত। সে পরস্ত্রী-সঙ্গী, বেশ্যাসক্ত, লম্পট ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি পাপে আসক্ত ছিল।

দেবার্চ্চনে, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতার সেবায় তাহার মতি ছিল না। সে অন্যায় কার্য্যে রত, দুষ্টস্বভাব ও পিতৃধনক্ষয়-কারক ছিল। সর্ব্বদা সে অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও সুরাপানে মত্ত থাকিত। বেশ্যার কণ্ঠে হস্ত দিয়া সে পথে পথে ভ্রমণ করিত। তাহার এই স্বভাব-দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন। আত্মীয়-স্বজনও তাহাকে পরিত্যাগ করায় নিজের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিত। কিছুদিন পরে ধনক্ষয় হওয়ায় সে বেশ্যাগণ কর্ত্তৃক তিরষ্কৃত হইয়া পরিত্যক্ত হইল। তখন ধনবস্ত্রহীন ক্ষুৎপীড়িত ধৃষ্টবুদ্ধি অবশেষে নিজগ্রামে চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিল। একদিন রাজপ্রহরীগণ তাহাকে বন্দী করিলেও তাহার পিতৃগৌরবে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এইভাবে কয়েকবার ধৃত ও মুক্ত হইয়াও যখন সে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল না, তখন রাজা তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিচারে সে কশাঘাত দণ্ডভোগ করিল। কারাভোগের পর অনন্যোপায় হইয়া বনে প্রবেশপূর্ব্বক পশু-পক্ষী বধ করিয়া তাহাদের মাংসে উদরপূরণ করিতে লাগিল। এইরূপে ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পাপ-জীবন দুঃখে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দুষ্কর্ম্মে কখনই সুখলাভ হইতে পারে না; সুতরাং সে দিবানিশি দুঃখশোকে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। এইভাবে বহুদিন গত হইলে কোন পুণ্যফলে একসময়ে কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইল। বৈশাখমাসে ঋষিবর গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে শোকাকুল ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঋষির বস্ত্র হইতে একবিন্দু জল তাহার গাত্রে পতিত হইল। সেই জলস্পর্শে ধৃষ্টবুদ্ধির সহসা শুভ-বুদ্ধির উদয় হইল। তখন সে ঋষির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল, ''হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে-পুণ্যপ্রভাবে আমি এই ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।" ঋষিবর বলিলেন,—''বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে মোহিনী নামক যে-প্রসিদ্ধা একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত পালন কর। এই ব্রতের ফলে মানবগণের বহুজন্মার্জ্জিত মেরুতুল্য পাপরাশি ক্ষয় হইয়া থাকে।"

মুনিবর বশিষ্ঠ বলিলেন,—কৌণ্ডিন্য ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত ধৃষ্টবুদ্ধি সেই ব্রত পালন করিল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! এই ব্রতপালনে সে নিষ্পাপ হইল; সে দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব উপদ্রব রহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। ত্রিলোকে মোহিনী ব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্রত নাই। যজ্ঞাদি, তীর্থস্নান, দান—এই ব্রতের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। এই ব্রতকথার পঠন ও শ্রবণ হইতে গো-সহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে এই ব্রত-মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

অপরা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—''হে কৃষ্ণ! জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধা এবং তাঁহার মাহাত্ম্যই বা কি, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—''হে মহারাজ! মানবগণের মঙ্গলের জন্য আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। বহুপুণ্য-প্রদায়িনী, মহাপাতক-নাশিনী ও পুত্রদাত্রী এই একাদশী 'অপরা' নামে বিখ্যাত। এই ব্রত-পালনকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যাকারী, পরনিন্দুক ও পরস্ত্রীগামী সকলেই এই ব্রতপালনে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যাহারা মিথ্যাসাক্ষ্যদান, ওজন বিষয়ে ছলনা, বেদের মিথ্যাব্যাখ্যা প্রদান, জ্যোতিষে মিথ্যাগণনা, মিথ্যা চিকিৎসায় রত থাকে, তাহারা সকলেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। তাহারাও যদি এই ব্রতপালন করে, তবে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তবে সে ঘোরতর নরকে পতিত হয়। কিন্তু সেও এই ব্রতপালনে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যায়।

মকররাশি-গত রবিযুক্ত মাঘমাসে প্রয়াগস্নানে যে ফললাভ হয়; শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাসে যে-পুণ্য হয়; গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানে পিতৃগণের যে ফলপ্রাপ্তি হয়, সিংহরাশিগত বৃহস্পতিতে গৌতমী নদী-স্নানে, কেদার-বদ্রীযাত্রা ও সেই তীর্থ-সেবনে, কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ-যোগে স্নানে, হস্তী-অশ্ব-সুবর্ণদানে এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এই ব্রতপালন করিলে অনায়াসে সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। এই অপরা-ব্রত পাপরূপ বৃক্ষের কুঠার-স্বরূপ, পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নি-তুল্য, পাপ-রূপ অন্ধকারের সূর্য্য-সদৃশ এবং পাপহস্তীর সিংহস্বরূপ। এই ব্রত বিনা যে-ব্যক্তি জীবন ধারণ করে, জলেতে বুদ্‌বুদের ন্যায় তাহাদের জন্ম-মরণই সার মাত্র হইয়া থাকে। অপরা একাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে গো-সহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে।

পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—''হে জনার্দ্দন! আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—''এই একাদশীর কথা ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব বর্ণন করিবেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী।" অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বলিলেন,—''হে ঋষিবর! আমি মানবধর্ম্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি যথাযথভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকথা বর্ণন করুন।"

শ্রীবেদব্যাস বলিলেন,—হে মহারাজ! তুমি যে সকল ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছ, এই কলিযুগে মনুষ্যগণ সেই সমস্ত পালন করিতে পারিবে না। যাহা সুখে, অল্পধনে, অল্পকষ্টে নিষ্পন্ন হইয়া মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ, সেরূপ ধর্ম্মই কলিকালে মানবের পক্ষে সম্ভবপর। সেই ধর্ম্মকথাই বর্ণন করিতেছি। উভয়পক্ষের একাদশী-দিনে ভোজন করিবে না। দ্বাদশীদিনে স্নানাদিপূর্ব্বক শুচি হইয়া নিত্যকৃত্য সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিবে, পরে ব্রাহ্মণগণকে প্রসাদ ভোজন করাইয়া ভোজন করিবে। অশৌচাদিতেও এই ব্রত ত্যাগ করিবে না। স্বর্গলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে সমগ্র জীবন এই ব্রত পালনীয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পাপকর্ম্মরত ও ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণও যদি এই একাদশী দিনে ভোজন না করে, তবে তাহারা যমালয়ে গমন করে না।

শ্রীব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবাহু ভীমসেন অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—হে মহাবুদ্ধি পিতামহ ব্যাসদেব! মাতা কুন্তী, দ্রৌপদী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইহারা সকলেই একাদশী-দিনে ভোজন করেন না এবং আমাকেও অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু দুঃসহ ক্ষুধার জন্য আমি উপবাস করিতে পারি না।

ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব বলিতে লাগিলেন,—যদি স্বর্গলাভে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না। তদুত্তরে ভীমসেন বলিলেন, —আমার নিবেদন এই যে, উপবাস ত দূরের কথা, একবার ভোজন করিয়াও থাকিতে পারি না। 'বৃক' নামক অগ্নি আমার উদরে বর্ত্তমান। ভোজন না করিলে কিছুতেই সে ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং প্রতি একাদশী পালনে আমি একেবারে অসমর্থ। বৎসরে একটি মাত্র একাদশী পালন করিয়া যাহাতে আমি স্বর্গলাভ করিতে পারি, এইরূপ একটি একাদশীর কথা আমায় নিশ্চয় করিয়া বলুন।

তখন ব্যাসদেব বলিলেন,—জ্যৈষ্ঠা শুক্লা একাদশী তিথিতে জলপান না করিয়া উপবাস থাকিবে। তবে গণ্ডুষ আচমনে দোষ হইবে না। একমাত্র সরিষা পরিণাম স্বর্ণ বা মণি বা একটি মাসকলাই ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ জলে আচমন করা বিহিত। ঐদিন অন্নাদি গ্রহণ করিলে ব্রতভঙ্গ হয়।

একাদশী দিনের সূর্য্যোদয় হইতে দ্বাদশীদিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জলপান বর্জ্জন করিলে অনায়াসে দ্বাদশটি একাদশীর ফললাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশীদিনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র ও স্বর্ণ দানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া কুটুম্বগণসহ নিজে ভোজন করিবে। এইরূপ একাদশী-ব্রত পালন করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

সমস্ত বৎসরে যে-সমস্ত একাদশী উপস্থিত হন, সেই সকল একাদশীসমূহের ফলই এই একটিমাত্র ব্রতোপবাসে লাভ করা যায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছেন,—'বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্য একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া একাদশীতে নিরাহার থাকিলে পাপ বিমুক্ত হইয়া থাকে।'

কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধি নাই। অতএব কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না; সুতরাং বৈদিক ধর্ম্ম কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না। হে ভীমসেন! তোমাকে বহুকথা বলিবার প্রয়োজন কি? তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, যদি তাহাতে অসমর্থ হও তবে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে জলপান ব্যতীত উপবাস করিবে। এই একাদশী ধনধান্য ও পুণ্যদায়িনী—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। যমদূতগণ এই ব্রত-পালনকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু বিষ্ণুদূতগণ সেই বৈষ্ণবকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশী পালন করিবে।

যোগিনী একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর মাহাত্ম্য কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! সর্ব্বপাপনাশক ও মুক্তিপ্রদ এই উত্তম ব্রতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'যোগিনী' নামে বিখ্যাত। মহাপাতক-নাশিনী এই তিথি ভবসাগরে পতিত মানবগণের উদ্ধারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ এবং ব্রতপালনকারিগণের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে তোমাকে এক পবিত্র পৌরাণিক কাহিনী বলিতেছি। অলকা নগরে শিবভক্ত-পরায়ণ কুবের নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার 'হেমমালী'-নামে একজন পুষ্পচয়নকারী মালী ছিল। 'বিশালাক্ষী' নামে সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ছিল তাহার অত্যন্ত আসক্তি। প্রত্যহ শিব-পূজার জন্য সে মানস-সরোবর হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া যক্ষরাজ কুবেরকে দিত। একদিন সে নিজ পত্নীর প্রতি কামাসক্ত হওয়ায় রাজভবনে গমন করিল না। বেলা দ্বিপ্রহর

অতীত হইল, অর্চ্চনের সময় উত্তীর্ণ হইতেছে; তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মালীর বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া রাজাকে বলিল—'সে গৃহে স্ত্রীর সহিত রমণ-কার্য্যে মত্ত।'

কুবের দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় রুষ্ট হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। মালী কুবেরের পূজার কাল অতীত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্নান না করিয়াই রাজার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার দর্শনমাত্র রাজা ক্রোধবশে চক্ষু রঞ্জিত ও অধরদেশ কম্পিত করিয়া বলিলেন,—রে সুর-অধম, পাপিষ্ঠ, দুরাচার! তুই দেবপূজার পুষ্প-আনয়নে অবজ্ঞা করিয়াছিস্; সুতরাং শীঘ্র পত্নীসহ স্বর্গ হইতে দূর হ' এবং শ্বেত প্রভৃতি অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্।

কুবেরের এই অভিশাপে হেমমালী পত্নীর সহিত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ঠরোগ ভোগ করিতে লাগিল। রোগের যন্ত্রণায় কিবা দিন কিবা রাত্র কোন সময় সুখ অনুভব করিত না। এইভাবে শীত-গ্রীষ্মে উৎকট বেদনায় বহু কষ্টে জীবনযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ মালী মহাদেবের অর্চ্চন-পুষ্প সংগ্রহের ফলে শাপগ্রস্ত হইয়াও বৈষ্ণবপ্রবর শিবের স্মরণ বিস্মৃত হইত না।

একদিন মালী পত্নীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় প্রদেশে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইল। কুষ্ঠরোগ-পীড়িত সপত্নী হেমমালীকে দর্শন করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কাহার অভিশাপে এরূপ নিন্দনীয় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, 'হে মুনিবর! রাজা ধনদ কুবেরের আমি ভৃত্য ছিলাম, নাম—হেমমালী। আমি প্রত্যহ মানস-সরোবর হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া শিবপূজার জন্য রাজাকে অর্পণ করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে কামাসক্ত হওয়ায় সেই পুষ্প-অর্পণে বিলম্ব হয়। তখন রাজার অভিশাপে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। পরোপকারই সাধুগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমাকে অত্যন্ত অপরাধীজ্ঞানে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

দয়ার্দ্রচিত্ত মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—হে মালিন্! তোমার মঙ্গলের জন্য শুভফলপ্রদ এক ব্রতোপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় যোগিনী-নামক একাদশীব্রত ভক্তিভরে পালন করিও। এই ব্রতপ্রভাবে সকল প্রকার কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—''ঋষির উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মালী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিল। পরে অত্যন্ত আনন্দসহকারে ঋষির আদেশ অনুসারে নিষ্ঠার সহিত যোগিনী একাদশী ব্রতপালন করিলে হেমমালী সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইল ও পত্নীর সহিত সুখে জীবন-যাপন করিতে লাগিল। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ ব্রতোপবাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ব্রতপালনকারী অষ্টাশী সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি এই মহাপাপনাশিনী ও পুণ্যফলদায়িকা যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে।

শয়নী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—''হে কৃষ্ণ! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি? ইহার মহিমাই বা কি প্রকার, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।" শ্রীকৃষ্ণ উহার উত্তরে কহিলেন,—''হে রাজন্! ব্রহ্মা এই একাদশীর বৃত্তান্ত দেবর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই আশ্চর্য্যজনক কথা আপনাকে বলিতেছি। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! এই সংসারে সত্যই হরিবাসর ভিন্ন আর পবিত্র কিছুই নাই। যাহারা এইপ্রকার পবিত্র, পাপনাশক এবং সকল অভীষ্ট-প্রদাতা একাদশী-ব্রত না করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরক-যন্ত্রণাই বাঞ্ছা করে। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী 'শয়নী' নামে বিখ্যাত। ভগবান্ শ্রীহৃষীকেশের প্রীতিবিধানের জন্য এই উত্তমব্রত সকলেরই করণীয়। এই ব্রতের সম্বন্ধে মঙ্গলময় যে পৌরাণিক আখ্যান আছে, আমি এখন তাহাই বলিতেছি,—

পুরাকালে সূর্য্যবংশে 'মান্ধাতা'-নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং প্রতাপশালী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। প্রজাগণকে তিনি নিজ সন্তানের মতই প্রতিপালন করিতেন। সেই রাজ্যে কোনপ্রকার দুঃখ, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, আতঙ্ক, অন্নাভাব কিংবা কোনও অন্যায় আচরণ ছিল না। এইরূপে বহুকাল গত হইলে অকস্মাৎ কোন কর্ম্ম-বিপাকে ক্রমাগত তিনবৎসর ধরিয়া সেই রাজ্যে কোন জলবর্ষণ হইল না। দুর্ভিক্ষের কারণে সেই দেশে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দানমন্ত্রের ধ্বনি 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল—বেদপাঠও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকিল। অতঃপর প্রজাগণ রাজার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—''মহারাজ! দয়া করিয়া আমাদের কথা শ্রবণ করুন। 'নার'-শব্দে শাস্ত্রে জল সূচিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু সেই জলেই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি 'নারায়ণ' নামে পরিচিত। মেঘ-রূপে সেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র বৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতেই প্রজার উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানে সেই অন্নের অভাবে প্রজা ক্ষয় হইতে চলিল। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি এইপ্রকার কার্য্য করুন, যাহাতে 'যোগক্ষেম' সিদ্ধ হয়।"

রাজা মান্ধাতা উত্তরে কহিলেন,—''তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। অন্ন হইতেই প্রাণীর উদ্ভব, অন্নদ্বারাই প্রজাপালন। সুতরাং উহার অভাবে প্রজার ক্ষয় হইয়া থাকে। আবার রাজার দোষেও রাজ্য নাশ হয়। আমি নিজবুদ্ধিতে আমার নিজের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি প্রজাদের কল্যাণের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব।" অনন্তর রাজা বিধাতাকে নমস্কার করিয়া সসৈন্যে বনে গমন করিলেন এবং রাজ্যে প্রধান প্রধান ঋষিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে একদিন তিনি ব্রহ্মার পুত্র অমিত তেজস্বী 'অঙ্গিরা'-নামক ঋষির দর্শন লাভ করিলেন। রাজা তাঁহার চরণে প্রণত হইলে ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তখন তাঁহার আগমনের কারণ ঋষির নিকট সবিস্তারে ব্যক্ত করিলেন।

ঋষি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া কহিলেন,—''হে রাজন্! এটী সত্যযুগ। এ যুগে সকল লোক বেদপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ তপস্যা করেন না। কিন্তু এরাজ্যে এক বৃষলী (শূদ্র)

তপস্যা করিতেছে। তাহার পক্ষে এই অকার্য্য সাধনের জন্যই রাজ্যে এইরূপ অনাবৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং তাহাকে বধ করিলেই দোষের শান্তি হইবে।" রাজা তদুত্তরে কহিলেন, —"বৃষলী হইলেও তিনি তপস্যা করিতেছেন, সুতরাং নিষ্পাপ; তাহাকে বধ করিতে পারি না। আপনি অন্য কোন উপায় থাকিলে তাহা দয়া করিয়া উপদেশ করুন। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিলেন,—"আপনি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে 'শয়নী'-নামে যাহা প্রসিদ্ধা, সেই একাদশী ব্রত যথাবিধি পালন করুন। এই ব্রত প্রভাবে নিশ্চয়ই রাজ্যে বৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।"

রাজা মুনির এই কথা শুনিয়া নিজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আষাঢ় মাস উপস্থিত হইলে রাজ্যের সকল প্রজা রাজার সহিত উক্ত একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে মেঘ বর্ষণ করিল এবং ভূমি পুনরায় শস্য-শ্যামলায় ভরপুর হইয়া উঠিল। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে এই একাদশীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

কামিকা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! তোমায় সহস্রবার প্রণাম করি। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি এবং তাহার মাহাত্ম্যই বা কি, তাহা সবিস্তারে বিবৃত করুন। ইহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে।" উত্তরে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে রাজন্! পূর্ব্বে ভক্তপ্রবর নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

একদা ব্রহ্মার নিকট দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, সেই ব্রতে কোন্ দেবতা আরাধ্য, সেই ব্রতের বিধিই বা কিপ্রকার এবং কোন্ পুণ্য-লাভের সম্ভাবনা, তাহা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে কৃতকৃতার্থ হইব।" নারদের এইপ্রকার বাক্যশ্রবণে ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন,—"হে বৎস! লোকমঙ্গলের জন্য তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী কামিকা-নামে জগতে প্রসিদ্ধা—যাঁহার স্মরণ-মাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং যে-ব্রতে হরি-বিষ্ণু- মাধব-মধুসূদনকে পূজা ও ধ্যান করিলে অপরিমিত পুণ্যফল লাভ হয়। গঙ্গা, গোদাবরী, কাশী, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থদর্শনের সমস্ত ফল একমাত্র কৃষ্ণপূজা হইতেই কোটিগুণ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাগর ও অরণ্যযুক্ত পৃথিবী দানের ফল, সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুদানের ফল অনায়াসেই এই ব্রতপালনে লাভ হইয়া থাকে। শ্রাবণে যে মানব শ্রীধরদেবকে পূজা করেন, তিনি দেবতা-গন্ধর্ব্ব-উরগ-পন্নগ দ্বারাও পূজিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পাপভীরু মনুষ্যের পক্ষে কামিকা একাদশীতে সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে যথাশক্তি ভগবান্ শ্রীধরের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা পাপপঙ্কপূর্ণ সংসার-সাগরে নিমগ্ন—এই ব্রতই তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র উত্তম উপায়। এইপ্রকার ব্রতের ন্যায় পবিত্র পাপহারী শ্রেষ্ঠব্রত কোথাও দেখা যায় না। হে নারদ! শ্রীহরি স্বয়ং ইহার এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যাত্মবিদ্যারত ব্যক্তির যে জ্ঞান অর্জ্জন হয়, এই ব্রতপালনে তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে।

রাত্রি জাগরণের সহিত যাঁহারা এই ব্রতপালন করেন, তাঁহারা কখনও যম ও সংহারকর্ত্তা রুদ্রের মূর্ত্তি দর্শন করেন না বা কোনপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না। এই ব্রত-পালনকারী কখনও নীচ যোনি প্রাপ্ত হন না। যোগিগণ এই ব্রতোপবাসের ফলে ঈশ্বরসাযুজ্য-মুক্তি পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হন। অতএব সংযতচিত্ত হইয়া সকলেরই শ্রীধরদেবের অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেশবপ্রিয়া তুলসীপত্রে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না। একভার সুবর্ণ ও চতুর্গুণ রৌপ্যমূল্যের উপকরণ-দ্বারা পূজায় যে-ফল লাভ করা যায়, মাত্র একটি তুলসীদলদ্বারা পূজনে সেইফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুলসীপত্রদ্বারা পূজনে ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ সন্তুষ্ট হন, রক্তমৌক্তিক, বৈদুর্য্য বা প্রবালাদিদ্বারা সেইরূপ প্রীত হন না। যিনি শ্রীকেশবকে তুলসীমঞ্জরী-সহিত পূজা করেন, তাঁহার আজন্মপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! যিনি তুলসীকে প্রত্যহ দর্শন করেন, তাঁহার নিখিল পাপসমূহ বিদূরিত হইয়া যায়। যিনি তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাঁহার পাপমলিন দেহ পবিত্রীকৃত হয়। তাঁহাকে প্রণাম করিলে রোগসমূহ দূরীভূত হয়; তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিলে যমও তাঁহার নিকটে আসিতে ভয় করেন। শ্রীহরিচরণে তুলসী অর্পিত হইলে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় এবং বিমুক্তি অর্থাৎ ভক্তিফল প্রাপ্তি হয়। অতএব হে কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় প্রণাম করি।

যে-ব্যক্তি হরিবাসরে ভগবানের সম্মুখে দীপদান করেন, চিত্রগুপ্তও তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা গণনা করিতে পারে না এবং তাঁহার স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণ দেবতাগণসহ সম্যগ্‌রূপে তৃপ্ত হন। তিলতৈল বা ঘৃতসিক্ত দীপদানের ফলে সেই ব্যক্তি শতকোটি-দীপে পূজিত হইয়া সর্ব্বলোকে গমনাগমন করিতে পারেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে রাজন্! আমি আপনার নিকট সর্ব্বপাতক-হারিণী কামিকার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। অতএব যিনি ব্রহ্মহত্যা-ভ্রূণহত্যা-পাপবিনাশিনী, বৈষ্ণবস্থান-প্রদায়িনী ও মহাপুণ্যফলপ্রদা কামিকা-বত পালন করিবেন ও তাহার মাহাত্ম্য শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।

পবিত্রারোপণী একাদশী

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রভো! শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন!" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে রাজন্! আমি সেই পবিত্র ব্রত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন—যাহার শ্রবণমাত্রেই বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

পুরাকালে দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে মাহিষ্মতীপুরে মহীজিৎ নামে একজন বিখ্যাত নৃপতি রাজ্য পালন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। কারণ তিনি অপুত্রক ছিলেন। 'পুত্রহীনের ইহলোক-পরলোক কোন স্থানেই সুখ হয় না।'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বহুদিন অতীত হইল, তবুও তাঁহার পুত্র-সন্তান জন্মিল না। রাজা নিজেকে অতিশয় বয়োবৃদ্ধ জানিয়া চিন্তান্বিত হইলেন এবং প্রজাগণের সম্মুখে গিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি এই জন্মে জ্ঞাতসারে কোন পাপ-কার্য্য করি নাই; অন্যায়ভাবে আমার রাজকোষ বর্দ্ধিত করি নাই; ব্রহ্মস্ব ও দেববিত্ত কখনও গ্রহণ করি নাই; পরন্তু প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিতেছি। ধর্ম্মাচরণদ্বারা মহীকে জয়লাভ করিয়াছি। দুষ্টকে যথাবিধি দণ্ড দিয়াছি। শিষ্টগণ বিধিবৎ পূজিত হইয়াছে এবং দ্বেষের পাত্রকে কদাপি অসূয়া করি নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইপ্রকার ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াও কেন আমার গৃহে পুত্র জন্মিল না, তাহা আপনারা কৃপাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন।"

নরপতির এই সরল বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রজা ও পুরোহিতসহ বনে গমন করিলেন। বনমধ্যে ঋষিসেবিত আশ্রমসমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা জনৈক মুনিবরের সন্ধান পাইলেন। তিনি দীর্ঘায়ু, নীরোগ, জিতক্রোধ, জিতাত্মা, নিরাহার ও নিরালম্বভাবে ঘোর তপস্যামগ্ন। সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ সেই মহামুনি ত্রিভুবনে 'লোমশ'-নামে বিখ্যাত। এক এক কল্প গত হইলে তাঁহার এক একটি লোম পতিত হইত মাত্র। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই কৃতার্থ হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের বহুজন্মের ভাগ্যফলে এই মুনিবরের সাক্ষাৎ মিলিল।

অতঃপর ঋষিবর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—কি কারণে আপনারা এখানে আসিয়াছেন এবং কেনই বা আমার এত প্রশংসা করিতেছেন, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করুন। আপনাদের মঙ্গল যাহাতে হয়, আমি নিঃসংশয়ে তাহার চেষ্টা করিব।' তখনব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন,—"হে ঋষিবর! আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এ বিশ্বে আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কোথাও দেখা যায় না। 'মহীজিৎ' নামে আমাদের রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে দিনযাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রজা, তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করেন। কিন্তু তিনি পুত্রহীন বলিয়া দুঃখী হওয়ায় আমরাও সবাই মর্ম্মাহত। তাঁহার মনোবেদনা দূর করিতে আমরা নৈষ্ঠিক মতিসহকারে ঘোর তপস্যার

জন্য এই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারই সুকৃতিফলে আপনার ন্যায় মহামুনির সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। 'মহতের দর্শনেই কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া থাকে', জগতে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। হে মুনে! রাজা যাহাতে পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পারেন, কৃপা করিয়া তাহার সদুপদেশ প্রদান করুন।

মুনিবর তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিছু সময় পরে তিনি রাজার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন—এই রাজা পূর্ব্বজন্মে ধনহীন নৃশোষক বৈশ্য ছিলেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করিতেন। একদা জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দশমীদিনে কোনস্থানে গমনকালে মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামপ্রান্তে একটী জলাশয় দর্শনে তিনি জলপানে উদ্যত হইলেন। সেস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, একটি সবৎসা ধেনু জলপান করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদিগকে জলপানে বঞ্চিত করিয়া নিজেই জলপান করিতে লাগিলেন। এই পাপকর্ম্মের ফলে তিনি পুত্রহীন হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে কোন পুণ্যহেতু তিনি এইরূপ নিষ্কণ্টকরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"হে মুনে! শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, পুণ্যদ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। অতএব আপনি এরূপ পুণ্যের উপদেশ করুন, যাহাতে তাঁহার প্রারব্ধ পাপ দূর হয় এবং আপনার অনুগ্রহে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন।"

লোমশমুনি বলিলেন,—শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে পবিত্রারোপণী একাদশীব্রত অভীষ্টফল প্রদান করে—আপনারা তাহা সকলে পালন করুন। সেই মুনিবরের বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহারা নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মুনির নির্দ্দেশ-অনুসারে যথাবিধি ব্রতপালন করিয়া তাঁহাদের সকলের পুণ্যফল রাজাকে প্রদান করিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং যথোপযুক্ত সময়ে একটি বলিষ্ঠ ও সুশ্রী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

শ্রাবণ মাসে শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য কর্কট-গত হইলে বাসুদেব কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে যজ্ঞোপবীত-দানের নাম 'পবিত্রারোপণ'। পূর্ব্বদিনে অধিবাস করিয়া গোদোহান্তরিতকালে গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করত মঙ্গলগীত কীর্ত্তনের সহিত রাত্রি জাগরণ কর্ত্তব্য। তৎপর স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র এবং কষায়-বস্ত্রসহ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে যথাবিধি অর্চ্চন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেই স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভক্তির সহিত এই পবিত্রারোপণ উৎসব পালন করিবেন। যদি ভুক্তি-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ এই ব্রতোৎসব শাস্ত্রানুযায়ী পালন না করেন, তবে তাঁহাদের সকল পূজা নিষ্ফল হইবে। এই ব্রত-মাহাত্ম্য যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন এবং পুত্র-সুখ-ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইবেন।

অন্নদা একাদশী

রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, ইহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী অন্নদা-নামে প্রসিদ্ধা। এই তিথি সর্ব্বপাপবিনাশিনী বলিয়া কথিতা। যিনি হৃষীকেশের অর্চ্চনপূর্ব্বক এই ব্রত পালন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হন। এমন কি, এই ব্রতের নাম শ্রবণ মাত্রই পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। ইহ-পরলোক মঙ্গলের জন্য ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠতর ব্রত দৃষ্ট হয় না। এই ব্রত প্রসঙ্গে পুরাতন এক কাহিনী বলিতেছি,—

পুরাকালে হরিশ্চন্দ্র নামে একনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ, রাজচক্রবর্ত্তী এক নরপতি ছিলেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি পরিশেষে আত্মবিক্রিত হইয়া চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই পুণ্যবান্ নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ্যচ্যুত হইলেও সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই। ''সত্যের চির জয়, অসত্যের পরাজয়''—তিনি এই নীতিভ্রষ্ট কখনও হন নাই। দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া 'কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে নিষ্কৃতি পাই'—এই চিন্তায় তিনি দিবানিশি বিভোর হইলেন। এমন সময় দৈবক্রমে পর-দুঃখদুঃখী গৌতমমুনি রাজসমীপে উপনীত হইলেন। রাজা মুনিকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন ও একে একে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত অকপটে মুনিবরের চরণে নিবেদন করিলেন। নৃপতির করুণ কাহিনী-শ্রবণে মুনিবর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার কাতরতা-দর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া ঋষিবর বলিলেন,—''হে রাজন্! ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'অন্নদা' নামে ভুবনে বিদিতা। আপনি এই ব্রত পালন করুন, আপনার সকল পাপের অন্ত হইবে। আপনার ভাগ্যবশতঃ এই তিথি আগামী সপ্তম দিবসে আবির্ভূত হইবেন। উপবাস-পরায়ণ হইয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন। এইরূপে ব্রত-উদ্‌যাপনে আপনার পাপ ক্ষয় হইবে। হে নৃপোত্তম! আপনার পুণ্য-প্রভাবে আমার এখানে আগমন হইয়াছে জানিবেন।''—এইকথা বলিয়া গৌতমমুনি অন্তর্হিত হইলেন।

ঋষিবরের উপদেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রত পালন করিলেন। তৎফলে তাঁহার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই ব্রতের প্রভাব শ্রবণ করুন। যথাবিধি ব্রতপালনে বহুবর্ষের ভোক্তব্য দুঃখের অবসান হয়। নৃপতির এই ব্রত-উদ্‌যাপনে সর্ব্বদুঃখের সমাপ্তি হইল, পত্নীর সহিত পুনর্ম্মিলন ও মৃতপুত্রের জীবনপ্রাপ্তি হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং তথা হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিলেন। কালক্রমে তিনি আত্মীয়-স্বজন, সভাসদ্ ও পুরবাসীসহ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে নৃপ! যে-মনুষ্য এই ব্রত-পালন করেন তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গগতিপ্রাপ্ত হন। ইহার শ্রদ্ধাসহ শ্রবণ ও পঠনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

পার্শ্বৈকাদশী

(পরিবর্ত্তিনী একাদশী)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া পার্শ্বৈকাদশীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাই বিশেষভাবে এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি? ব্রতপালনের বিধিই বা কি এবং ইহাতে পুণ্যই বা কি? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! এই একাদশী মহাপুণ্যপ্রদা, সর্ব্ব-মোক্ষপ্রদায়িনী, সর্ব্বপাপহরা ও বাজপেয় যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফলদাত্রী। যে ব্যক্তি এই তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবামনদেবের পূজা করেন, তিনি ত্রিলোকে পূজিত হন। যিনি পদ্মপুষ্পের দ্বারা পদ্মলোচন শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। এই তিথিতে শায়িত ভগবান্ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম পার্শ্বৈকাদশী বা পরিবর্ত্তিনী একাদশী।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল না। হে দেবদেব! আপনি কিরূপে শয়ন করেন, কিভাবেই বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন, আর চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালনকারীর কর্ত্তব্যই বা কি এবং আপনার শয়ন অবস্থায় মনুষ্যের কি করণীয়, তাহা স্পষ্টরূপে বলুন! আর বলিরাজকে কেন বন্ধনে আবদ্ধ রাখিলেন, উহাও বিবৃত করিয়া আমার সকল সন্দেহ কৃপাপূর্ব্বক দূর করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রেতাযুগে দৈত্যকুলে আবির্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র 'বলি' আমার বড় প্রিয় ছিল। সে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি ব্রত করিয়া আমার সন্তোষ বিধান করিত। কিন্তু স্বর্গরাজ ইন্দ্রের প্রতি অসূয়াপূর্ব্বক দেবতা-সকলকে সে জয় করিয়াছিল। সেজন্য দেবতাগণসহ ইন্দ্র আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রার্থনায় আমি ব্রাহ্মণ-বালকবেশে বামনরূপে বলিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট আমি ত্রিপাদভূমিমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সেই তুচ্ছ বস্তু হইতে আরও শ্রেষ্ঠ পদার্থ সে দিতে চাহিলেও আমি কেবল ত্রিপাদভূমি দানগ্রহণেই স্থির থাকিলাম। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আমাকে ভগবান্‌রূপে জানিতে পারিয়া বলিকে ঐদান করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলিরাজ গুরুর নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমায় দান দিতে সংকল্প করিল। তখন আমি একপদে নিম্নে সপ্ত তলদেশ, অপর পদে ঊর্দ্ধে সপ্তভুবন অধিকার করিয়া লইলাম। পুনরায় তৃতীয় পদের স্থান প্রার্থনায় বলি তাহার মস্তক পতিত করিল, আমি তাহাতে পদ স্থাপন করিলাম! তাহার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলাম, আমি সর্ব্বদা তোমার নিকট বাস করিব।

ভাদ্র শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে ভগবান্ শ্রীবামনদেবের এক মূর্ত্তি বলিরাজের আশ্রমে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মূর্ত্তি ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্তদেবের ক্রোড়ে শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল শয়নাবস্থায় থাকেন।

এই চারিমাস যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, ব্রত বা জপ ব্যতীত দিন-যাপন করে, সেই মূর্খ জীবিত থাকিলেও তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ (বৈষ্ণবপক্ষে মাসকলাই) বর্জ্জন করিতে হইবে। এই একাদশীতে শায়িত ভগবান্ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন তজ্জন্য এই একাদশী মহাপুণ্য ও সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদানে সমর্থা। এই একাদশী-ব্রত পালন করিলে এক-সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে।

ইন্দিরা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! আশ্বিন মাসের একাদশী 'ইন্দিরা'-নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রত-প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়, এমন কি কর্ম্ম-বিপাকে নিম্নযোনি লাভ করিয়াছেন, এরূপ পূর্ব্বপুরুষগণেরও উত্তমা-গতি লাভ হইয়া থাকে। ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণমাত্রেই সামবেদ-বিহিত যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে রাজন্! মাহিষ্মতী দেশে ইন্দ্রসেন নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। যথাবিধি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ধন-ধান্যপূর্ণ বিপুল সম্পত্তি ছিল এবং পুত্র-পৌত্রাদিসহ তিনি সুখে কালযাপন করিতেন। বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ সেই রাজা সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগোবিন্দ-নামগানে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদিন রাজা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শনে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া মুনিকে সহর্ষে যথাবিধি পাদ্য-অর্ঘ্য-দ্বারা পূজা করিলেন ও উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিবর! আপনার দর্শনমাত্র আমার যাবতীয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়াছে। আপনার আগমনের কারণ জানাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

দেবর্ষি বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ কর। একসময় আমি যমলোকে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে যমরাজ-সভায় দর্শন করিলাম,—ধর্ম্মশীল, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সত্যবন্তগণ ব্রতের অঙ্গহানি-দোষহেতু বৈশ্বানরের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তোমার পিতা ছিলেন। হে রাজন্! তিনি আমাকে যে বাক্যগুলি বলিলেন, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ! মাহিষ্মতী দেশের মহারাজ ইন্দ্রসেনকে বলিবেন যে, আমি বহু পুণ্যানুষ্ঠান করিলেও কোন কারণবশতঃ যমালয়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বপাপ-নাশক ইন্দিরাব্রত পালন করিতে বলিবেন। সেই ব্রত-প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোকে যাইতে সমর্থ হইব।" এই কথা বলিবার উদ্দেশ্যে আমার এস্থলে আগমন। হে রাজন্! তোমার পিতার স্বর্গ-গমনের জন্য তুমি যথাবিধি ইন্দিরা-ব্রত পালন কর।

রাজা বলিলেন,—সেই ইন্দিরাব্রতের বিধি কি এবং কোন তিথি বা কোন্ পক্ষে এই একাদশী-ব্রত করা কর্ত্তব্য, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন।

শ্রীনারদ ঋষি কহিলেন,—হে রাজন্! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমী-দিবসে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে এবং মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হইয়া অবগাহন স্নান করিতে হইবে। রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। পরদিন একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নিরাহারে থাকিবে এবং ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করিবে। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন',—এইরূপভাবে শ্রদ্ধাসহকারে শালগ্রাম পূজা করিয়া পিতৃ-উদ্দেশ্যে উক্ত ব্রতের ফল অর্পণ করিবে। পরদিন দ্বাদশীর প্রাতঃকালে ভক্তিভরে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ-দেবের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে। হে রাজন্! বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরি ও ভক্তগণের অর্চ্চন করিলে তোমার পিতৃবর্গ যম-সান্নিধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এই উপদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ইন্দ্রসেন দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে যথাবিধি পুত্র-পরিজনসহ ভক্তিসহকারে এই ইন্দিরা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সময় দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং তাঁহার পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রসেনও পশ্চাৎ নিজ পুত্রের নিকট রাজ্য সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

পাপাঙ্কুশা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'পাপাঙ্কুশা' নামে প্রসিদ্ধা। এই একাদশীতে সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বমোক্ষদাতা ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভের পূজা করিবে। জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া যে-ফল প্রাপ্ত হন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব বহুবিধ পাপজনক কার্য্য করিয়াও যদি জীবনের শেষদশায় পাপাহারী শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, তবে আর তাহার নরকগতি হইবে না। শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্ব-তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ জগতে যাঁহারা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। প্রসঙ্গক্রমেও শ্রীএকাদশীর মহিমা শ্রবণ করিলে নিদারুণ যমদণ্ড হইতে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীহরিবাসর ব্রতের ন্যায় ত্রিভুবনে কোন পবিত্রকারী বস্তু নাই। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত রাজসূয় যজ্ঞ শ্রীএকাদশী-ব্রতের শতভাগের একাংশের সহিত সমান হয় না। এই ব্রতপালনে স্বর্গ-মোক্ষ-লাভ, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, সুপত্নী, মিত্র প্রভৃতি অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে।

হে রাজন্! শ্রীহরিবাসর হইতে গয়া, গঙ্গা, কাশী, এমনকি কুরুক্ষেত্রও অধিক পুণ্যপ্রদ নহে। হে ভূপাল! একাদশীতে রাত্রি-জাগরণের সহিত উপবাস করিলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। এই পাপাঙ্কুশা ব্রতের ফলে মানব সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। এই পবিত্রদিনে যিনি সুবর্ণ, তিল, ভূমি, দুগ্ধবতী গাভী, অন্ন, জল, পাদুকা ও ছত্র-বস্ত্রাদি দান করেন, তাঁহাকে আর যমালয়ে গমন করিতে হয় না।

যাহারা এসকল পুণ্য কার্য্য হইতে বিরত থাকে, লৌহকারের ভস্ত্রার ন্যায় তাহাদের জীবন বিফল। দরিদ্র ব্যক্তিরও ঐ ব্রতের দিনে যথাশক্তি দানাদি কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যাহারা নিষ্ঠার সহিত এই ব্রত-পালন করিবে, তাহারা নরক-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত এবং উচ্চবংশজাত হইয়া নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইবে। অত্যন্ত পাপাচারীও যদি এই পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তবে সেও 'রৌরব' নামক মহানরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-সুখ লাভ করিবে।

রমা একাদশী

একদা মহারাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই একাদশী 'রমা' নামে বিখ্যাত এবং মহাপাপ-নাশিকা ও শ্রেষ্ঠা। হে রাজন্! এইপ্রসঙ্গে উহার কিছু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব—একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ করুন।

পুরাকালে মুচুকুন্দ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দেবেন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবেরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও বিভীষণের সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তিনি বিষ্ণুভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। এইরূপে তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। চন্দ্রভাগা নামে তাঁহার একটি কন্যা ছিল। চন্দ্রসেনের পুত্র শোভনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কোন সময়ে একদিন জামাতা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে সেইদিন একাদশী তিথির আবির্ভাব। স্বামীকে দর্শন করিয়া পতিপরায়ণা চন্দ্রভাগা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'হে দেবেশ! আমার স্বামী অতিশয় দুর্ব্বল, তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুধা সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু পিতা দশমী দিনে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র পটহযোগে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, হরিবাসরে আহার নিষিদ্ধ। আমি এখন কি করি।'

রাজ্য-মধ্যে রাজার নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া রাজ-জামাতা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে প্রিয়ে! অদ্য আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বল।' ইহার উত্তরে রাজকন্যা বলিলেন—'হে স্বামিন্! অদ্য এই গৃহে এমনকি রাজ্যমধ্যে কেহই আহার করিবে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, পশু পর্য্যন্ত হরিবাসরে তৃণ, অন্ন, জল মাত্রও গ্রহণ করিবে না। হে কান্ত! যদি তুমি ইহা হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এখানে আহার করিলে তুমি সকলের নিন্দাভাজন হইবে এবং পিতাও ক্রুদ্ধ হইবেন। ইহা বিশেষভাবে বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর।' সাধ্বীস্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া পতি তাহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন,—'হে প্রিয়ে! তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। আমি গৃহে যাইব না। এখানে অবস্থান করিয়া একাদশী ব্রত পালন করিব। বিধি-নির্ব্বন্ধ যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।'

জামাতা শোভন এই ব্রতপালনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সমস্ত দিবস অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রিভাগ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবের নিকট সেই রাত্রি সত্যই আনন্দদায়ী বটে, কিন্তু শোভনের পক্ষে তাহা ছিল বড়ই দুঃখদায়ক, কারণ ক্ষুৎ-পিপাসায় সে উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পরদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রাজা মুচুকুন্দ সাড়ম্বরে তাহার শবদাহকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। চন্দ্রভাগা পতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাপন করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কালক্রমে রমাব্রত-প্রভাবে শোভন মন্দরাচল সানুদেশে অনুপম সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট এক রমণীয় দেবপুরী প্রাপ্ত হইলেন। মুচুকুন্দপুরের সোমশর্ম্মা-নামক একজন ব্রাহ্মণ তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—হেমন্তময় এক বিরাট পুরীতে রত্নবৈদুর্য্য-মণ্ডিত, বিচিত্র স্ফটিকখচিত সিংহাসনে কিরীটকুণ্ডলযুত হার, কেয়ূরভূষিত রাজরাজেশ্বর শোভন শোভমান। তিনি শ্বেতচ্ছত্র চামর দ্বারা নীরাজিত হইতেছেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নানা উপচারে সেবা ও বন্দনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ সেই শোভনকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শোভনও সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ও মুচুকুন্দপুরের শ্বশুর ও ভার্য্যার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ সকলের সুসমাচার জানাইয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'এমন বিচিত্র মনোরমপুর আমি কখনও দর্শন করি নাই। ইহা আপনি কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন। আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে।' শোভন বলিলেন যে, 'কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয়া 'রমা' একাদশী সর্ব্বব্রত মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি উহা শ্রদ্ধা বিনা পালন করিলেও তাহার আশ্চর্য্যরূপ ফল লাভ করিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক চন্দ্রভাগাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবেন।'

সোমশর্ম্মা মুচুকুন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চন্দ্রভাগার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—'তাঁহাকে দেখিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আপনাকে একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি। আমি ব্রত-পালনের পুণ্যপ্রভাবে এইপ্রকার ধ্রুবপুর স্থাপন করিব। এখন পতির সহিত পুনর্ম্মিলন ব্যবস্থা করিয়া আপনি মহাপুণ্য সঞ্চয় করুন। তখন সোমশর্ম্মা চন্দ্রভাগার সহিত মন্দারে বামদেবের আশ্রমে গমন করিলেন। সেস্থানে ঋষি-মন্ত্রপ্রভাবে ও হরিবাসর-ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্যদেহধারণ করত দিব্য গতিলাভ করিলেন এবং পতির নিকট উপনীত হইলেন। স্বামী 'শোভন' প্রিয়া ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ অনুভব করিলেন।

বহুদিনের পর স্বামীর সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রভাগা অকপটে আত্মপুণ্যকথা জ্ঞাপন করিলেন, —হে প্রিয়! অদ্য অষ্টবর্ষ অতীত হইতে চলিল, আমি যাবৎকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলাম, তদবধি এই রমাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছি। তাহার পুণ্যফলে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ হইয়া মহাপ্রলয়-কাল পর্য্যন্ত এইরূপ স্থায়ী রাজ্য প্রাপ্ত হইব—এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দিব্যবিগ্রহ 'শোভন' দিব্যরূপা চন্দ্রভাগা-সহ তথায় দিব্যসুখ-ভোগ করিতে লাগিলেন। পাপ-নাশিনী ও ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী রমা-একাদশী মাহাত্ম্য আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইবেন।

উত্থানৈকাদশী

(প্রবোধিনী একাদশী)

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মানদ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী উত্থানৈকাদশী বা প্রবোধিনী একাদশী নামে বিখ্যাতা। ইহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে নারদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, এখন তুমি তাহা শ্রবণ কর।

দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে মহাত্মন্! যে একাদশীতে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ শয়নাবস্থা হইতে জাগরিত হন, সেই প্রবোধিনী বা উত্থান-একাদশীর মহিমা আমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! উত্থান-একাদশী যথার্থই পাপনাশিনী, পুণ্যবর্দ্ধিনী ও মুক্তিপ্রদা। উক্ত একাদশীব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল অনায়াসে লাভ হয়। আর জগতের দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপ্তির কথা কি বলিব! এই একাদশী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য, ও সুখ প্রদান করেন। এই ব্রতের প্রভাবে পর্ব্বততুল্য প্রচুর পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ তুলারাশি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ন্যায় ভস্মীভূত হয়। এই ব্রতোপবাসে শ্রেষ্ঠ মুনিগণের তপস্যার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করিলে আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে—কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক উপবাস করিলে স্বল্পমাত্র ফল প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে এই একাদশীর ধ্যান করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। এই একাদশীর উপবাস-ফলে ব্রহ্মহত্যাদি জনিত ঘোরতর নরক-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞদ্বারাও যাহা সহজে লাভ হয় না, তীর্থে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই উপবাসের রাত্রি জাগরণে সেই সকল অনায়াসে লাভ হয়।

যিনি সঠিকরূপে উত্থান একাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান, যোগ ও তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করত মুক্তি প্রাপ্তি হয়। যিনি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভরে এই ব্রতোপবাস করেন, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এমন কি, মন ও বাক্যদ্বারা অর্জ্জিত পাপরাশিও শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনে বিনষ্ট হইয়া যায়। হে বৎস! এই ব্রতে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীজনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ ও হোমাদি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যাঁহারা উপবাস দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক দিন যাপন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে জগতে দুর্ল্লভ বলিয়া কিছু থাকিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে স্নানদ্বারা যে পুণ্য হয়, এই উপবাসের রাত্রিজাগরণে তাহার সহস্রগুণ সুকৃতি লাভ হয়।

তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ও ধ্যানাদির ফলে যে-পুণ্য সঞ্চিত হয়, শ্রীউত্থান একাদশী-ব্রত পালন না করিলে উহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। হে নারদ! শ্রীহরিবাসরে সর্ব্বকামফলপ্রদ শ্রীজনার্দ্দনের পূজাদি বিশেষ ভক্তিসহকারে করিবে, নতুবা শত জন্মার্জ্জিত পুণ্যও বিফল হয়। পরান্ন গ্রহণ না করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হয়।

হে বৎস! যিনি কার্ত্তিক মাসে সর্ব্বদা ভাগবত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সর্ব্বযজ্ঞের ফলভাগী হন। ভগবান্ হরিভক্তিপর শাস্ত্রের কীর্ত্তনে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, দান, জপ ও যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা তদ্রূপ প্রীত হন না। এই মাসে শ্রীবিষ্ণুর গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন অথবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-দ্বারা শত শত গো-দানের ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব হে মুনিবর! কার্ত্তিক মাসে সমস্ত গৌণধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকেশবের অগ্রে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কোন ব্যক্তি যদি ভক্তিসহকারে এই মাসে ভক্তগণসহ হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তবে তাঁহার শতকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভীদানের ফল অনায়াসে লাভ করেন। এই মাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা দিনাতিপাত করিলে পুনরায় তাঁহার আর জন্ম হইবে না।

এই মাসে বহু ফল-মূল, ফুল, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুম-দ্বারা শ্রীহরির পূজা করা কর্ত্তব্য। সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, উত্থান-একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অর্ঘ্য-প্রদান-দ্বারা তাহার কোটিগুণ সুকৃতি অর্জ্জিত হয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদি নবধা-ভক্তির সহিত শ্রীতুলসী-সেবার জন্য যাঁহারা বীজরোপণ, জলসেচনাদি করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর বৈকুণ্ঠে বসবাস করেন। হে নারদ! সহস্র সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা দেবতার অর্চ্চন করিলে বা সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও দানে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এই মাসের শ্রীহরিবাসরে একটিমাত্র তুলসীপত্র ভগবৎচরণে অর্পণ করিলে তাঁহার অনন্ত কোটিগুণ ফললাভ হয়।

উৎপন্না একাদশী

(একাদশীর উৎপত্তি-কথা)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব! গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণের পুণ্যপ্রদা কৃষ্ণা একাদশী কেন 'উৎপন্না'-নামে কথিত হন এবং কি জন্যই বা তিনি পবিত্রা ও দেবগণের প্রিয়া, ইহা জানিতে কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে 'মুর' নামে এক দানব ছিল। অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট সেই দানব কোপন-স্বভাব-সম্পন্ন ও দেবগণের ভীতিপ্রদ ছিল। সে যুদ্ধে দেবতাবৃন্দ ও স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা মর্ত্তলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। দেবগণ তখন মহেশ্বরের নিকট গমনপূর্ব্বক নিজেদের সমস্ত দুঃখ সবিস্তারে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া মহাদেব বলিলেন,—ওহে ইন্দ্র! যেখানে শরণ্য জগন্নাথ—গরুড়- ধ্বজ নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, সেখানে গমন কর। তিনি আশ্রিতগণের ত্রাণকারী, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ষার উপায় করিবেন।

মহাদেব-বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র দেবতাগণসহ ক্ষীরসিন্ধু-তীরে গমন করিলেন। জলমধ্যে সুপ্ত গদাধরকে দর্শন করত তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং নিজেদের দৈন্য ও দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিলেন,—হে ইন্দ্র! সেই মুর-দানব কিরূপ, তাহার বল-বীর্য্য-শক্তিই বা কি প্রকার, সে-সমস্ত আমায় বল।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবেশ! পুরাকালে ব্রহ্মবংশে তালজঙ্ঘা নামে এক অতি পরাক্রান্ত অসুর ছিল। তাহারই পুত্র সেই 'মুর', অতীব বলশালী, ভীষণ উৎকট ও দেবতাগণেরও ভীতি-উৎপাদনকারী। সে চন্দ্রাবতী নামে এক পুরীতে বাস করে। স্বর্গ হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্বজাতি মধ্য হইতে কাহাকে রাজা, কাহাকেও অন্যান্য দিক্‌পালরূপে অধিষ্ঠিত করত দেবলোক সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। তাহার প্রবল প্রতাপে আজ আমরা মর্ত্তে বিচরণ করিতেছি।

ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যারি নারায়ণ কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দেবগণসহ তিনি চন্দ্রাবতী পুরীতে গমন করিলেন। সেই দৈত্যরাজ নারায়ণকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবতা ও অসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণকে একাকী দেখিয়া সেই দানব তাঁহাকে 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলিতে লাগিল। শ্রীভগবান্‌ও ক্রোধে আরক্তলোচনে বলিলেন,—রে দুরাচার দানব! আমার বাহুবল দেখ; এই বলিয়া অসুর পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাগণকে দিব্য বাণদ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা প্রাণভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

সেই সময়ে নারায়ণ দৈত্যসৈন্য মধ্যে সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলে, তাহাতে সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কেবল মুর যুদ্ধ করিতেছিল। সে অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণকেও পরাজিত করিল।

তখন নারায়ণ দৈত্যের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় একদ্বার বিশিষ্ট দ্বাদশযোজন বিস্তৃত সিংহাবতী নামে একটী গুহা আছে (এই গুফা বদরিকাশ্রমে 'একাদশী গুফা' নামে শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের অধীনে অদ্যাপি বর্ত্তমান)। ভগবান্ বিষ্ণু সেই গুহামধ্যে শয়ন করিলেন। সেই দৈত্যও তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান্ হইয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝিতে পারিল। সে ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইল এবং ভাবিতে লাগিল—আমার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এখানে গোপনে শয়ান রহিয়াছে, আমি তাহাকে অবশ্যই বধ করিব।

দানবের এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর শরীর হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। এই কন্যাই 'উৎপন্না একাদশী'। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী, দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রধারিণী ও বিষ্ণুতেজাংশ-সম্ভূতা বলিয়া মহাপরাক্রমশালিনী ছিলেন। দৈত্যরাজ সেই দেবীর সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্যতেজে অসুর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তদনন্তর বিষ্ণু জাগরিত হইয়া সেই ভস্মীভূত দানবকে দর্শন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বিষ্ণু বলিলেন,—'হে মহাপরাক্রান্তা উগ্রমূর্ত্তি! এই 'মুর' দানবকে কে বধ করিল?' সেই কন্যা কহিলেন,—'আমি একাদশী। আপনি যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন এই মুর আপনাকে হত্যা করিতে আপনার পশ্চাতে এখানে আসিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আমি এই কার্য্যে সমর্থা হইয়াছি।' শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন—'আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিগণকে অনন্ত বর প্রদান করিয়াছি। হে ভদ্রে! তুমিও তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর, তাহা দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে সংশয় নাই।

একাদশী বলিলেন—হে দেবেশ! ত্রিভুবন-মধ্যে, সমস্ত তীর্থস্থানে আমার এরূপ বৈশিষ্ট্য স্থাপন হউক্, যাহাতে আমি সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী ও সর্ব্বদায়িনীরূপে পূজ্যা হইতে পারি। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে আমার ব্রতোপবাস করিবে, তাহাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে; যে-ব্যক্তি নিরম্বু উপবাস কিম্বা নক্ত ও একভুক্ত রূপ ব্রত পালন করিবে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষ লাভ হইবে—এই বর প্রদান করুন।

বিষ্ণু বলিলেন,—হে কল্যাণি! তাহাই হউক্। তোমার ব্রতপালনকারীর সমস্তই লাভ হইবে। তুমি তাহার সকল মনোবাসনা পূরণ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তুমি আমার শক্তি বিশেষ, সুতরাং তোমার ব্রতাচরণকারী সকলেই আমার পূজা করিবে ও ইহার ফলে তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। তুমি 'হরিপ্রিয়া' নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি ব্রতপালনকারীর শত্রুবিনাশ, পরমা গতিদান এবং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর প্রদান করিতে সমর্থা হইবে। বিষ্ণু এইরূপে 'উৎপন্না-একাদশী'কে বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই ব্রত ভক্তি-পরায়ণ হইয়া পালনপূর্ব্বক সকলে একাদশীর এই উৎপত্তি-কথা শ্রবণ করিবেন।

মোক্ষদা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—''হে দেবদেবেশ! হে বিষ্ণো! আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ত্তা ও পুরুষোত্তম। আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল-পক্ষীয়া যে-একাদশী, তাহার নাম কি, বিধিই বা কি ও কোন্ দেবতা ঐ একাদশীতে পূজিত হন, তাহা আমায় বলুন।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—''হে মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহাদ্বারা আপনার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবে। এক্ষণে অগ্রহায়ণী শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর কথা বলিতেছি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই একাদশী 'মোক্ষদা' নামে কথিতা হন। ইনি সর্ব্বপাপনাশিনী ও ব্রতমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ইহার দেবতা শ্রীদামোদর। তুলসী, তুলসী-মঞ্জরী, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রবিধি-অনুসারে শ্রীদামোদর-দেবের পূজা করিতে হইবে। দশমী ও একাদশী-দিবসের কৃত্যাদি পূর্ব্বপূর্ব্ব কথিত একাদশীর ন্যায়। এই উপবাস দিনে স্তব-নৃত্য-গীতাদিসহ রাত্রি-জাগরণ বিধেয়।

হে মহারাজ! এই একাদশীর প্রসঙ্গক্রমে একটি অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন; ইহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। যে-পিতৃগণ নিজ নিজ পাপে অধোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ব্রতাচরণের পুণ্যফল বিন্দুমাত্র তাহাদিগকে দান করিলে তাহারাও মোক্ষলাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কোন এক সময় মনোরম চম্পক নগরে বৈষ্ণব-সদ্‌গুণে বিভূষিত বৈখানস-নামক এক নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে বেদ-বেদাঙ্গ-পারঙ্গত বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সকলেই সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এইরূপ সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসনকারী সেই রাজা একদিন নিশিতে স্বপ্নমধ্যে তাঁহার পিতৃগণকে অধোযোনি প্রাপ্ত দর্শন করিলেন। পিতৃগণের নরকভোগ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে পরদিবস ব্রাহ্মণগণের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন—'হে ব্রাহ্মণগণ! গত রাত্রিতে স্বপ্নে নরক-যন্ত্রণাক্লিষ্ট পিতৃগণকে দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তাঁহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি আমাদিগকে এই নরক-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরে সুখ নাই। আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি এবং অশ্ব-হস্তী; কিন্তু কিছুতেই আমার শান্তি হইতেছে না। এখন যাহাদ্বারা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন সেইরূপ কোন ব্রত, তপস্যা ও যোগের কথা আমাকে উপদেশ করুন। আমি তাহাই আচরণ করিব। আমার মত পুত্র বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি পিতা-মাতা-পূর্ব্বপুরুষগণ ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন, তবে সে পুত্রের কি প্রয়োজন?'

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনার রাজ্যের সন্নিকটেই মহর্ষি পর্ব্বত মুনির আশ্রম রহিয়াছে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার নিকট আপনার পিতৃপুরুষগণের মুক্তির উপায় অবগত হইতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণে মহাত্মা বৈখানস ব্রাহ্মণগণ-সহ তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বতমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহারা দূর হইতে ঋষিবরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে নিকটস্থ হইলেন। বেদাধ্যয়নকারী মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বত মুনি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত তখন রাজার সর্ব্বাঙ্গের কুশল, রাজ্যের নিষ্কণ্টকত্ব ও রাজ্যসুখ অক্ষুণ্ণ আছে কিনা ইত্যাদি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমার সে সকলই কুশল। তবে আমি একরাত্রে স্বপ্নযোগে পিতৃপুরুষগণের নরক-যন্ত্রণা ও কাতর আর্ত্তনাদ দর্শন করিয়া ব্যথিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছি। হে ঋষিবর! কোন্ পুণ্যের ফলে তাঁহাদের সেই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি হইবে, তাহার উপায় জানিতেই আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতুল্য তপস্বীপ্রবর পর্ব্বতমুনি তখনই ধ্যানস্থ হইলেন। এক মুহূর্ত্তকাল ধ্যানের পর রাজাকে বলিলেন,—পূর্ব্বজন্মে তোমার পিতা রাজ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি স্ত্রীর ঋতুকালে ঋতুদান না করিয়াই রাজধর্ম্মের প্রেরণায় স্থানান্তরে গমন করেন। সেই পাপের ফলে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত দারুণ নরকভোগ ঘটিয়াছে। এই পাপ হইতে মুক্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর,—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয়া 'মোক্ষদা' একাদশী ব্রতপালন করিয়া সেই পুণ্যফল তোমার পিতাকে প্রদান কর। সেই পুণ্যপ্রভাবে তোমার পিতার মোক্ষলাভ হইবে।

রাজা সেই মুনিবাক্য শ্রবণ করত নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই পবিত্রা তিথির আবির্ভাবে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি ও অন্তঃপুরবাসীসহ যথাবিধি মোক্ষদা-একাদশী ব্রতপালন করিয়া ব্রতের পুণ্যফল পিতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ঐ পুণ্যফলদানের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 'হে পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক্'—এই বলিতে বলিতে রাজার পিতা নরক হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই প্রকারে যে-ব্যক্তি এই মঙ্গলদায়িনী মোক্ষদা একাদশী করে, তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করে। এই ব্রতের পুণ্যসংখ্যা আমিও জানিনা। চিন্তামণি সদৃশ এই ব্রতটি আমার অত্যন্ত প্রিয়! এই ব্রতকথা যিনি পাঠ করেন এবং যিনি উহা শ্রবণ করেন, উভয়েই বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন।

সফলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে প্রভো! পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি বিধি এবং কোন্ দেবতা পূজিত হন, তাহা আমাকে সবিস্তারে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ উক্ত ব্রতকথা কীর্ত্তন করিতেছি। এই ব্রত আমাকে যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়া থাকে, বহু দান-দক্ষিণাদিযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারাও আমি সেরূপ তুষ্ট হই না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা দ্বারা এই ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

পৌষ মাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশীর নাম 'সফলা'। নাগগণের মধ্যে যেমন, শেষনাগ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, দেবগণের মধ্যে যেমন নারায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেইরূপ ব্রতসকলের মধ্যে শ্রীএকাদশীব্রতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! যাঁহারা এই ব্রত পালন করেন, তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয়। তাঁহাদের এ-জগতে ধনলাভ ও পরজগতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। নারিকেল, গুবাক, বীজপূরক, বাতাপি-লেবু, দাড়িম্ব, আমলকী, লবঙ্গ, বদরী, আম্র, প্রভৃতি ফল ও ধূপ-দীপ দ্বারা দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। এবং নৈশনিদ্রা দূর করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের সহিত হরিকথায় রত থাকিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যিনি একাগ্রচিত্তে ক্ষণকালমাত্র জাগরিত থাকেন তাহার পুণ্য অসীম। ইহার তুল্য ফলদায়ক কোন যজ্ঞ বা তীর্থও নাই। অন্য সমস্ত ব্রতের ফল এই জাগরণের ষোড়শাংশের এক অংশের সমান নহে। সহস্র সহস্র তপস্যায় যে ফল লাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রিজাগরণ-দ্বারা তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাহিস্মতী নগরে চম্পাবতী নামে এক প্রসিদ্ধ পুরী ছিল। তথায় সেই রাজর্ষির পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র 'লুম্ভক' সর্ব্বদা পরস্ত্রীগমন, বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান প্রভৃতি অসৎকার্য্যে রত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবগণের নিন্দা করিত। রাজা পুত্রের এইপ্রকার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সে এক গহন বনে প্রবেশ করিল। জীবনধারণের কিছু উপায় না দেখিয়া সে কখনও জীবহত্যা, কখনও নিকটস্থ নগরে চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছুকাল গত হওয়ার পর, একদিন সে নগরের প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল; কিন্তু রাজপুত্র বলিয়া সেই অপরাধ হইতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত হইল। পুনরায় সে বনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবহত্যা ও বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণে দিনযাপন করিতে লাগিল।

ঐ বনে বহু বৎসরের একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। তথায় ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বিরাজমান বলিয়া বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই বৃক্ষতলে পাপবুদ্ধি লুম্ভক অবস্থান করিত। অনন্তর বহুদিনের পর তাহার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পৌষমাসের দশমীদিনে কেবল ফল-ভোজনে সে দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু রাত্রিতে দারুণ শীতের প্রকোপে সে মৃতপ্রায় হইয়া রাত্রিযাপন করিল। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলেও সংজ্ঞাহীন লুম্ভক চেতনা লাভ করিল না। মধ্যাহ্নে সংজ্ঞা

লাভ হইলে কোনরূপে খঞ্জের ন্যায় পদস্খলিত অবস্থায় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া পুনঃ সেই বৃক্ষতলে আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। খাদ্যাভাবে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সে প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেই ফলগুলি লইয়া—'হে ভগবান্ আমার কি গতি হইবে',—এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সে তদনন্তর 'হে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ! আপনি তুষ্ট হউন'—বলিয়া সেই বৃক্ষমূলে ফলগুলিকে নিবেদন করিল। এইরূপে সে অভুক্ত ও অনিদ্রায় সেই রাত্রি যাপন করিল।

সেই পাপিষ্ঠের রাত্রি জাগরণকে একাদশী জাগরণ এবং ফল অর্পণকে পূজা বলিয়া নারায়ণ গ্রহণ করিলেন। দৈবচক্রে কোন সৌভাগ্যবশতঃ লুম্ভকের সফলা ব্রতটি নিষ্পন্ন হইয়া গেল। সেই বৃক্ষে রাত্রিতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হয়, সূর্য্যোদয়ে সেখান হইতে তিনি প্রস্থান করেন। উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে বিষ্ণুর গমনকালে আকাশে দেববাণী হইল,—'হে পুত্র! তুমি সফলা ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে।' সেই দৈববাণী শুনিয়া লুম্ভক দিব্যরূপ লাভ করিল। তদবধি তাহার পাপবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া বৈষ্ণববুদ্ধির উদয় হইল; সে পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিল। পঞ্চদশবর্ষ তিনি রাজ্যসুখ ভোগের পর পুত্রের নিকট রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিল এবং মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে অশোক অভয় কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে উক্ত সফলা একাদশী যিনি পালন করেন, তিনি জাগতিক সুখ ও পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই ব্রতে যাহারা আসক্ত, তাহারাই ধন্য, তাহাদের জন্ম সার্থক, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই ব্রত-মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ করিলে মানব রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।

পুত্রদা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, বিধিই বা কি, কোন্ দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং আপনি কাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত ব্রতফল প্রদান করিয়াছিলেন, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট সবিস্তারে বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে মহারাজ! এই একাদশী 'পুত্রদা' নামে প্রসিদ্ধা। ইহা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ও কামদা। সিদ্ধিদাতা নারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ত্রিলোক-মধ্যে ইহার তুল্য ব্রত নাই। এই ব্রতকারীকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করিয়া থাকেন।

ভদ্রাবতী পুরীতে পুরাকালে সুকেতুমান-নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম চম্পকা। রাজ-দম্পতি উভয়ে বেশ সুখেই কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। বংশরক্ষার জন্য বহুদিন যাবৎ ধর্ম্ম-ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিয়াও যখন পুত্রলাভ হইল না, তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন।

রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহার প্রদত্ত জল অতি দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেন। কারণ তাঁহারা চিন্তা করিতেন, রাজার মৃত্যুর পর জলপিণ্ড প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকিলেও পুত্রহীন রাজার মনে সুখ ছিল না। তিনি ভাবিতেন,—'অপুত্রকের জন্ম বৃথা ও গৃহ—শূন্য। পিতৃ-দেব-মনুষ্য-লোকের নিকট যে ঋণত্রয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহা পুত্র ব্যতীত পরিশোধ হয় না। পুত্রবান্ জনের এ জগতে যশোলাভ ও পরলোকে উত্তমা গতি হয় এবং তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।'

রাজা নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু পরে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন,—আত্মহত্যা মহাপাপ, উহা-দ্বারা দেহ পতিত হইবে বটে কিন্তু আমার পুত্রহীনতা ত' দূরীভূত হইবে না। অতঃপর একদিন অশ্বারোহণে রাজা নিবিড় বনে গমন করিলেন। বন ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে জলাদির অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজা দর্শন করিলেন—চক্রবাক, রাজহংস, মকর ও বহুবিধ মৎস্যাদি পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর ও তৎসমীপে মুনিগণের আশ্রম।

অতঃপর রাজা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সরোবর-তীরে বেদপাঠ-নিরত মুনিবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুনিগণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে মহারাজ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আপনার কি প্রার্থনা, বলুন।'

রাজা কহিলেন,—'আপনারা কে এবং কিজন্যই বা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাহা সবিস্তারে কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।' মুনিগণ বলিলেন,—'হে মহারাজ! আমরা 'বিশ্বদেব' নামে প্রসিদ্ধ, স্নানের জন্য এই সরোবরে আগমন করিয়াছি। অদ্য হইতে পাঁচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হইবে। অদ্য পুত্রদা একাদশী-তিথি। মনুষ্যগণকে পুত্রদান করেন বলিয়াই ইহার নাম 'পুত্রদা'। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন,—'হে মুনিবৃন্দ! আমি অপুত্রক—পুত্রকামনায়

অধীর হইয়া পড়িয়াছি! এক্ষণে আপনাদের দর্শনে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি কৃপাপরবশে একটি পুত্র প্রদান করুন।'

মুনিগণ কহিলেন,—''হে মহারাজ! অদ্যই সেই পুত্রদা একাদশী তিথি। সুতরাং এক্ষণে আপনি এই ব্রত পালন করুন। ইহাতে শ্রীকেশবের অনুগ্রহে আপনার পুত্র লাভ হইবে।''

মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করত যথাবিধানে রাজা কেবল ফল-মূলাদি গ্রহণ করিয়া সেইব্রত উদ্‌যাপন করিলেন ও দ্বাদশী-দিনে শস্যাদিদ্বারা পারণপূর্ব্বক মুনিবৃন্দকে প্রণাম করত নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুণ্যকর্ম্মা রাজার যথাকালে একটি তেজস্বী পুত্রলাভ হইল। হে মহারাজ! এই ব্রত সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা লোকহিত-কামনায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। একাগ্রচিত্তে যাহারা এই 'পুত্রদা' একাদশীব্রত পালন করিবে, তাহারা 'পুৎ'-নামক নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হইবে। আর এই ব্রতকথা শ্রবণে-পঠনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ষট্‌তিলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—'হে আদিদেব জগন্নাথ কৃষ্ণ! মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী তিথির নাম কি, বিধিই বা কি এবং তাহার ফল কি, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন।

তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই একাদশী 'ষট্‌তিলা' নামে খ্যাত এবং সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী। একদা দালভ্য ঋষি মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যাদি পাপ, পরদ্রব্যহরণ প্রভৃতি বিগর্হিত কর্ম্মদ্বারা নরকে গমন করে। তাহারা নরক-গতি হইতে রক্ষা পায়, এরূপ যথাযথ উপদেশ আমাকে করুন। তাহাদের সে-পাপ হইতে উদ্ধারের যদি কোন সহজ-সাধ্য উপায় থাকে, তবে তাহা বলুন।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ! মাঘমাস উপস্থিত হইলে শুচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি-শূন্য হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিবে ও জলদ্বারা পাদপ্রক্ষালন করিবে। গোময় ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিবে। ঐ গোময়ে তিল মিশ্রণপূর্ব্বক একশত আটটি পিণ্ড করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। উহা হোমার্থে ব্যবহৃত হইবে। অনন্তর মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী আর্দ্রা বা মূলানক্ষত্র-যুক্তই হউক, তাহাতে ব্রত-নিয়ম গ্রহণ করিবে।

জিতেন্দ্রিয় ও শুচি অবস্থায় যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপ্ত করিবে। পূজাদিতে কোন বিঘ্ন ঘটিলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবে। রাত্রিকালে অর্চ্চনান্তে হোম করিতে হইবে। তদনন্তর চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করত

'কৃষ্ণ'-নামে নিবেদন করিবে এবং কুষ্মাণ্ড, নারিকেল বা বীজপূরক, উহার অভাবে একশত গুবাক্ দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। **''কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব''** ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়। 'কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হউন' বলিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জল, কুম্ভ, ছত্র, পাদুকা, বস্ত্র, কৃষ্ণধেনু প্রভৃতিসহ তিলপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে। স্নান-দানাদিকার্য্যে কৃষ্ণতিল প্রশস্ত।

হে দ্বিজোত্তম! ঐ প্রদত্ত তিল হইতে যে-সংখ্যক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাদের শাখা গণনায় যত হইবে তত সহস্র বৎসর দাতার স্বর্গলোকে বাস হইবে। তিলদ্বারা স্নান, পিষ্ট তিল গাত্রে লেপন, তিলদ্বারা হোম, পিত্রাদিকে তিলযুক্ত জলপ্রদান, তিলদান ও তিলভোজন—তিলযুক্ত এই ছয়টি কার্য্যকে পাপনাশিনী 'ষট্‌তিলা' বলে।

হে যুধিষ্ঠির! এক সময় নারদও আমাকে এই একাদশীর ফল ও উপাখ্যান জানিবার জন্য প্রশ্ন করায় আমি তখন যাহা বর্ণন করিয়াছিলাম, তাহাই অদ্য তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

পুরাকালে মর্ত্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করিত। সে নিত্যই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রতাচরণ ও দেবপূজাপরায়ণা ছিল। উপবাসদ্বারা তাঁহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। সেই মহাসতী ব্রাহ্মণী অন্যের নিকট হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও কুমারিগণকে ভক্তিভরে দান করিত, কিন্তু কখনও ভিক্ষুককে ভিক্ষাদানে ও ব্রাহ্মণকে অন্নদানে তৃপ্ত করে নাই।

এইরূপে বহু বৎসর অতীত হইলে আমি চিন্তা করিলাম যে, কষ্টসাধ্য ব্রতাদিদ্বারা এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুষ্ক হইয়াছে, কায়ক্লেশে যথাযথভাবে বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনও করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিতৃপ্তির জন্য কখনও অন্নদান করে নাই। ইহা অবগত হইয়া আমি একদিন কপিলরূপ ধারণপূর্ব্বক তাম্রপাত্র হস্তে তাহার নিকট যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। ব্রাহ্মণী বলিল,—'হে ব্রাহ্মণ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কোথায় যাইবে, তাহা আমায় বল।' উত্তরে তাহাকে বলিলাম,—'হে সুন্দরি! আমাকে ভিক্ষা দাও।' তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পাত্রে এক মাটির পিণ্ড নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আমি সে-স্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

অনন্তর বহুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণী ব্রতাচরণ-প্রভাবে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিল এবং মৃৎপিণ্ডদানের ফলে তথায় একটি মনোরম গৃহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু, হে নারদ! তথায় ধান্য ও তণ্ডুল (চাউল) কিছুই ছিল না। গৃহ শূন্য-দর্শনে মহাক্রোধে সে আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিল,—'আমি বত, কৃচ্ছ্রসাধন ও উপবাসাদি-দ্বারা নারায়ণের পূজা ও আরাধনা করিয়াছি। এমতাবস্থায় হে জনার্দ্দন! আমার গৃহে কিছুই দেখিতেছি না কেন?

হে নারদ! তখন আমি সেই মহাব্রত আচরণ-কারিণীকে বলিলাম, তুমি নিজগৃহে দারবন্ধ করিয়া বসিয়া থাক। মর্ত্ত্যলোকের মানবী স্বশরীরে আগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া দেবপত্নীগণ তোমায় দর্শন করিতে আসিবে, তখন দ্বার উন্মোচন করিও না। তুমি তাহাদের নিকট ষট্‌তিলা ব্রতের পুণ্যফল প্রার্থনা করিও, যদি উহারা সেই ফল প্রদান করে তবে দ্বার উদ্ঘাটন করিও।

অনন্তর দেবপত্নীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার দর্শন প্রার্থনা জানাইল। ষট্‌তিলা ব্রতের ফল প্রাপ্তি হইলে সেই মানবী দর্শন দিবেন, ইহা অবগত হইয়া তন্মধ্যে জনৈকা দেবী তাহার ষট্‌তিলা ব্রতজনিত পুণ্যফল প্রদান করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণী দিব্যকান্তিবিশিষ্টা

হইল এবং গৃহ ধন-ধান্য পরিপূর্ণ হইল। দ্বার উদ্ঘাটন হইলে দেবপত্নীগণ তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে নারদ! অতিরিক্ত বিষয়তৃষ্ণা করা কর্ত্তব্য নহে, বিত্ত-শাঠ্যও অকর্ত্তব্য। নিজ সম্পত্তির পরিমাণমত তিল, বস্ত্র ও অন্নদান করিবে। তদ্দ্বারা মানব প্রতিজন্মে আরোগ্য-লাভ করে, ষট্‌তিলা ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শারীরিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি দূর হয়। এই বিধি অনুসারে তিলদান করিলে মানব অনায়াসে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়।

জয়া একাদশী

(ভৈমী একাদশী)

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, আদিদেব! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মাঘমাসীয়া শুক্লা একাদশীর সবিশেষ বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে মহারাজ! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'জয়া'* নামে বিখ্যাত। এই তিথি সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, পবিত্রা, সর্ব্বপ্রকার কাম ও মোক্ষপ্রদায়িনী। এই ব্রতের ফলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ ও পিশাচত্ব বিনষ্ট হয় এবং মানবের কখনও প্রেতত্ব-প্রাপ্তি হয় না। এই একাদশী-মাহাত্ম্য-বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে একটি আখ্যান বর্ণিত হইতেছে,—

একসময় স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তথায় দেবগণও বেশ সুখে বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা পারিজাতপুষ্প সেবিত নন্দনকাননে অপ্সরাগণের সহিত বিহার করেন। একদিন পঞ্চাশকোটি অপ্সরা-নায়ক দেবেন্দ্র নিজ ইচ্ছায় আনন্দভরে সেই সকল অপ্সরাগণকে নৃত্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। তাহাদের সহিত গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। পুষ্পদত্ত, চিত্রসেন ও তৎপুত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ তন্মধ্যে ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী, কন্যার নাম পুষ্পবন্তী। পুষ্পদত্তের পুত্রের নাম মাল্যবান্। এই মাল্যবান্ পুষ্পবন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। সেই পুষ্পবন্তী পুনঃপুনঃ কটাক্ষদ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করিয়াছিল। ইন্দ্রের তুষ্টিবিধানের জন্য তাহারা উভয়েই ঐ নৃত্য-গীতে সভায় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় চিত্ত বিক্ষেপহেতু তাহারা পরস্পর কেবল বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের এইরূপ ভাব, তাল-মানভঙ্গ ও গীতবর্জ্জন দেখিয়া তাহারা যে পরস্পর কামাসক্ত হইয়াছে,

*শ্রীগরুড়পুরাণে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতিথি 'ভৈমী' একাদশী বলিয়া কথিত আছে। কল্পান্তরে বিভিন্ন পুরাণে ইহার নামান্তর পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীপদ্মপুরাণ-অনুসারে জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নামই পাণ্ডবা নির্জ্জলা বা ভীমসেনী (ভৈমী) একাদশী।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন কোপবশতঃ তিনি তাহাদিগকে শাপপ্রদান করিলেন—"রে মূঢ়! তোমরা আমার আজ্ঞাভঙ্গ করিতেছ, তোমাদিগকে ধিক্! তোমরা দুইজন পিশাচ-যোনি লাভ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ কর।"

এইরূপে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া তাহারা দুইজনে অতিশয় দুঃখিত মনে হিমালয় পর্ব্বতে পতিত হইল। ইন্দ্রশাপে পিশাচত্বপ্রাপ্ত হইয়া দারুণ কষ্টভোগ করিতে লাগিল। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে কাতর হইয়া নিজেদের পূর্ব্বপরিচয় বিস্মৃত হইল এবং অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

একদিন পিশাচ নিজপত্নী পিশাচীকে বলিল, অল্প পাপ করি নাই, ভীষণ পাপের ফলে নরক যন্ত্রণাতুল্য পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এখন হইতে পাপ-কার্য্য কখনও করিব না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা সেই পর্ব্বতে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাস করিতে লাগিল।

সেই মাল্যবান্ ও পুষ্পবন্তীর কোন সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' নামক একাদশী তিথি উপস্থিত হইল। তাহারা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে নিরাহারে নির্জ্জলা অবস্থায় দিবারাত্রি যাপন করিল। শীতের প্রকোপে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিল না।

ইন্দ্রশাপে পীড়িত তাহাদের সমস্ত দিবস ঐরূপে অতীত হইল, পরদিন সূর্য্যোদয়ে দ্বাদশী-তিথি উপস্থিত হইল। জয়া একাদশীতে তাহাদের ঐ অনাহারে ও রাত্রি জাগরণে ভক্তির অঙ্গ যাজিত হইল।

এই ব্রত-পালনের ফলে শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাহাদের পিশাচত্ব দূর হইল। পুষ্পবন্তী ও মাল্যবান্ উভয়েই তাহাদের পূর্ব্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তাহারা উত্তম বেশে ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ পুণ্যফলে তোমাদের পিশাচত্ব দূর হইল? আমার শাপ হইতে কে তোমাদিগকে মুক্ত করিল?"

মাল্যবান্ বলিলেন,—হে প্রভো! ভগবান্ বাসুদেবের অনুগ্রহে 'জয়া' ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে আমাদের পিশাচত্ব দূরীভূত হইয়াছে। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন,—হে মাল্যবান্! তোমরা এখন হইতে আবার সুধা পান কর। হরিবাসর-ব্রতে যাঁহারা আসক্ত এবং যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ, তাদৃশ মানবগণ আমাদেরও পূজ্য জানিবে, ইহাতে কোনপ্রকার সংশয় নাই। এই দেবলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার কর।"

হে মহারাজ! এই 'জয়া'-ব্রত ব্রহ্মহত্যারূপ পাপকেও বিনাশ কর। এই ব্রতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার দানের ফল লাভ হয়, সম্পূর্ণরূপে সমস্ত যজ্ঞ কৃত হইয়া থাকে এবং কল্পকোটিকাল আনন্দের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস হয়। জয়া ব্রতকথার পঠন ও শ্রবণ হইতেও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বিজয়া একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাসুদেব! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশীর মাহাত্ম্য অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! এই একাদশী 'বিজয়া' বলিয়া কথিত। ইহার সম্বন্ধে একসময় নারদ কমলাসন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই তোমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিব। এই পবিত্রব্রত পাপবিনাশকারী ও নৃপতিগণকে জয় দান করেন বলিয়া 'বিজয়া' নামে প্রসিদ্ধা।

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতা-দেবীকে হরণ করে। সীতার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকট রাবণের সীতাহরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তৎপশ্চাৎ সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা স্থাপন হইলে সুগ্রীব অন্যান্য বানর-সৈন্যসহ সীতা-উদ্ধারের জন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

তদনন্তর হনুমান লঙ্কায় যাইয়া রাবণের উদ্যানমধ্যে সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রদত্ত অঙ্গুরী তাঁহাকে প্রদান করিল ও অন্যান্য মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় প্রভু রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। সেই দুস্তর সমুদ্র দর্শন করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"ওহে লক্ষ্মণ! কি পুণ্যের প্রভাবে বরুণালয় এই অগাধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়? উহা ভয়ঙ্কর জলজন্তু-দ্বারা পরিপূর্ণ। কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইব, তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ইহার উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন,—'সর্ব্ববেত্তা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব? তবে বক্‌দালভ্য-নামক মুনি এই দ্বীপে অবস্থান করেন। এস্থান হইতে অর্দ্ধযোজন দূরে তাঁহার আশ্রম। হে রাঘব! আপনি সেই প্রাচীন ঋষি-শ্রেষ্ঠকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করুন।' লক্ষ্মণের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম সেই মহামুনির দর্শনের জন্য তথায় গমন করিলেন। দেবগণ যেরূপ মস্তক অবনত করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, সেইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্রও ভক্তরাজ মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনিবর রামচন্দ্রকে পুরাণপুরুষ ভগবান্ বলিয়া অবগত হইলেন, তখন ঋষিবর আনন্দভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রামচন্দ্র! কিজন্য আপনার আগমন হইয়াছে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে সসৈন্য আমি এই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছি। রাক্ষসগণের রাজ্য লঙ্কা বিজয় করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে এই দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহার উপায় অবগত হইবার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করি। আমি আপনার শরণাগত।"

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর সুপ্রসন্নচিত্তে পদ্মলোচন ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"হে রাম! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সম্প্রতি ব্রতগণের মধ্যে যাহা উত্তমব্রত, তাহাই করণীয় জানিবেন। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া 'বিজয়া' নামক একাদশী-ব্রতপালনে আপনি নিশ্চয়ই সসৈন্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে লঙ্কা জয় করিয়া নির্ম্মলা কীর্ত্তি লাভ করিবেন। এই ব্রতের বিধি শ্রবণ করুন। দশমী দিবসে সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা একটি মৃন্ময় কুম্ভ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল ও আম্রপল্লব প্রদানপূর্ব্বক উহা চন্দনাদি-দ্বারা শোভিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণ নির্ম্মিত নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। একাদশী-দিনে যথাবিধি প্রাতঃস্নান-পূর্ব্বক উক্ত কলসের কণ্ঠে মাল্য-চন্দনাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া উত্তম স্থানে স্থাপন করিবেন এবং গুবাক ও নারিকেল ফল দ্বারা পূজা করিবেন। পঞ্চবাদ্য ও যবসহ সেই ঘটোপরি বিন্যাস করিবেন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি-দ্বারা পূজা সমাপনে সেই কুম্ভের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনে সমস্তদিন যাপন করিবেন। রাত্রিকালে জাগরণ করিয়া ব্রতের অখণ্ডত্ব (অছিদ্রত্ব) বিধান জন্য ঘৃতদীপ সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিবেন। দ্বাদশী-দিনে সূর্য্যোদয়ের পর সেই কুম্ভকে বিসর্জ্জনের জন্য নদী কিম্বা তড়াগ সমীপে বিধি-পূর্ব্বক পূজা করিয়া বিসর্জ্জন দিবেন। এবং ঐমূর্ত্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তৎসহ অন্যান্য দানও যথাশক্তি কর্ত্তব্য। এই ব্রতপ্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় হইবে।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! ঋষিবাক্য-অনুসারে ব্রতাচরণের ফলে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হইয়াছিলেন অর্থাৎ সীতাপ্রাপ্তি, লঙ্কাজয় ও রাবণবধ হইলে তিনি অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিধিপূর্ব্বক যে-সকল মানব এই ব্রত পালন করিবেন, তাহাদের এ জগতে জয়লাভ ও পরলোকে অক্ষয়-সুখ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত জানিবে।'

'হে যুধিষ্ঠির! এই নিমিত্ত উক্ত বিজয়া-ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলেও বাজপেয় যজ্ঞের ফল-প্রাপ্তি হয়।

আমলকী একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! মহাফলজনক বিজয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ফাল্গুনী শুক্লপক্ষীয়া একাদশী যে নামে বিখ্যাত তাহা বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আপনার নিকট এখন বলিতেছি। ইহার নাম আমলকী একাদশী। এই একাদশী-ব্রত বিষ্ণুলোক-প্রদানকারী বলিয়া বিশেষভাবে কথিত হয়। ঐদিন আমলকী বৃক্ষের তলে রাত্রি জাগরণ করিলে গো-সহস্র দানের ফল লাভ হয়। যে-প্রকারে এই সর্ব্বপাপ-বিনাশী আমলকী বৃক্ষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়কাল (অর্থাৎ রাত্রিকাল) উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম এবং দেবতাগণ, অসুরও রাক্ষসসকল নষ্ট হইবার পর সেই একার্ণবজলে দেবাদিদেব পরমাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। তখন সেই জগৎরূপ ব্রহ্মের বদন হইতে চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ একবিন্দু জল উত্থিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সেই জলবিন্দু হইতে অকস্মাৎ একটি বিশাল আমলকী বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। উহার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ফলভারে নত হইয়াছিল। সেই বৃক্ষই সমস্ত বৃক্ষের আদি বলিয়া কথিত হয়। এই বৃক্ষ হইতে ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা, প্রজাসমূহ, দেব-মনুষ্য, স্থাবর-জঙ্গমাদি সৃষ্ট হইয়াছেন।

দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ আশ্চর্য্যজনক বৃক্ষকে দর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই অভিনব বৃক্ষ দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, কারণ তাঁহারা বহু বৃক্ষ পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদের নামাদিও জ্ঞাত আছেন; কিন্তু এই বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল এবং কি নাম ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় আকাশবাণী হইল—হে দেবগণ! এই বৃক্ষের নাম আমলকী, ইহা পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। ইহার স্মরণ-মাত্রই গো-দানের ফল লাভ হয়; দর্শনে তাহার দ্বিগুণ, ফল- ভক্ষণে তিনগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সর্ব্বপ্রকারে ইহার সেবা করা কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী। ইহার মূলদেশে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, ঊর্দ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা, স্কন্ধে রুদ্র অবস্থান করেন। ইহার শাখাসমূহে মুনিগণ, প্রশাখায় দেবগণ, পর্ণসমূহে বসুগণ, পুষ্পে বায়ু এবং ফলসমূহে সমস্ত প্রজাপতি বাস করেন। ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী-ব্রত এই বৃক্ষ-সম্বন্ধেই 'আমলকী'-নামে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও সকল পাপবিনাশক-রূপে প্রসিদ্ধ।

ঋষিগণ বলিলেন—প্রভো! এই ব্রতের বিধি জানিতে বাসনা। কি প্রকারে ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ব্রতের আরাধ্য-দেবতা এবং অন্যান্য তথ্যসমূহও বর্ণন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই ব্রতে অন্য একাদশীর ন্যায় প্রাতঃস্নানাদি নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক পতিত, চৌর, পাষণ্ডী, দুর্ব্বৃত্ত, মর্য্যাদাহীন ও গুরুপত্নীগামী মনুষ্যের সহিত আলাপ করিবে না। অপরাহ্ণে পুনরায় যথাবিধি স্নান করিবে। তৎপশ্চাৎ সুবর্ণ-নির্ম্মিত পরশুরাম-মূর্ত্তি

পূজা করিবে। সেই সুবর্ণের পরিমাণ একমাষা (১০মাষায় এক তোলা) অথবা তাহার অর্দ্ধ বা শক্তি-অনুসারে তদর্দ্ধও করিতে পারা যায়। সেই মূর্ত্তির পূজা ও হোমাদি সমাপনপূর্ব্বক আমলকী বৃক্ষের তলায় গমন করিবে।

প্রথমতঃ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিষ্কার করিবে। তৎপরে একটি কলসী বৃক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাহাতে পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, দিব্যগন্ধাদি, ছত্র, উপানহ (পাদুকা), বস্ত্র ও শ্বেতচন্দনাদি প্রদান করিবে। তদুপরি লাজ(খই) পূর্ণ একটি পাত্র স্থাপন করিয়া উহার উপর সেই পরশুরাম মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর পূজা করিয়া শ্বেতবর্ণ ফলদ্বারা অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবে।

নৃত্য, গীত, বাদ্য, ধর্ম্মগ্রন্থ, বৈষ্ণবাখ্যান-পাঠ ও আলোচনা-দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণুনাম ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনসহ ১০৮ বা ২৮বার আমলকী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর প্রভাতকালে সেই মূর্ত্তির মঙ্গলারাত্রিকাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীনামপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে এবং 'পরশুরাম-স্বরূপ শ্রীকেশব আমার প্রতি প্রীত হউন্'—এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবর্ণ, পরশুরাম-মূর্ত্তি, ঘট, বস্ত্রযুগল, পাদুকা প্রভৃতি পূজার দ্রব্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া ঐ বৃক্ষকে স্পর্শ, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিবে। তদনন্তর যথাবিধানে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক যথাশক্তি বিষ্ণুভক্তগণকে ভোজন করাইয়া কুটুম্বগণের সহিত নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। এই একাদশী-ব্রতের পুণ্য অন্যান্য সমস্ত দান ও যজ্ঞাদি হইতেও অধিক, ইহাতে কোনও সন্দেহ করিবে না।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু এইরূপ ব্রতবিধান বর্ণনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপদেশানুসারে এই ব্রত পালন করিলেন। এই ব্রত অতিশয় শুভফলদায়ক ও সর্ব্বপাপবিনাশক, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাপমোচনী একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রভো! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধা, তাহা কৃপাপূর্ব্বক সবিশেষ বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! আপনি ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। এই একাদশী সর্ব্বসুখদাত্রী, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, ও সর্ব্ব-শুভপ্রদা বলিয়া লোকহিতকর। সর্ব্বপাপ হইতে নিস্তার বা মোচন করেন বলিয়া ইহা 'পাপমোচনী' একাদশী নামে প্রসিদ্ধা। রাজ-চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা লোমশমুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনিযাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই বিচিত্র উপাখ্যানটি আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে চৈত্ররথ-নামক এক অতি মনোরম উদ্যানে মুনিগণ বহু কালাবধি তপস্যা করিতেন। তথায় মেধাবী নামক এক ব্রহ্মচারী ঋষিকে মঞ্জুঘোষা নামে এক বিখ্যাত অপ্সরা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ঋষির শাপভয়ে সে আশ্রমের ক্রোশমাত্র দূরে বাস করিত। সে নিজগৃহে বীণাযন্ত্রে মধুর কণ্ঠে উত্তম সংগীত গাহিত। পুষ্পচন্দনে ভূষিতা ও সংগীতরতা সেই মঞ্জুঘোষাকে অবলোকন করিয়া 'কামদেব' মনোহর-রূপে তাহার শরীরে অবস্থান করিল। মঞ্জুঘোষা তখন সেই কামদেবের সেনারূপে পরিগণিত হইল।

একদিন মঞ্জুঘোষা মেধাবী-মুনিকে দর্শন করিয়া কামশরে পীড়িতা হইল। কারণ সেই নবযৌবন-সম্পন্ন ঋষি দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি পিতা চ্যবণ ঋষির মনোরম আশ্রমে বাস করিতেন। মঞ্জুঘোষা তাঁহার প্রতি কামাসক্তা হওয়ায় হস্তে শব্দায়মান বলয়, চরণে নূপুর ও কটিদেশে মেখলায় সুশোভিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঋষির আশ্রম-সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। এদিকে ঋষি মেধাবীও উক্ত অপ্সরার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তখন সেই অপ্সরা মুনিকে নানা হাব ভাব ও কটাক্ষ-দ্বারা বশীভূত করিল। অতঃপর হস্তের বীণাটি ভূমিতে রাখিয়া মুনিকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিল। বায়ুবেগে কম্পিতা লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করে, সেইরূপ মঞ্জুঘোষা বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে মুনিও রমণে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের পর মঞ্জুঘোষা দেবলোকে যাইবার জন্য মেধাবীকে বলিতে লাগিল,—'হে প্রভো! আমি নিজ দেশে গমন করিব, আমাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।' কিন্তু কামহত মেধাবী উত্তরে বলিলেন,—'যে পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল উপস্থিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত আমার নিকট অবস্থান কর।'

মঞ্জুঘোষা মেধাবীর বাক্য শ্রবণে শাপভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিল। এইভাবে বহুবৎসর (৫৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন) অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল অপ্সরার সহবাসে থাকিলেও মেধাবীর নিকট উহা নিশার্দ্ধ বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর মঞ্জুঘোষা নিজস্থানে গমনের প্রার্থনা করিলে মুনি বলিলেন,—এখন প্রাতঃকাল রহিয়াছে, অতএব আমার বাক্য

শ্রবণ কর—যতক্ষণ আমি প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন না করি, ততক্ষণ তুমি এখানে অবস্থান কর। অন্যথা করিও না।

মুনিবাক্য-শ্রবণে মঞ্জুঘোষা ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিল—'হে নিষ্পাপ মুনিবর! আমার সহবাসে আপনার যে কতকাল গত হইয়াছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন।' শুনিয়া মুনি স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন, হায়! যোষিৎসঙ্গে কিনা তাঁহার ৫৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে! তখন মুনি মঞ্জুঘোষার প্রতি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—,'রে পাপিষ্ঠে! দুরাচারিণী, তপস্যার ক্ষয়কারিণী, তোমার সহিত অবস্থানে আমার মহাতপস্যার ফল নষ্ট হইয়াছে, তোমাকে ধিক্! তুমি পিশাচী হও'—এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। মেধাবীর শাপে তাহার শরীর তৎক্ষণাৎ বিরূপ প্রাপ্ত হইল। তখন সে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক শাপমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করিল।

মেধাবী বলিলেন,—'হে সুন্দরি! চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া 'পাপমোচনী' নামক সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কারিণী যে একাদশী আছে, সেই ব্রতের ফলে তোমার পিশাচত্ব দূর হইবে।' এই কথা বলিয়া মেধাবী পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'হে তাত! এক অপ্সরার সহিত সঙ্গদোষে আমি মহাপাপ করিয়াছি। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন'। তদুত্তরে চ্যবনমুনি বলিলেন,—'চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া পাপমোচনী একাদশীব্রতের প্রভাবে তোমার পাপ দূরীভূত হইবে।' পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মেধাবী সেই ব্রত ভক্তিভরে পালন করিলে তাহার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইল এবং পুনরায় তিনি তপস্যার ফল লাভ করিলেন। মঞ্জুঘোষাও ঐ ব্রতপালন ফলে পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।

হে মহারাজ! যাঁহারা এই পাপমোচনী একাদশী পালন করেন, তাঁহাদের যে কোন পাপ উপস্থিত হউক না কেন বা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সমস্ত পাপই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ব্রতকথা পঠন ও শ্রবণ হইতেও সহস্র গো-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

কামদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর মহিমা কি, তাহা বর্ণন করুন।

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে মহারাজ! এই একাদশীব্রত সম্বন্ধে পুরাতন এক বিচিত্র কথা বর্ণন করিতেছি, আপনি একমনে তাহা শ্রবণ করুন। এই ব্রত-সম্বন্ধে বশিষ্ঠ-ঋষি মহারাজ দিলীপের প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিব।

ঋষি বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহারাজ! চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম 'কামদা'। ঐ তিথি পুণ্যতমা ও পাপরূপ কাষ্ঠসমূহের দাবাগ্নিস্বরূপ। এই একাদশী পাপঘ্নী ও পুণ্যদায়িনী।

পূর্ব্বকালে মনোরম নাগপুরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে মহাবিষধর নাগগণ বাস করিত। তাহাদের রাজা ছিলেন পুণ্ডরীক। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত সেই পুরীমধ্যে অপ্সরা শ্রেষ্ঠা ললিতা ও ললিত-নামক গন্ধর্ব্ব স্বামী-স্ত্রীরূপে, ধন-ধান্যে পূর্ণ এক গৃহে পরম সুখে কালাতিপাত করিত।

একদিন পুণ্ডরীকের রাজসভায় ললিত একাকী গান করিতেছিল। এমন সময় ললিতার কথা স্মরণ হওয়ায় ছন্দবন্ধে তাহার জিহ্বা স্খলিত হইতে লাগিল। কর্কটক-নামক নাগ ললিতের উক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহা পুণ্ডরীক রাজার নিকট বলিল। তাহা শুনিয়া সর্পরাজ ক্রোধভরে কামাতুর ললিতকে—'রে দুর্ম্মতে! তুমি রাক্ষস হও' বলিয়া শাপ প্রদান করিল। এবং তৎক্ষণাৎ সেই ললিত ভয়ঙ্কর রাক্ষস-মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বাহু দশযোজন বিস্তৃত, মুখ পর্ব্বত-গুহাতুল্য, চক্ষু দুইটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-সদৃশ, গলদেশ পর্ব্বত-সদৃশ, নাসিক ও অধর দুইটি অর্দ্ধযোজন পরিমিত, শরীর ঊর্দ্ধে অষ্টযোজন বিস্তৃত। ললিত এইরূপ ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইলে ললিতা নিজ পতির সেই রূপ দেখিয়া মহাদুঃখে ও চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস ললিত দুর্গম বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ললিতা তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। ললিত নির্দ্দয়ভাবে মনুষ্য ভক্ষণ করিত। এই পাপের ফলে তাহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। পতির সেই দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিতা হইয়া ললিতা রোদন করিতে করিতে গভীর বনে প্রবেশ করিল। একদিন ললিতা বহু কৌতুকপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইল। তথায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম দর্শন করিয়া মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুন্দরি! কে তুমি! কাহার কন্যা এবং কি কারণে এই গহন বনে আসিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল।'

তদুত্তরে ললিতা বলিল,—''হে প্রভো! আমি বীরধন্বা নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। আমার নাম ললিতা। আমার পতির রাক্ষসত্ব দূর হয়, এরূপ উপায় বলিতে সকাতর নিবেদন করিতেছি।" তখন ঋষি বলিলেন,—হে সুন্দরি! চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া 'কামদা' নামক যে একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত যথাবিধি পালন কর। এই ব্রতের পুণ্যফল তোমার স্বামীকে অর্পণ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে।

বশিষ্ঠ ঋষি বলিলেন,—হে মহারাজ দিলীপ! মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, আনন্দসহকারে কামদা একাদশী-দিনে যথাবিধি ব্রতপালনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও বাসুদেব-নারায়ণের অগ্রে পতির উদ্ধারের নিমিত্ত ললিতা বলিল—''আমি যে সর্ব্বপাপহরা কামদা একাদশীর ব্রতপালন করিয়াছি, উহার সর্ব্বপ্রকার ফল আমার পতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলাম। এই পুণ্যের প্রভাবে তাঁহার রাক্ষসত্ব দূর হউক।" ললিতার পুণ্যফল-প্রদানের বাক্য উচ্চারণমাত্রেই সেই স্থানে দণ্ডায়মান ললিত পাপশূন্য হইয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইল। তাহার রাক্ষসত্ব দূর হওয়ায় পুনরায় নিজ গন্ধর্ব্বদেহ পাইয়া ও রত্নালঙ্কারাদ্দিারা বিভূষিত হইয়া ললিতার সহিত মিলিত হইল এবং তাহারা বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ গন্ধর্ব্ব-লোকে গমন করিল।

হে মহারাজ দিলীপ! এই ব্রত যত্নসহকারে সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণের হিতকামনায় এই ব্রতকথা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহা ব্রহ্মহত্যাদি পাপবিনাশক এবং পিশাচত্ব বিমোচক। ইহা হইতে ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ কোন ব্রত নাই। এই ব্রতকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

কমলা একাদশী

(পুরুষোত্তম মাস-অন্তর্গত)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবান্! বিষ্ণুব্রতের মধ্যে এমন কোন্ ব্রত আছে, যাহা ব্রতীগণের পক্ষে সর্ব্বপাপ-নাশক ও অশেষ কল্যাণদায়ক, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। হে জনার্দ্দন! পুরুষোত্তম-মাসের (অধিমাসের) মহিমা কি, ও কি বিধান-অনুসারে কোন্ দেবতার পূজা বিধেয়, তাহার ফল কিরূপ, ইহা বিশেষভাবে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অশেষ পাপনাশক পুরুষোত্তম মাসের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মাসে কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী—'কমলা' নামে বিখ্যাত। ইহা সর্ব্বতিথি-মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এই একাদশীব্রত প্রভাবে লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া প্রাতঃস্নানান্তে যথানিয়মে একাদশীর অনুষ্ঠান করিবে। গৃহে শ্রীহরির গুণগান যে-পরিমাণে জপ করিবে, নদীতে তাহার দ্বিগুণ, তীর্থে শতবার, গোষ্ঠে সহস্রবার, তুলসীর নিকট লক্ষবার এবং বিষ্ণুর সম্মুখে অসংখ্য-বার জপ করিবে। আমি এ বিষয়ে একটি পুরাতন উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অবন্তীনগরে বিশ্বকর্ম্মা নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ-পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র 'জয়শর্ম্মা' কোন দোষে পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দূরদেশে এক বনে বাস করিতেন। তিনি কোন সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রিবেণীতে স্নানাদি কার্য্য শেষে ক্ষুধায় কাতর হইয়া

তিনি মলিন বদনে মুনিগণের আশ্রম অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে তিনি হরিমিত্র নামে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইদিন 'কমলা' একাদশী তিথি ছিল। তিনি মুনির নিকট সেই একাদশীর মহিমা শ্রবণ করিয়া ব্রতপালন করিলেন। তাঁহার ব্রতোপবাসে সন্তুষ্ট হইয়া নিশীথে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'হে দ্বিজবর! ভক্তির সহিত কমলা-একাদশী ব্রতপালনে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া আমি বরদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি।' তখন জয়শর্ম্মা বলিলেন,—আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কেনই বা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? আপনি কি ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী, না শঙ্করের প্রিয়তমা পার্ব্বতী? দেবী বলিলেন, —'আমি বৈকুণ্ঠ হইতে পরমকৃপালু শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া আসিয়াছি। হে দ্বিজবর! ব্রতানুষ্ঠান হেতু তোমার অধীনা হইয়াছি। তোমার বংশে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে কমলে! সত্যই যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে এই ব্রত-মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণন করুন, যাহাতে দ্বিজগণ ব্রতকথায় প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইতে পারেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—'এই ব্রতমাহাত্ম্য পরম সুখকর এবং অতিশয় পবিত্র; সুতরাং সকলেরই তাহা সযত্নে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। পরম ভক্তিসহকারে ইহার শ্রবণ করিলে সদ্য কোটি কোটি মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। পক্ষিগণের মধ্যে যেমন গরুড়, নদী মধ্যে যেমন গঙ্গা, তিথি মধ্যে যেমন একাদশী, সেইরূপ মাসের মধ্যে এই পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। অদ্যাপিও দেবতাগণ ভারত-ভূমিতে জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। যাঁহারা ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুর জপ করেন, ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাঁহাদিগকে পূজা করেন। যাঁহারা নামপরায়ণ, হরিকীর্ত্তন-তৎপর ও হরিপূজাপরায়ণ, এই কলিযুগে তাঁহারাই একমাত্র কৃতার্থ।

একাদশীতে নিরাহারে অবস্থান করিয়া পরদিন দ্বাদশীতে পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ-দ্বারা পারণ করিবে। একাদশীদিনে ভগবানের সম্মুখে কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাদি পাঠদ্বারা রাত্রিকালে জাগরণপূর্ব্বক দ্বাদশীদিনে প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীগদাধরের অর্চ্চনাদি সমাপ্তি করিয়া 'হে কেশব! এই অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনের ক্ষুদ্র ব্রতানুষ্ঠানে তুষ্ট হইয়া তুমি জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান কর।'—এইরূপে ভগবানের নিকট দৈন্যভাব নিবেদন করিবে। অতঃপর ভক্তদিগের ভোজনান্তে ভগবানের চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণের সহিত পারণ করিবে। এইভাবে নিষ্ঠার সহিত একাদশীব্রত পালনে দুর্ল্লভ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এইরূপে লক্ষ্মীদেবী বরপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর সেই বিপ্র ধনশালী হইয়া পুনরায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,—হে রাজন্! যিনি এই উত্তম কমলা-ব্রত উদ্‌যাপন ও ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন।

কামদা একাদশী

(পুরুষোত্তম মাস-অন্তর্গত)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জনার্দ্দন, হে প্রভো! আমি বহু ধর্ম্ম ও ব্রতের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু একাদশীর সমান অন্য কোন ব্রত আছে বলিয়া জানা নাই। পুনরায় পুরুষোত্তম মাসের সর্ব্বপাপনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লপক্ষীয়া 'কামদা'* একাদশীর কথা আমার নিকট বর্ণন করুন। যাহা শ্রবণ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভূপাল! মোক্ষসুখ-দায়িনী ও সর্ব্বপাপহারিণী এই 'কামদা' একাদশীর কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

এই একাদশী ভগবান্ বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়তমা, সেজন্য ইহা পরিত্যাগ না করিয়া অতি যত্নের সহিত এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে, কারণ ইহা ব্রতকারিগণকে কীর্ত্তি, সন্তানের নিরোগতা ও বিত্তাদি প্রদান করিয়া থাকে।

হে রাজন্! যাঁহারা পরমশ্রদ্ধা ও যথাযথ নিয়ম সহকারে 'কামদা'-ব্রত পালন করিবেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কাঁহারা জীবন্মুক্ত ও বিষ্ণু-স্বরূপ, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যাঁহারা যথাবিধি ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করিবেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত ও বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধালু হইয়া 'কামদা' একাদশী নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে, ঐহিক ও পারত্রিক সকল বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! এই পবিত্র একাদশী মানবের মহাপাতকনাশিনী এবং ভুক্তি-মুক্তি ফলপ্রদায়িনী। এই একাদশীতে সৌরভযুক্ত কুঙ্কুম, ধূপ, এবং বিবিধ উত্তম নৈবেদ্যাদি-দ্বারা ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের অর্চ্চন করিবে। দশমীতে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ ও আমিষভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। একাদশীদিনে উক্ত নিয়মাদি পালন করিয়া নিরাহারে ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের পূজা করিবে। হে রাজন্! যাঁহারা এইসমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে 'কামদা'-একাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন।

---

* চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশী 'কামদা'-নামে অভিহিত; আবার পুরুষোত্তম মাসের শুক্লা একাদশীও কামদা নামে খ্যাত, ইহাতে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৯শ অধ্যায়ে বর্ণনানুসারে বর্ত্তমান গ্রন্থে লিখিত হইল।

অষ্ট মহাদ্বাদশী

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীসূত-শৌনক সংবাদে অষ্ট-মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে,—

উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরস্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ॥

হে দ্বিজ! উন্মিলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই অষ্ট-মহাদ্বাদশী মহাপবিত্রা ও নিখিল পাপহরা। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী তিথিযোগে এবং অবশিষ্ট চারিটী নক্ষত্রযোগে উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্বাদশী সর্ব্বপাপ প্রশমন করেন।

উন্মিলনী প্রভৃতি দ্বাদশীসকল অতিশয় পুণ্যবর্দ্ধিনী, বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হইলে উহারা অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই সকল দ্বাদশীর মাহাত্ম্য না বুঝিয়া যাহারা উক্ত তিথিতে ব্রতোপবাসে রত না হয়, তাহারা অমৃত লাভ করিয়াও উহা হইতে বঞ্চিত হয়। ধর্ম্মস্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীহরি একাদশীরূপে বিরাজ করেন। ব্যঞ্জুলী ও উন্মিলনীব্রত তাঁহার শরীরতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পুরাণ-বিদ্‌গণ যে অষ্ট-দ্বাদশীর বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিমাত্রও অবহেলিত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যসকল ধ্বংস হইয়া যায়। পদ্মপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবানের উক্তিতে দেখা যায় যে, যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়, তাহারা ভগবৎ-আজ্ঞায় মহাপ্রলয় যাবৎ যমপুরীতে বাস করে। সুতরাং সকল আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ একাদশী তথা মহাদ্বাদশী তিথিসমূহের আগমনে যথাবিধি সম্মান প্রদান করিলে একদিকে যেরূপ অবাঞ্ছিত দুঃখদুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভ হইবে, অপরদিকে নিত্যমঙ্গল লাভের পথে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন।

উল্লিখিত এই অষ্ট-মহাদ্বাদশী ছাড়াও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আরও দুইটি দ্বাদশীব্রত-উপবাসের উল্লেখ দেখা যায়। উহারা 'শ্রবণ-দ্বাদশী' এবং 'গোবিন্দ-দ্বাদশী'-নামে কথিত। ইহাদের পরিচয় ও মাহাত্ম্য ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

উন্মিলনী মহাদ্বাদশী

"একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে কলামাত্রও বৃদ্ধি পাইলে অথচ দ্বাদশীর পরদিবস বৃদ্ধি না হইলে তাহাকে উন্মিলনী মহাদ্বাদশী বলা হয়।" এরূপ হইলে দ্বাদশী-তিথিতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণে এই মহাদ্বাদশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, একসময় শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের রাজভবনে মুনিবর গৌতম সমাগত হইলে, প্রফুল্লিত রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে বিপ্রবর! যে বৈষ্ণব-ব্রতের অনুষ্ঠানে পুনরায় আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় না এবং হরিলোক লাভ করিয়া পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই নিখিল-কামদ বৈষ্ণবব্রত সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।' তদুত্তরে শ্রীগৌতম বলিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালে সর্ব্বদেবতার দেবতা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমার ভক্তিতে প্রীত হইয়া আমাকে স্বয়ং উন্মিলনী-ব্রতের যে উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি। ত্রিভুবনের যাবৎতীর্থ, যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা এই উন্মিলনী-ব্রতের কোটি অংশের এক অংশেরও তুল্য নহে। হে রাজর্ষে! যে মাসে উন্মিলনী তিথির উদয় হয়, সেই মাসে প্রভুর যে নাম কথিত আছে, সেই নামোল্লেখ করিয়া যথাবিধি গোবিন্দকে পূজা করিতে হইবে।

"দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন॥
শোক-মোহ-মহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈরপি।
তথাপি মাং জগন্নাথ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥
আর্ত্তস্য মম দীনস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী।
দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধর॥"

হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে মহাপুরুষ! হে পূর্ব্বজ! হে সুব্রহ্মণ্য! হে পুণ্যকীর্ত্তি-বিবর্দ্ধন! আপনাকে নমস্কার। আমাকে শোক, মোহ ও মহাপাতকস্বরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন। আর্ত্ত ও দীন আমাকে আপনার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি-প্রদান করুন। ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।' এইরূপে অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া নৈবেদ্য, স্তব-স্তুতি, আরাত্রিক, গীত ও নৃত্যদ্বারা প্রভুকে তুষ্ট করিতে হইবে। রাত্রি-শেষে ব্রতকৃত্য শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিতে হইবে—তাহা হইলে ব্রত পূর্ণ হইয়া থাকে।

এইপ্রকারে উন্মিলনী-ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রতী উহার প্রভাবে ধনবান্, দীর্ঘায়ু, পুত্রবান্ ও বিদ্বান্ হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এই ব্রতসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্রতে সকল দান, হোম প্রভৃতি অক্ষয় হইয়া থাকে। এবং যে পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠান না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবশরীরে সকল পাতক অবস্থান করিয়া যমযন্ত্রণা প্রদান করে।

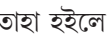

ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী

অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশী পূর্ণা হইলে এবং দ্বাদশীও পূর্ণা হইয়া তৎপরদিন ত্রয়োদশীতে কিছু অংশ থাকিলে উক্ত দ্বাদশী 'ব্যঞ্জুলী' নামে কথিতা হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় একাদশী বর্জ্জন করিয়া উক্ত দ্বাদশীতেই উপবাস করণীয়। পরদিবস দ্বাদশীমধ্যেই পারণ করণীয়, ত্রয়োদশীতে পারণ নিষেধ।

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে এইব্রতের মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যঞ্জুলী দ্বাদশী-ব্রত শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সহস্র অগ্নিষ্টোমহইতে অধিক; আবার একটি বাজপেয় যজ্ঞ সহস্র-অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একটি পুণ্ডরীক সহস্র-বাজপেয় অপেক্ষা অধিক ফলবিশিষ্ট, একটি সৌত্রামণি সহস্র-পুণ্ডরীক হইতেও অধিক ফলদায়ক, একটি রাজসূয় সহস্র-সৌত্রামণি অপেক্ষা এবং একটি ব্যঞ্জুলীব্রত সহস্র-রাজসূয় যজ্ঞ অপেক্ষা প্রশস্ত। কলিকালে 'ব্যঞ্জুলী'—এই শব্দ উচ্চারণমাত্রেই অযুত-সহস্রজন্ম কৃত-পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

গুরুদেব প্রীত হইলে শ্রীহরিও প্রীত হন—সন্দেহ নাই। অতএব হরির প্রীতির জন্য সম্যক্ বিধানে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিতে হইবে। রাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিতোষণের জন্য গীতা, বিষ্ণু-সহস্রনাম ও শ্রীশুকদেব কথিত অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত যত্নসহকারে পঠনীয়। শ্রীহরির নিকট তৎবিষয়ক গীত, নৃত্য ও বাদ্যের অনুষ্ঠানে শ্রীহরি পরমতুষ্ট হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে যে,—ব্যঞ্জুলী-দ্বাদশী উপস্থিত হইলে গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরি নিজলোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত ব্রতকারিগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করেন। যমরাজ ব্যঞ্জুলীবিমুখ বিপ্রকে দেখিলে হর্ষিত হইয়া চিত্রগুপ্তসহ পরামর্শ করিয়া বলেন,—'এই মন্দাত্মা বিষ্ণুব্রত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অতএব ইহা আমার বশ্য। এক্ষণে ইহার পূর্ব্বকৃত সকল-পুণ্য মুছিয়া ফেল।'

ব্যঞ্জুলীব্রতের অনুষ্ঠানে সকল-ব্রত, অখিল তীর্থস্নান ও সর্ব্ববিধ দান ঘটিয়া থাকে। কাম, লোভ ও দম্ভপূর্ব্বকও কেহ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে ত্রিপুরুষকৃত পাতক ধ্বংস হয়। এই ব্রতসাধনে অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত, পূর্ব্বজন্ম বা ইহজন্মার্জ্জিত অখিল পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জুলী উপবাসই সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ—ইহাই সকল পণ্ডিতগণের মত।

ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী

প্রথমতঃ একাদশী ও তৎপরে সমস্ত দিন দ্বাদশী এবং রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহা 'ত্রিস্পৃশা'-নামে অভিহিতা হয়। হরির বিশেষ প্রিয় এই মহাপুণ্য-বিস্তারিণী তিথিতে সযত্নে উপবাস কর্ত্তব্য। ত্রিস্পৃশা-দ্বাদশী প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্বদিন একাদশীতে উপবাসী থাকিলে সেই পাপাগ্নিতে সকল কল্যাণ সম্পূর্ণ দগ্ধীভূত হইয়া যায়। এই ব্রতের পারণ ত্রয়োদশীতে কর্ত্তব্য।

পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার-বেদব্যাস-সংবাদে এই ব্রতের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীসনৎকুমার বলিলেন,—সর্ব্বপাপহারী ও মহাপাতকনাশিনী এই ত্রিস্পৃশা-নামক এই মহাব্রত সকামিগণের জন্য কামফলপ্রদ ও নিষ্কামদিগের জন্য মোক্ষপ্রদানকারী। হে মহামুনে! দেবদেব শ্রীহরি মোক্ষ-প্রদানের জন্যই তিথিবরা ত্রিস্পৃশাদেবীর উদ্ভব করিয়াছেন। এই ব্রত অনুষ্ঠিত না হইলে যাবতীয় আগম, নিখিল পুরাণ, কোটি কোটি তীর্থ, অসংখ্য ব্রত ও নিখিল দেবতার পূজা করিয়াও কোন ফল নাই।

পুরাকালে চক্রধর শ্রীহরি ক্ষীরসমুদ্রে শঙ্কর, ব্রহ্মা ও আমার নিকট সমুপস্থিত অন্যান্য প্রণত ব্যক্তিগণের সমীপে এই ত্রিস্পৃশাব্রতের বিষয় বলিয়াছিলেন। যাহারা বিষয়াসক্ত হইয়াও এই পবিত্র ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হন, শ্রীহরি তাহাদিগকেও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মুনিবর! কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে সোম কিংবা বুধবার সংযুক্তা ত্রিস্পৃশা হইলে উহা কোটিপাতক-বিনাশিনী হয়। মহেশ্বর ভৃগুবাক্যে ত্রিস্পৃশা-বাসরে উপবাস করায় হত্যাজনিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎফলে তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মকপাল ভূপতিত হইয়াছিল।

হে বিপ্রবর! বারাণসীতে ও প্রয়াগে মৃত্যু হইবার পর এবং গোমতীতে স্নান করিলে মুক্তি হয়—সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্রিস্পৃশা-বাসরে উপবাস করিলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তি লাভ হয়। একসময় শ্রীজাহ্নবী ভগবান্ শ্রীমাধবের নিকট রোদন করিতে করিতে স্বীয় অভিযোগ নিবেদন করিয়াছিলেন,—'হে হৃষীকেশ! কলিযুগে মনুষ্যেরা ব্রহ্মবধাদিজনিত পাপে ও কলিকলুষে লিপ্ত হইয়া আমার জলে অবগাহন করিবে। এইপ্রকারে তাহাদের শত শত পাপে আমার দেহ কলুষিত হইয়া দগ্ধ হইবে। ইহার উপায় কি?' তদুত্তরে শ্রীমাধব বলিলেন,—'হে গঙ্গে! শতকোটি তীর্থ হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞকোটি হইতেও যাহা প্রশস্ত, সাংখ্যযোগ হইতেও যাহার প্রাধান্য, তুমি সেই ত্রিস্পৃশাব্রত অনুষ্ঠান কর। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীর যোগে যে ত্রিস্পৃশা, উহাকে আসুরীক বলিয়া জানিবে। ঐ ত্রিস্পৃশা অসুর ও রাক্ষসদিগের পরমায়ুবর্দ্ধিনী ও বলবৃদ্ধিকারী; অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।' গঙ্গাদেবী তদনুসারে ত্রিস্পৃশা ব্রত পালন করিয়া কলিকলুষ হইতে মুক্ত হন।

হে মুনে! সাংখ্যশাস্ত্র-অবলম্বনে কামভোগরত বিষয়ানুরাগী কিংবা নিবৃত্তবিষয়ী এ সকলের পক্ষে মুক্তি সত্যই দুর্ল্লভ। সুতরাং এই মোক্ষদায়িনী ত্রিস্পৃশার অনুষ্ঠান কর।

পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী

অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপদে কিছুমাত্র থাকিলে তৎপূর্ব্বের দ্বাদশীর নামই পক্ষবর্দ্ধিনী। এমতাবস্থায় একাদশীকে বর্জ্জন করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। অশেষ কলুষচ্ছেদনী এই দ্বাদশী পরিত্যাগ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ নরকে অবস্থিতি ঘটে। যে মাসে পক্ষবর্দ্ধিনী হয়, শ্রীহরির সেই মাসের নামানুসারে তাঁহাকে ভক্তি-সহকারে পূজা করিতে হইবে।

''সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষামহানল।
নরকাগ্নি-প্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ॥
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোহস্তু তে॥''

—হে জগন্নাথ! আপনি এই সংসার-জলধির তরণী-স্বরূপ, পাপরূপ তৃণের জন্য মহানল, নরকাগ্নির প্রশমনকারী, জন্ম-মরণ-জরা-অপহারী। সুতরাং ভবসাগরে পতিত আমাকে আপনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন। হে পদ্মনাভ! আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার।'

এইরূপে শ্রীহরিকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য এবং সুস্বাদু রসময় ফলসমূহ অর্পণ করিতে হইবে। নির্ধন ব্যক্তিও বিশেষ যত্নসহকারে যথাশক্তি পক্ষবর্দ্ধিনী মহা-দ্বাদশীব্রত সাধন করিবেন। শ্রীহরি-বিষয়ক গীত ও নৃত্য-সহকারে রাত্রি জাগরণও উক্তদিনে কর্ত্তব্য। সকামদিগের দশসহস্র অশ্বমেধ তুল্য ফল এই ব্রতে অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

জয়া মহাদ্বাদশী

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ট-মান্ধাতা সংবাদে এই মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে 'পুনর্বসু' নক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহা সর্ব্বোত্তম 'জয়া' নামে কথিতা হইয়া থাকে। এই ব্রতোপবাসে দারুণ নরকভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিজয়া মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই মহাপবিত্রা দ্বাদশীকে 'বিজয়া' বলা হয়। ভাদ্রমাসের বুধবারে বিজয়াব্রত হইলে যাবতীয় ব্রত হইতে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হয়। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে এই ব্রতের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই তিথিতে স্নানে সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফললাভ হয়—পূজায় বর্ষকৃত পূজার ফল পাওয়া যায়—বারেকমাত্র জপে সহস্র জপের ফল অর্জ্জিত হয়। এই তিথিতে অনুষ্ঠিত দান, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, তপ ও উপবাস সহস্রগুণ ফলদায়ক।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হইলে উক্ত দ্বাদশী জয়ন্তী-নামে সংজ্ঞিতা হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, নিখিল পাপহরা ঐ তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিপূজন সহকারে ব্রত-উপবাস করিলে সপ্তজন্মসঞ্চিত সকল পাপ বিদূরিত হয়। সর্ব্বপুণ্য-ফলপ্রদ এই জয়ন্তীবাসর কাহারও জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত না হইলে তাহার অতীত সকল আয়ুষ্কাল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এই তিথিতে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।

''অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্॥
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুষ মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তি-ভয়াপহ॥''

—'হে মধুসূদন! আপনি বহু সহস্র অবতার গ্রহণ করেন, জগতে কেহই নাই যে আপনার অবতারসকলের গণনায় সমর্থ হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকটও আপনার স্বরূপ অজ্ঞাত। জননী-ক্রোড়স্থিত এরূপ আপনাকে আমি পূজা করি। হে দেব! হে ভবভয় অপহারিন্! আমার দুষ্কৃতি নাশপূর্ব্বক অভীষ্ট প্রদান করিয়া আমাকে করুণা করুন।' এই প্রকারে ভক্তিপূর্ব্বক জয়ন্তী মহাদ্বাদশী সমাধা করিলে কি নর, কি নারী সকলেই একবিংশতি কুল পরিত্রাণ করেন। সংক্ষেপেও হরিপ্রীতিকরী এই ব্রতের অনুষ্ঠানে মনের আকাঙ্ক্ষিত সকল ফল লাভ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন হইয়া থাকে।

পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে 'পুষ্যা' নক্ষত্রের যোগ হইলে উক্ত দ্বাদশী পাপনাশিনী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে এই ব্রতের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, মহাপুণ্য-স্বরূপিণী এই তিথিতে মহারাজ সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার ও গাধি শ্রীহরির উপাসনা করায় তাঁহার অনুগ্রহে সমগ্র ধরণীমণ্ডল লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রতোপবাসে সপ্তজন্মার্জ্জিত ঘোর কায়িক-বাচিক-মানসিক পাপ হইতে নিঃসংশয়ে মুক্তি হইয়া থাকে। পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা এই দ্বাদশীর উপবাসে সহস্র একাদশীর ফললাভ হইয়া থাকে। এই তিথিতে অনুষ্ঠিত স্নান, দান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন কিংবা দেবপূজা—সকলই অনন্তগুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষিগণ যত্নসহকারে অবশ্যই এই পাপনাশিনী ব্রত সাধন করিবেন। যাঁহারা কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহারা শ্রীহরির প্রীতিবিধান উদ্দেশ্যেই এই ব্রতোপবাস পালন করিবেন।

শ্রবণ-মহাদ্বাদশী

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে 'শ্রবণা'-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে শ্রবণ-মহাদ্বাদশী বলা হয়। ইহা বিশেষতঃ শ্রবণদ্বাদশী নামেই সুপরিচিত। এই তিথি আবার 'বিজয় দ্বাদশী' নামেও কথিতা হইয়া থাকে। পুনরায় একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা-নক্ষত্র এই তিনটি ঘটিলে তাহাই 'বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

স্কন্দপুরাণে এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, শ্রবণ-দ্বাদশীতে ভক্তিসহকারে হরিপূজা করিলে দশবর্ষ পূজার ফললাভ হয় এবং দান, হোম বা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে দেখা যায় যে, শ্রবণ-দ্বাদশীতে বুধবারের যোগ হইলে উহা অতীব-মহতী তিথি বলিয়া কথিতা হয়। ঐ দিনে শ্রীবামনদেবের পূজায় অভীপ্সিত সকল শুভকামনা পূরণ হইয়া থাকে। ঐ দিন নদীসঙ্গমে সর্ব্বতীর্থের সমাগম হয়। শ্রবণ-দ্বাদশীতে স্নান ও হরিপূজাপূর্ব্বক ব্রতোপবাসে অনায়াসে দ্বাদশ-দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে বিধিবৎ ব্রতোপবাস করিলে নিখিল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপুনর্ভবা পরমসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাকে সংসারে পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হয় না। এই ব্রতোপবাসে নিশ্চয়ই শ্বেতদ্বীপে গমন হইয়া থাকে।

গোবিন্দ-মহাদ্বাদশী

ফাল্গুন মাসের শুক্লা-দ্বাদশী-তিথিতে পুষ্যা-নক্ষত্র যোগ হইলেই তাহাকে গোবিন্দ-দ্বাদশী বলা হয়। গোবিন্দ-ভক্তি-প্রদায়িনী এই দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিলে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়া পুনর্জন্ম-নিবারিণী পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর-ব্রতপালন

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ'॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
ঊষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥
ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়॥

চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥
যাঁ'র নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁ'র যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যাঁ'র নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁ'র নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে॥
যাঁ'র নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যাঁ'র গুণ গায়॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে-প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা॥
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তন-আবেশে।
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে॥
"জয় কৃষ্ণ-মুরারি-মকুন্দ-বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর॥
এইমত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এ-সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তা'র মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর-ব্রতপালন

(ব্রতপারণে মহাপ্রসাদ-সম্মান-বিচার)

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম-সুকীর্ত্তনে,
দিবস-রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে,—"একমনে, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন॥
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ড-পরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ কথা।"
যথা তথা পড়ি' সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্ব্বথা॥
হেনকালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্ব্বভৌম-সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু-অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি' তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি',
মহাপ্রসাদ-সেবায় পারণ।
করি' হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন॥
"সর্ব্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ॥

এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা-শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা॥"
প্রভু বলে, 'ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ-পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিন নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনাম-রসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ-ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-ভোজন॥
অনুকল্প-স্থানমাত্র, নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত॥
পাপ-পুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত।
ভক্তি-অঙ্গ সদাচর, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী-কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণব-সঙ্গ ছাড়, একাদশী-ব্রত ধর,
নাম-ব্রতে একাদশী তবে॥
প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে। বিরোধ না কর কভু বুঝহ অন্তরে॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ। যে করে—নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ॥
যে-অঙ্গের যেই দেশ-কাল-বিধি-ব্রত। তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত॥
সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন। যাহে তেঁহ তুষ্ট, তাহা করহ পালন॥
একাদশী-দিনে নিদ্রাহার-বিসর্জ্জন। অন্য দিনে প্রসাদ-নির্ম্মাল্য সুসেবন॥
শ্রীনামভজন আর একাদশী-ব্রত। একতত্ত্ব নিত্য জানি' হও তাহে রত॥"

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

ভগবৎ-আবির্ভাব তিথিসমূহ—

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত

"বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্।
জানকী-হৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্॥"

(পদ্মপুরাণ)

যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের শরাসন ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং যিনি জানকীর হৃদয়ের আনন্দপ্রদ চন্দন-স্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর রঘুনন্দনকে বন্দনা করি।

'শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকা'য় রঘুনাথের জন্মোৎসব-প্রসঙ্গে দেখা যায়,—"চৈত্রশুক্লা নবমীতে যখন সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পঞ্চগ্রহ নিজ নিজ উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিলেন, বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিগত ছিলেন এবং সূর্য্য মেষরাশিগত হইয়াছিলেন, পুনর্বসু-নক্ষত্রযুক্ত সেই কালে আশ্চর্য্য গুণ-রূপ- বিভূতি-বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় মুখ্যতেজ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র রাক্ষস-কুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিবার জন্য অতি পবিত্র অযোধ্যারূপ যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে' রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুনরায় পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে শঙ্খ ও চক্র আর লক্ষ্মণকে শেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে নবদুর্ব্বাদলকান্তি ধারণপূর্ব্বক পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র দশরথ হইতে কৌশল্যার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—(লঘুভাগবতামৃত)।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি

চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। মধ্যাহ্নে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করেন। আমরা অগস্ত্য-সংহিতায় (২৮।১, ৩-৪) দেখিতে পাই—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো **রামঃ স্বয়ং হরিঃ**।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
চৈত্রশুক্লা তু নবমী পুনর্ব্বসুযুতা যদি॥
তেন **'মধ্যাহ্নযোগেন'** মহাপুণ্যতমা স্মৃতা।

অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ভগবান্ হরি রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমী পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে শ্রীরামনবমী বলা হয়। উহা কোটিসূর্য্য-গ্রহণ অপেক্ষা অধিক ফলদায়িনী হয়; তন্মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে যদি উক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে উহা মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে।

শ্রীরামনবমী-ব্রত পালন-অপালনের ফলাফল

পালনে যথা—

মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরাম-নবমীব্রতম্।
ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বে কৃত্বৈবং নবমীব্রতম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

(অঃ সং ২৭।৩৬-৩৭)

অর্থাৎ যাহারা মুক্তি কামনা করে তাহারাও, অধিক কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত সকলে, এমন কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও এই শ্রীরামনবমী-ব্রত পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে এই রামনবমী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ও সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

অপালনে, যথা—

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমী-দিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে **কুম্ভীপাকেষু** পচ্যতে॥ (অঃ সং ২৭।৯)

যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (অঃ সং ২৮।৮)

যে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য শ্রীরামনবমী দিন প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে উপবাস করে না, সে কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে। মূঢ়-বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ যদি রামনবমীতে ভোজন করে, সে ঘোর কুম্ভীপাক-নরকে পচিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবমাত্রেরই রাম-নবমী ব্রত পালন করা কর্ত্তব; অকরণে প্রত্যবায়, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

'শ্রীরামনবমী'-ব্রতমাহাত্ম্য

অগস্ত্য সংহিতায় কথিত হইয়াছে,—শ্রীরামনবমী-ব্রত কোটি সূর্য্যগ্রহণের অপেক্ষাও অধিক; মহাপবিত্র ঐ দিনে ভক্তিসহ শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিলে তাহা সংসার-মুক্তির কারণ হয়। যিনি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামনবমীতে উপবাস করেন, তিনি আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন না। পরন্তু তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত রূপে পরিগণিত হন। মানব ভক্তিসহ একটীমাত্র শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস করিয়া কৃতকার্য্য ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। অতএব সকলে সর্ব্বভাবে কায়-মনো-বাক্যে এই শ্রীরামনবমী-ব্রতোপবাস করিয়া সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-কালে 'দণ্ডক'-অরণ্যে মুনিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া যখন তাঁহাকে পতি-রূপে লাভের বাসনা করেন, তখন একপত্নী ব্রতধারী ভগবান্ তাঁহাদের সেই বাসনা পূরণের জন্য বহুবল্লভা-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়া গোপীরূপে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন। সুতরাং শ্রীরামনবমী-ব্রতোপবাস দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সন্তোষ বিধান করিলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

'শ্রীরামনবমী' ব্রতকাল-নির্ণয়

নবমী **চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা** বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ **দশম্যামেব পারণম্**॥

(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত অঃ সংহিতা ২৮।১৪)

অর্থাৎ, বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ **অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া** নবমীতে উপবাস এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। **এস্থলে দশমীতে পারণের প্রতি জোর দৃষ্ট হয়**। অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর উপবাস অষ্টমীবিদ্ধা হইলেও সেই বিদ্ধা দিবসেই বৈষ্ণবগণেরও উপবাস কর্ত্তব্য। **কিন্তু একাদশীর উপবাসে বাধা না ঘটিলে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কোনপ্রকারেই উপবাস হইবে না।** তজ্জন্য হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯১)

অর্থাৎ উক্ত নবমী তিথি যদি ক্ষয় হয়, তবে সে-নবমী যখন অষ্টমী-বিদ্ধা হইয়া থাকে, তথাপি সেই তিথিকে বৈষ্ণবগণ পর্য্যন্তও নিঃসংশয়ে উপবাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যেহেতু দশমীতে পারণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীরামনবমী-ব্রতবিধি

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমীতে সংযতচিত্ত থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দন্তধাবনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা আদি সকল কর্ম্ম শীঘ্র সমাধান করিবেন। তৎপশ্চাৎ মন্দিরে ভগবানের নিকট ব্রতোপবাস-পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন;—

'উপোষ্যা নবমী ত্বদ্য যামেষ্বষ্টাসু রাঘব।
তেন প্রীতো ভব ত্বম্ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে॥"

অর্থাৎ হে রাঘব, অদ্য আমি অষ্টপ্রহর নবমী উপবাস করিব। এই ব্রতদ্বারা আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। হে শ্রীহরি আমাকে সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন।

অতঃপর সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ বা চিত্রপট বিচিত্র পত্র-পুষ্পদ্বারা সাজাইয়া শ্রীরাম-নবমী ব্রত-মাহাত্ম্য, দিব্য রামকথা ভক্তগণসহ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নে ভগবানের জন্মলীলা স্মরণ করিবেন। জন্মভাবন-বিধি—

"উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দ্রৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।
নিদর্গ্ধুং নিখিলঃ পলাশ-সমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥"

অর্থাৎ, "চৈত্রশুক্লা নবমীতে যখন সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, এবং শনি এই পঞ্চগ্রহ নিজ নিজ উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিলেন, বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিগত ছিলেন এবং সূর্য্য মেষরাশিগত; পুনর্বসু-নক্ষত্রযুক্ত সেই কালে আশ্চর্য্য গুণ-রূপ-বিভূতি-বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় মুখ্যতেজ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র রাক্ষস-কুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিবার জন্য অতি পবিত্র অযোধ্যারূপ যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

এইরূপ বিভিন্ন স্তবস্তুতি-দ্বারা ভগবানের মহিমা সংকীর্ত্তন-মুখে তাঁহার বিশেষ পূজাভিষেক, পুষ্পাঞ্জলি এবং ভোগ নিবেদন করিবেন। নিরলসভাবে প্রহরে প্রহরে ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে দিব্য ভগবৎকথায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিবেন।

পরদিবস প্রাতে নিত্যকর্ম্ম সমাপণ করিয়া যথাবিধি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে অর্চ্চন করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি সহকারে ভক্তগণ সহ মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত

প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যা-বিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥"

—শ্রীশ্রীধর স্বামী

'যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান্ এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যা-বিদারক, যাঁহার শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অঙ্গকান্তি, সেই সিংহবদন শ্রীহরিকে বন্দনা করি।'

বৈশাখে শুক্লা চতুর্দ্দশী মহাতিথিতে সায়ংকালে প্রহ্লাদের প্রতি নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া পরমপুরুষ হরি তৎক্ষণাৎ ত্রাস-সৃষ্টিকারী অতিভীষণ শব্দে সকলকে চমকিত করিয়া লীলাবেশে স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগমবাক্য)। সুতরাং 'নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী' বলিতে বিশেষতঃ প্রহ্লাদ-পালক ও হিরণ্যকশিপু-নাশক শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবকেই বুঝায়, যদ্যপি পদ্মপুরাণাদিতে বিবিধ বর্ণ, আকৃতি ও চেষ্টাবিশিষ্ট ভগবান্ নৃসিংহদেবের বর্ণনা দেখা যায়।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রতোপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য

বৃহন্নারসিংহ-পুরাণে প্রহ্লাদের প্রতি স্বয়ং শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখবাক্যেই এই ব্রতোপবাসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,—'হে প্রহ্লাদ! ভবভয়ভীত মানবকুলের প্রতিবৎসরই এই অতি গোপ্য ব্রতরাজ চতুর্দ্দশীব্রতের অনুষ্ঠান করা উচিত। আমার এই বিশেষ দিন জানিয়াও যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, তাহাকে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল যাবৎ নিরয়-বাস করিতে হয়। মানবমাত্রই

এই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকারী, বিশেষতঃ আমার ভক্তগণ এবং আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।'

ব্রত-মাহাত্ম্য

উক্ত পুরাণেই এই ব্রতোপবাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, পুরাকালে অবন্তী-নগরে বসুশর্ম্মা নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোনরূপ দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া তিনি নিয়মিত সকলপ্রকার বৈদিক ক্রিয়ায় রত থাকিতেন। তজ্জন্য দেবতাগণ তাঁহার প্রতি যার পর নাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। অপরদিকে সুশীলা-নামা তাঁহার পত্নী সদাচার এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে সুবিদিতা ছিলেন। তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে পাঁচটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল—তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত সকলেই পিতৃভক্ত, সদাচারসম্পন্ন এবং সুবিদ্বান ছিলেন।

কেবল 'বসুদেব'-নামক সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রই ছিল ব্যতিক্রম-ধর্ম্মী। সে এক বেশ্যায় আসক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মদ্যপান ও বিভিন্ন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে লাগিল। তজ্জন্য কোন প্রকার অধ্যয়নও তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। পরবর্ত্তীকালে সেই বিলাসিনীর গৃহই তাহার নিত্য বসতিস্থলে পরিণত হইল।

একদিন কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড কলহের সূত্রপাত হইল। তাহাতে উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কিছুই না খাইয়া সমগ্র রাত জাগিয়া থাকিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই দিনে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি ছিল। সুতরাং অজ্ঞানতা-বশেও বহুপুণ্যদ সেই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান হওয়ায় তাহাদের দেহশুদ্ধি ঘটিল। উক্ত বেশ্যা সেই ব্রত করিয়া ত্রিভুবনে সুখচারিণী, এমনকি শ্রীনৃসিংহদেবের প্রিয়পাত্রী পর্য্যন্ত হইল। এবং সেই বেশ্যাসক্ত বসুদেব—ভগবান্ শ্রীনরহরির প্রতি উত্তমা ভক্তি লাভ করিল এবং প্রহ্লাদ-নামে ভুবন-বিখ্যাত হইয়া বৈষ্ণব-মহাজন-রূপে পরিগণিত হইলেন।

এই ব্রত করিয়াই দেবগণ দেবলোকে আনন্দ ভোগ করেন। ব্রহ্মা এই উত্তম ব্রতের প্রভাবেই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। মহেশ্বরও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের অনুগ্রহে ত্রিপুর (ময়দানব-নির্ম্মিত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহের পুরত্রয়) বিনাশে সফল হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু দেবতা, প্রাচীন ঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই ব্রতের প্রভাবে স্ব-স্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই ব্রতের মহিমা ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধ।

এই ব্রতের অনুষ্ঠানে আর কখনও সংসারে আসিতে হয় না ; পুনরায় পুত্রহীনের ভগবদ্ভক্তি-যুক্ত পুত্রলাভ, দরিদ্র-ব্যক্তির ধনলাভ, তেজস্কামীর তেজোলাভ, আয়ুস্কামীর আয়ুলাভ, রাজ্যাকাঙ্ক্ষীর রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের জন্য এই ব্রত সচ্চরিত্র-পুত্রদায়ক, সৌভাগ্য-জনক, অবৈধব্যকর, পুত্রশোকনাশন, ধন-ধান্যপ্রদ ও পতিপ্রিয়কর। সকল নর ও নারীই এই ব্রতের প্রভাবে সুখলাভ ও পরিশেষে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এই ব্রতের এতই মহিমা যে স্বয়ং ভগবান্ কিংবা শিবঠাকুরও তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ব্রহ্মা আজীবন চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তন করিয়াও এই ব্রতের অনন্ত মহিমা শেষ

করিতে সমর্থ হন না। এই ব্রতানুষ্ঠান-প্রভাবে পাপাসক্ত ব্যক্তিগণেরও মতি বিকর্ম্মে যায় না। মহাত্মাগণের এই ব্রতাচরণে সহস্র-দ্বাদশীফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতবিষয়ের শ্রবণেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিধ্বংস হয় এবং কীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

ব্রতোপবাস কাল-নির্ণয়

স্বাতীনক্ষত্র, শনিবার এবং সিদ্ধিযোগ—এই সকলের সমন্বয়ে শ্রীনৃসিংহ- চতুর্দ্দশী-ব্রত হইলে উহা কোটীহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট করে। পুনরায়, মঙ্গলবারে উক্ত চতুর্দ্দশী হইলে সেই ব্রতানুষ্ঠান নিখিল পাপহর হইয়া থাকে। উক্ত যোগসকল না ঘটিলে কেবলমাত্র শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিতে হইবে। কিন্তু ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপরি উক্ত যোগসকল ঘটিলেও সে-দিনে উপবাস করা বৈষ্ণবের উচিত নহে।

শ্রীনৃসিংহ-ব্রতোপবাস-বিধি

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বদিনে যথারীতি সংযতভাবে থাকিয়া ব্রতদিবসে প্রাতঃকালে দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রতের নিয়ম গ্রহণ করিবেন;—

"শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয়॥"

অর্থাৎ, 'হে শ্রীনৃসিংহ, অদ্য আমি তোমার ব্রত পালন করিব। হে মহাভীম, তুমি আমার প্রতি দয়া কর—এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাও।' এইরূপে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া ব্রতী নিরাহার থাকিয়া বৃথাবাক্য, পাপীগণের সহিত ভাষণ, স্ত্রী-সম্ভাষণ, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি বর্জ্জন করিবেন। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বা চিত্রপট সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করত তাঁহার সম্মুখে শাস্ত্র হইতে ব্রত-মহিমা, পবিত্র নৃসিংহ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং নাম-সংকীর্ত্তন করিবেন।

এইরূপে সমগ্র দিবস অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে যে-সময়ে, ভগবানের স্তম্ভ হইতে আবির্ভাব হইয়াছিল, সে-কাল উপস্থিত হইলে নাম সংকীর্ত্তন ও দিব্য স্তব-স্তুতি করিতে করিতে ভগবানের বিশেষ পূজাভিষেক করিবেন। ভগবচ্চরণে পুষ্পাঞ্জলি, কালোচিত দ্রব্যদ্বারা বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন, আরাত্রিক প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন করিবেন।

তদনন্তর নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি সহকারে নাম-সংকীর্ত্তন ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রভাতকালে স্নান করিয়া যথানিয়ম ভগবানের অর্চ্চন করিবেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ভগবৎচিন্তন করিতে করিতে সবান্ধব ভোজন করিবেন।

শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থাদিতে শ্রীবলদেব-প্রভু সম্বন্ধে ব্রত উল্লিখিত না হইলেও গৌড়ীয় মহাজনানুভব-বিচার-অনুসারে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীবলদেব-ব্রতোপবাস সাধকভক্তগণের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীগৌরাবতারে পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু; তাঁহার কৃপা বিনা শ্রীগৌরহরি তথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণকমল লাভ নিতান্তই অসম্ভব—"**হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়।**"

সুতরাং গৌড়ীয় মহাজনগণের নির্দ্দেশ অনুসারে সাধকভক্তগণ অতিযত্নের সহিত শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীবলদেব-প্রভুর আবির্ভাব-কালে ব্রতোপবাস-পালনদ্বারা তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন।

শ্রীবলদেব তত্ত্ব ও মহিমা

ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তথা শ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা অশেষ-বিশেষে কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উক্ত গ্রন্থের 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সেই সকল মহিমা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, তাঁহার মাহাত্ম্য, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব-তিথির মহিমা প্রভৃতি উপলব্ধি সম্ভব হইবে।

"'স্বয়ংরূপ' শ্রীগৌরকৃষ্ণের অভিন্ন 'স্বয়ংপ্রকাশ' শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুই 'মূল-সঙ্কর্ষণ'। তিনিই—'সঙ্কর্ষণ' এবং 'কারণাব্ধিশায়ি'-'গর্ভোদকশায়ি'-'ক্ষীরাব্ধিশায়ী' পুরুষাবতার-ত্রয় ও সহস্রফণাযুক্ত 'অনন্তদেব' বা 'শেষ'—এই বিষ্ণুতত্ত্ব-বর্গের মূল আকর বা অংশী।"

"শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণ প্রভু স্বয়ং বিষ্ণু-পরতত্ত্ব বস্তু; সুতারং সমান ধর্ম্মবশতঃ 'স্বয়ংরূপ' শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ। অর্থাৎ সমগ্র চিৎসত্তা বা শুদ্ধসত্ত্ব প্রাকট্য-বিধায়িনী 'সন্ধিনী'-শক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই—শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম।"

"**অতএব আগে বলরামের স্তবন। করিলে সে-মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥**" (চৈঃ ভাঃ অঃ ১।১৪)—"সাত্বত শাস্ত্রবিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বলরামের স্তব অর্থাৎ নাম- গুণানুকীর্ত্তন-ফলেই জীবের অবিদ্যা-জনিত অচেতন-'উপাধি' বা বন্ধন নষ্ট হয়। তখন শুদ্ধজীব শ্রীনিত্যানন্দ রামকে গুরুজ্ঞানে তাঁহারই আনুগত্যে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখী জিহ্বায় নিজ অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্ত্তন করিতে থাকেন।"

"যে সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীগুরুমুখে শ্রীঅনন্তের গুণচরিত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান করেন, শ্রীঅনন্তদেব তাঁহাদের সত্ত্বরজস্তমো-গুণময় হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি-কাল-সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা-জনিত সংসার শ্রীঘ্রই বিনাশ করিয়া ফেলেন।" সেহেতু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"**আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥**"

"রুদ্রের অন্তর্যামী—শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভু! পার্ব্বতী প্রভৃতির সহিত মহেশ শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভুকে নিজ অভীষ্ট-দেবতারূপে নিত্যকাল স্তবাদি-দ্বারা আরাধনা করেন (ভাঃ ৫।১৭।১৬-২৪ দ্রষ্টব্য)। অতএব যিনি মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর চরিত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, মহেশ ও পার্ব্বতী তাঁহাকে নিজ আরাধ্য-দেবতার সেবক-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি মহাসন্তুষ্ট হন।"

"**যাহারা শ্রীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ত্ব—শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া না জানিয়া তাঁহার ভোক্তৃত্ব অপসারণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট।**" "শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪ ও ৬৫ তম অধ্যায়ে এবং ৫ম স্কন্ধে ১৭ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে সকল জীবের সেব্যতত্ত্ব শ্রীবলরামের বা সঙ্কর্ষণের মহিমা প্রকশিত হইয়াছে। **তাঁহাতে যাঁহারা উদাসীন থাকে, তাহারা কখনও ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা নিজ মনোধর্ম-জাত মায়িক বিচারক্রমে অপ্রাকৃত বিষ্ণুতত্ত্বের আকর-স্বরূপ শ্রীবলরাম বা সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ।**" (শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ)।

'সন্ধিনী'-শক্তির অধিষ্ঠাতা শ্রীবলদেব-প্রভু হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সেবা-উপকরণ এবং সকল 'সেবক'-তত্ত্বের প্রকাশ। সুতরাং তাঁহার কৃপা বিনা শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। আবার, "**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**"—অর্থাৎ 'চিদ্‌বলহীন কেহ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না'—এই উপনিষদ্-বাক্যে দৃষ্ট হয়, জীব চিদ্‌বলের অভাবেই মায়াদ্বারা বশযোগ্য হইয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতত্ত্বের আকরস্বরূপ ও বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী-স্বরূপ এবং সর্ব্ব চিদ্‌বলের আধার-স্বরূপ সেই বলদেবপ্রভুর শরণাগত হন এবং তাঁহার নিকট হইতেই তিনি লব্ধচিদ্‌বল হইয়া গুণময় মায়া অতিক্রম করত 'নির্গুণ'-অবস্থা লাভ করেন এবং অভীষ্ট ভগবৎসেবা-লাভে কৃতকৃতার্থ হন। তজ্জন্য ভজন-চতুর ব্যক্তি মাত্রই বলদেব-পূর্ণিমায় সাদরে ব্রতোপবাস করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর প্রীতিবিধানে ব্রতী হন।

শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-লীলা

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে একোনবিংশ (১৯) অবতারে ভগবান্ শ্রীবলরাম ও বিংশ (২০) অবতারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব প্রথমে দেবকীদেবীর সপ্তম গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সাতমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—

''দেবক্যাং জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥''

(ভাঃ ১০।২।৮)

অর্থাৎ, 'দেবকীর উদরে 'শেষ'-নামক আমার যে-অংশ অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,—'আমার অংশ বলদেব। তাঁহাকে 'শেষ'-নামে বলা হয়, যেহেতু তাঁহারই নিজ অংশ 'শেষ'-দ্বারা তিনি পৃথিবী ধারণ করেন। **রোহিণী দেবী এই বলদেব-স্বরূপের নিত্য মাতা**। আমি দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইব বলিয়া তিনি পূর্ব্বেই সে-গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং শয্যা-আসন-স্বরূপ নিজ অংশ 'শেষ'কে তথায় স্থাপন করিয়া তিনি স্বয়ং নিজ মাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।'

শ্রীযোগমায়া শ্রীহরির আদেশে দেবকীদেবীর সেই সপ্তম গর্ভের সপ্তম মাসে (মাঘ-মাসে) উক্ত গর্ভকে শ্রীরোহিণী-গর্ভে স্থানান্তর করিলেন। শ্রীরোহিণী সেই কালে কংসের ভীষণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত শ্রীবসুদেবের দ্বারা প্রেরিতা হইয়া গোকুলে নন্দভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই-সময় তিনিও সপ্তম মাসের গর্ভবতী ছিলেন। একদা তিনি মধ্যরাত্রে গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার গর্ভ নিপাতিত হইল। ইহাতে তিনি বিলাপ করিতে থাকিলেন। তখন শ্রীযোগমায়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে শুভে, দুঃখ করিও না, দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হইয়া তোমার গর্ভে স্থাপিত হইল। এইজন্য তোমার এই পুত্রের নাম হইবে 'সঙ্কর্ষণ'।

শ্রীবলদেব শ্রীরোহিণী-গর্ভে সাতমাস অবস্থানের করিয়া সর্ব্বমোট চৌদ্দমাস গর্ভবাসের পর শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ-রূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীবলদেবের এই অগ্রজ-ভূমিকার কারণ-বর্ণিত হইয়াছে,—

''নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হঞা 'লক্ষ্মণ'। লঘুভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব—দুঃখের কারণ। স্বতন্ত্র-লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই। মৌন ধরি' রহেন লক্ষ্মণ, মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণ-অবতারে 'জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইলা নানা সুখ-আস্বাদন॥
রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ। অবতার-কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান। অংশাশীরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান॥''

শ্রীজীব-গোস্বামী-কৃত 'শ্রীগোপাল-চম্পূ'-গ্রন্থে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

''অত যোগমায়া রোহিণ্যাঃ সাপ্তমাসিকং গর্ভং স্রস্তং বিধায় দেবক্যাঃ তদ্বিধং তং (গর্ভং) তস্যাং নিযোজয়ামাস। ততশ্চ লব্ধসর্ব্বসময়-সম্পদ্দেশে চতুর্দ্দশে মাসি **শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রবণর্ক্ষে** সমস্তসুখ-রোহিণী রোহিণী গুণগণনয়া সুষমং সিতসুষমং সুতং সুষাব।''—অর্থাৎ, অনন্তর যোগমায়া রোহিণীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট করিয়া দেবকীর তাদৃশ সপ্তমমাসের গর্ভ তাহাতে যোজনা করিলেন। তাহার পর সমস্ত শুভসময়-সূচক সম্পত্তিদশাযুক্ত চতুর্দ্দশ মাসে শ্রাবণ মাসের প্রথমার্দ্ধে শ্রবণ-নক্ষত্রযুক্ত কালে (অর্থাৎ পূর্ণিমায়) সমস্ত সুখলাভ-কারিণী রোহিণী গুণগণ-সমন্বিত পরমসুন্দর শুভ্রবর্ণ একপুত্র প্রসব করিলেন।

''শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালি-লোচনং নবাব্দকেশং শরদভ্র-বিগ্রহম্।
ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী তত্তচ্চ যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ॥''

(গোঃ চঃ পূর্ব্ব ৩।৭০)

রোহিণীর গর্ভ হইতে যে-পুত্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার চন্দ্রের মত শ্রীমুখ, বিদ্যুৎপুঞ্জের মত নয়নজ্যোতিঃ, নব-জলধরের মত কেশ, শারদীয় মেঘের মত শুভ্রবর্ণ দেহ, সূর্য্যের মত তেজস্বী। এই সকল উপযুক্তই, কেন না সে যে দিব্যবালক (মূলসঙ্কর্ষণ)।

এই শ্রাবণ-পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই অষ্টমী তিথিতে পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণশশী শ্রীযশোদা ও শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভ হইতে অষ্টম মাসে যুগপৎ আবির্ভূত হন। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে মাত্র সাত দিনের অগ্রজ—এইজন্য উভয়ের একইসাথে গর্গমুনির দ্বারা নামকরণ, নন্দালয়-আঙ্গিনায় জানুচংক্রমণ (হামাগুড়ি-লীলা) প্রভৃতি দেখা যায়।

ব্রত-বিধি

একাদশী-ব্রতের পূর্ব্বদিবসে ও পরদিবসে ও একাদশী-দিনে যেপ্রকার বিধি-বিধান পালনীয়, সেইপ্রকারেই এই পূর্ণিমার পূর্ব্বদিবসে, ব্রতদিবসে ও পরদিবসে বিধিসকল পালন করিতে হইবে। ব্রত-দিবসে প্রাতঃকালীয় নিত্য কর্ম্ম ও সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর উপবাস-সহকারে শ্রীবলদেব-প্রভুর সুসজ্জিত চিত্রপট সম্মুখে তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া এইপ্রকার উপবাস-সঙ্কল্প লইবেন, যথা—'হে বলদেব প্রভু, হে কৃপাময়, আজ তোমার আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ব্রতোপবাস পালন করিব। তুমি আমাকে যথাশক্তি প্রদান করিয়া নিত্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কর।' তদনন্তর বলদেব-মহিমা, তাঁহার আবির্ভাবাদি-লীলা শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আলোচনা, মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এইপ্রকারে সায়ংকালে যথানিয়ম শ্রীবলদেব প্রভুর বিশেষ পূজাভিষেক, ভোগরাগ ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি সহ রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক প্রভাতে তাঁহার অর্চ্চনান্তে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

'জন্মাষ্টমী'-শব্দটী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বাসরেই প্রযোজ্য। সিংহরাশিগত সূর্য্যে, বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে, রোহিণী-নক্ষত্রে, বুধবারে, ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে অর্দ্ধনিশায় করুণালয় স্বয়ং ভগবান্ স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা সেই তিথি সকল মানবগণের নিত্য পালনীয়।

জাগতিক বিচারে 'জয়ন্তী'-শব্দ যে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রাবণী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হইলেই উক্ত সর্ব্বপাপহারিণী তিথিকে 'জয়ন্তী' বলা হইয়া থাকে।—"**রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম। 'জয়ন্তী' নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ**।।"(বিষ্ণুধর্ম্মবাক্য)। এই বিশেষ-তিথির 'জয়ন্তী' নামে সুপরিচিতা হইবার কারণ এই যে, সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই তিথিকে অবলম্বন করিয়াই ভূলোকে অবতীর্ণ হন। "**জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন সা স্মৃতা**"—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)। এই শ্রীজন্মাষ্টমী তাঁহার ব্রতপালন-কারীকে জয় ও পুণ্য প্রদান করে বলিয়াই ইহা 'জয়ন্তী' নামে কথিত হয়। সুতরাং এই 'জয়ন্তী'-শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে গোকুলে মাতা যশোদার গর্ভ হইতে গোপাল-রূপে যেমন জন্মগ্রহণ করেন, তেমনই যুগপৎ মথুরায় মাতা দেবকীদেবীর গর্ভ হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন।—'**গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা**।।' (হরিবংশ)। গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট জন্মাষ্টমী-তিথি—বিশেষতঃ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-রূপেই বিশেষ আদরণীয়।

শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতের উৎপত্তি

ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে এই ব্রতের উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—হে অচ্যুত, আমার নিকট জন্মাষ্টমী-ব্রত বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন—কোন্ সময়ে এই ব্রতের উৎপত্তি, কি ইহার ফল এবং বিধিই বা কিপ্রকার?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মথুরায় রঙ্গস্থলে কংস বধ হইলে, মল্লযুদ্ধ শেষ হইলে পর 'কুকুর' ও 'অন্ধক' বংশীয় জনগণ সকলে দেবকীদেবী ও শ্রীবসুদেবের নিকট গেলেন এবং অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহারা পরস্পর বহুদিন পর মিলিত হইলেন। সেই আত্মীয়-স্বজনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেবকী-বসুদেবের নিকট আমি গেলে তাঁহারা দুইজন আমাকে ও বলভদ্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীবসুদেব রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন,—"আজ আমার জন্ম সফল, আমি প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম, যেহেতু আজ আমার দুই পুত্রের সহিত মিলন হইল।" তখন সমস্ত জনগণ বসুদেব-দেবকীর আনন্দ-দর্শনে তাহারাও অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। আনন্দে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—

হে জনার্দ্দন, আমাদের আনন্দ আজই সম্পূর্ণরূপে উদিত হইল। দুষ্ট কংস বধ হইয়াছে। সুতরাং আমাদের সকলের আজ অত্যন্ত আনন্দ। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বৈকুণ্ঠ! যে-দিন দেবকীমাতা হইতে আপনার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ঐ দিনটী আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা আমাদিগের নিকট বলুন; আমরা ঐ দিনে মহোৎসব পালন করিব। হে কেশব, আমরা আপনার চরণে শরণাগত, সুতরাং প্রসন্ন হউন।

জনগণ এইরূপ বলিলেন পিতা বসুদেব আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া আমার ও বলভদ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'তোমরা এইসকল জনগণের ইচ্ছা পূরণ কর।' তখন আমি পিতার আদেশে জন্মাষ্টমী-ব্রতের বিষয় প্রকাশ করিলাম,—

'সূর্য্য সিংহরাশিতে অবস্থিত হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে মেঘাচ্ছন্ন অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্র বৃষরাশিতে 'রোহিণী' নক্ষত্রযুক্ত হইলে আমি বসুদেবের দ্বারা দেবকী হইতে নিজ ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করি। আমার ঐ জন্মদিবস-ব্রত ৮ বর্ষ বয়স হইতে ৮০ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সকলে পালন করুন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি অন্য ধর্ম্মের ব্যক্তিগণও সকলেই এই ব্রতানুষ্ঠান করুন। দেবী ভগবতীরও ঐ দিনেই মহোৎসব অনুষ্ঠান করুন। এই জন্মাষ্টমী-ব্রত প্রথমে মথুরায়, পরে সমস্ত জগতে প্রচারিত হইবে। ইহা শুনিয়া লোকগণ তদবধি জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিলেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতের মাহাত্ম্য

ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, —'হে পাণ্ডব! যে স্থানে মানবগণ বর্ণমালায় লিখিত আমার নাম বা চিত্রপটে অংকিত আমার শ্রীমূর্ত্তিকে চন্দনচূর্ণাদিতে চর্চ্চিত করিয়া ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমার পুণ্য-জন্মদিনে সর্ব্বদা পূজা করে, সে দেশে কখনও পরচক্রের ভয় থাকে না, যথা সময়ে বৃষ্টিপাত হয় এবং

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক প্রভৃতি ঈতিভয়েরও আশঙ্কা থাকে না। দেবকী-চরিত্র ও আমার জন্মবৃত্তান্ত যে গৃহে লিখিত থাকে এবং পূজিত হয়, সে-স্থানে সকল সমৃদ্ধির সমাগম হয় এবং কোনপ্রকার উপদ্রব থাকে না। কোন-প্রসঙ্গেও কেহ জন্মাষ্টমী-ব্রত অনুষ্ঠান করিলে নিঃসন্দেহে তাঁহার বিষ্ণুলোক লাভ হয়। হে পার্থ! নন্দগোপের আনন্দদায়িনী সেই শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি জীবগণেরও পরমানন্দ বিধান করে, তাহাদের পাপসকল তৎক্ষণাৎ হরণ করে। সুতরাং ঐ-দিনে নন্দ-যশোদাসহ তৎপুত্রের পূজা করিলে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।'

'জন্মাষ্টমী-বাসরে ভোজন করিলে ত্রিভুবনের যাবৎ পাপভোজনই হইয়া থাকে। তিলমাত্রও উদরপূরণে যমদূতগণের নিকট সেই ব্যক্তি তিল তিল করিয়া যাতনাপিষ্ট হয়। দ্বাদশীব্রতানুষ্ঠান করিলেও তাহার নরক হইতে উদ্ধার নাই।' জয়ন্তীব্রতে যিনি বিমুখ, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গোবধ, স্ত্রীবধ প্রভৃতি মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়—ইহলোক বা পরলোক কোথাও তাহার সুখ নাই। যে-নারী প্রতি বর্ষে এই পরমপবিত্র ব্রত পালন না করে, সে সর্প হইয়া বনবাস করে এবং উক্ত ব্রতবিমুখ নর ক্রূর-রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রত ত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্য ব্রতের সাধন করে, তবে সেই সেই ব্রতজনিত কোন পুণ্যই তাহার লাভ হয় না। নিজ ধনানুসারে এমনকি অল্পবিত্ত-ব্যয়েও এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে —নচেৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ নরকে বাস করিতে হইবে (বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ)।

'কলিযুগে যে-সকল ধন্য ব্যক্তি সর্ব্বপাপহারিণী শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-তিথিতে উপবাসী থাকিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, সংসারে তাহাদের কোনরূপ ভবভীতি থাকে না এবং তাঁহারা যে-স্থানে বাস করে, তথায় কলি অবস্থান করে না' (ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীসূতবাক্য)। 'কংসাদি অসুরগণের বিনাশের জন্য শ্রীহরি যে-দিনে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই পরমপবিত্র দিন সকল মঙ্গলের আলয়। সনাতন পুরাণ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভূতলে সেই সাক্ষাৎ অবতরণের মহাতিথি যে অনায়াসেই মুক্তিদানে সমর্থা, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই ব্রত-ধারণেই পরমমঙ্গল, ইহাই পরম-তপস্যা এবং ইহাই পরম-ধর্ম্ম' (ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশুক-জন্মেজয় সংবাদ)।

'শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানকারিণী। যাঁহারা উক্ত ব্রতানুষ্ঠান স্বয়ং করেন এবং অপরকেও করাইয়া থাকেন, লক্ষ্মীদেবী তাঁহাদের ঘরে অচলা হইয়া অবস্থান করেন। এই ব্রত-সাধনে যে ফল-লাভ হয়, উহার তুল্য বা অধিক ফল বেদে বা পুরাণেও দেখা যায় না—অর্থাৎ মোক্ষ-তুচ্ছকারী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পঞ্চম-পুরুষার্থ, যাহা শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে উক্ত ব্রতপালনে লাভ হইয়া থাকে।' 'যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীযমরাজ বিষণ্ণবদনে উক্ত ব্যক্তির পাপ-তালিকা মুছিয়া দেন। যিনি জন্মাষ্টমী-বাসরে দেবকীদেবীসহ শ্রীহরির আরাধনা করেন তিনি ভীষণ যমপথে না গিয়া বিষ্ণুর পরমপদে আশ্রয় লাভ করেন। উক্ত ব্রত কৃত হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মৃত্যুসময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়। অতএব হে নারদ! পরমমঙ্গল লাভ করিতে হইলে আমার আজ্ঞায় জয়ন্তীব্রত পালন কর' (স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ)।

জন্মাষ্টমী-ব্রতকাল নির্ণয়

গঙ্গাজলপূর্ণ কলসে বিন্দুমাত্র সুরা যুক্ত হইলে যেরূপ উহা বর্জ্জনীয় হয়, তদ্রূপ একপল মাত্রও সপ্তমীবিদ্ধা হইলে পবিত্রা অষ্টমীতিথি পরিত্যজ্যা হয় (পদ্মপুরাণ)[১]। তথাপি বহ্নিপুরাণাদি তামসিক শাস্ত্রে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীব্রত পালন করিবার যে বিধি বর্ণিত আছে, উহা অবৈষ্ণবগণ দেবমায়ায় মোহিত হইয়াই করিয়া থাকেন (যাজ্ঞবল্ক্য)[২]। দেববৃন্দ ও ঋষিবৃন্দ তাঁহাদের নিজ নিজ পদচ্যুতির আশঙ্কায় এইপ্রকার মোহজালের সৃষ্টি করিয়া শুদ্ধা অষ্টমী তিথিকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন (স্কন্দপুরাণ)[৩]। গৌতমীয়-তন্ত্রে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে,—সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীব্রত-উপবাসে পূর্ব্বার্জ্জিত নিখিল পুণ্য ক্ষয় হয় এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যাফলই ঘটিয়া থাকে এবং কোনওপ্রকার শুভফলের উদয় হয় না।

'সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী' বলিতে এইস্থলে 'সূর্য্যোদয়বিদ্ধ'-অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয়, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর একক্ষণও সপ্তমী থাকিলে উক্ত অষ্টমী সপ্তমী-বিদ্ধা-রূপে গণ্য হয়। একাদশী-ব্রতের ক্ষেত্রে 'অরুণোদয়-বিদ্ধত্ব' পরিহার্য্য, কিন্তু জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি অন্যান্য সকল তিথি 'সূর্য্যোদয়-বিদ্ধ' হইলেই পরিত্যজ্য[৪]। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-কৃত টীকায় উক্ত আছে—"**একাদশীতরাশেষ-তিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ**" অর্থাৎ, 'একাদশী' তিথির ক্ষেত্রে 'অরুণোদয়-বেধ'-নিয়ম প্রযোজ্য, অন্য সকল তিথির ক্ষেত্রে নহে—অন্য সকল তিথি রবির উদয়কাল হইতে আরম্ভ হইলেই তাহা সম্পূর্ণ হয়, অতএব সেস্থলে 'অরুণোদয়-বেধ' নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

শ্রাবণী (শুদ্ধা) অষ্টমীতে দিবারাত্র মধ্যে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ মুহূর্ত্তমাত্রও হইলে উক্ত পুণ্যা তিথিতে উপবাস করণীয়—(বিষ্ণুরহস্য)। বিশেষতঃ সেই রোহিণীযুক্তা অষ্টমী যদি বুধবার বা সোমবার অথবা নবমীযুক্তা হয়, তবে উহা কোটি কুলকে মুক্তিদান করে (পদ্মপুরাণ)। নবমীযুক্তা অষ্টমীতে (অর্থাৎ 'উমা-মাহেশ্বরী' তিথিতে) রোহিণীর যোগ না থাকিলেও ব্রত পালন করা যাইবে; কিন্তু উক্ত নক্ষত্রযুক্তা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কদাপি গ্রহণযোগ্যা নহে। **তিথি বিশুদ্ধ হইলে পরই বিভিন্ন যোগের বিচার আদরণীয়—নচেৎ নহে।**

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতপালন-বিধি

শ্রীএকাদশী ব্রতোপবাস-উপলক্ষে পূর্ব্বে দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই তিন দিবসে সাধারণভাবে যে ব্রতের নিয়মসমূহ কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এই জন্মাষ্টমী-ব্রতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে নিয়মসকল পালন করিতে হইবে। ব্রতদিবসে দন্তধাবনাদি সকল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

১। পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ। সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃ কলসং যথা॥
২। যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমী-ব্রতম্। অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া ॥
৩। পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতি-শঙ্কয়া। সপ্তমী-বেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্॥
৪। অরুণোদয়-বিদ্ধাস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ। জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥
(প্রমেয় রত্নাবলী)

সঙ্কল্পমন্ত্র— ''অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি দেবকীপুত্র অস্মিন্ জন্মষ্টমীব্রতে॥''

অর্থাৎ 'হে পরমেশ্বর দেবকীনন্দন, এই জন্মাষ্টমী-ব্রতে অদ্য নিরাহারে থাকিয়া আগামীকল্য ভোজন করিবে।' তৎপশ্চাৎ প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণকে তিল-জলদ্বারা স্নানাদি করাইয়া শিষ্টাচার-অনুসারে নূতন-বস্ত্রাদি সকল অর্পণ করিবেন।

এই ব্রত-উপলক্ষে শুদ্ধভক্তগণ নিরাহার থাকিয়া সমগ্র দিন ও রাত্র কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকেন। **''যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ''** (ভাঃ১১।৫।৩২)—'সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন'—এই ভাগবতীয় নির্দ্দেশ-অবলম্বনে তাঁহারা গ্রন্থরাজ 'শ্রীমদ্ভাগবত' অথবা শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থের দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা-বিষয়ক কথাসমূহ আলোচনা করেন। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এই দিনে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ হইতে রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবাদি লীলা আলোচনার জন্য বিশেষ উপদেশ করিতেন।

ব্রত উপলক্ষে ভগবন্মন্দির সামর্থ্যানুসারে বিচিত্র পত্র-পুষ্প ও বিভিন্ন বর্ণের কাগজ প্রভৃতি দ্বারা সাজাইবেন। সমর্থ হইলে গোপ-গোপীজন ও গাভীগণ-ব্যাপ্ত গোকুল চিত্রিত করিয়া তন্মধ্যে যশোদা-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ, নন্দবাবা, রোহিণীমাতা, বলদেব প্রভৃতি স্থাপন করিবেন।

অনন্তর মধ্য রাত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সহিত ভগবানের আবির্ভাব-লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চামৃত, দুগ্ধাদি এবং শুদ্ধ গঙ্গাজল-দ্বারা শ্রীযশোদা সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ-উপচারে স্নানাদি পূজা করিবেন এবং বিচিত্র পক্কান্নসমূহ, বিবিধ খাদ্যসমূহ, কালোচিত ফলসমূহ এবং তাম্বূল সমর্পণ করিবেন।

তৎপশ্চাৎ গীত, নৃত্যাদি সহিত ভগবানের বাল্যলীলাদি শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দে রাত্রি-জাগরণ করিবেন। জন্মাষ্টমীতে রাত্রি-জাগরণে আজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যায়। পরদিবস প্রভাত হইলে নিত্যকর্ম্ম সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া পারণ-উৎসব করিবেন।

জন্মাষ্টমীর পারণ-বিধি

পারণ-কালের নিয়ম এই যে, ব্রতোপবাসের পরদিবস তিথির অন্তে ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করণীয়। 'তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ' বলিতে তিথির ন্যায় নক্ষত্রও যখন সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন একযোগে বৃদ্ধি পায়, তখন সেই তিথি-নক্ষত্র-কাল-শেষে পারণ বুঝায়। সূর্য্যোদয়ের পরে নক্ষত্র আরম্ভ হইলে কিন্তু কেবল তিথি-অন্তে পারণ হইবে।

ভক্তগণ এই দিবস শ্রীনন্দ-মহারাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত ''শ্রীনন্দ-মহোৎসব''-লীলার স্মরণে চর্ব্ব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ্যাদির দ্বারা যথাশক্তি মহোৎসব যাজন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইয়া থাকেন।

শ্রীবামন-দ্বাদশী

''লব্ধ্বা বৈরোচনাদ্ভূমিং পদ্ভ্যাং দ্বাভ্যামতীত্য যঃ।
আব্রহ্ম ভুবনং ক্রান্তং বামনং তং নমাম্যহম্॥'' (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

'যিনি বিরোচন-নন্দন বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ-স্থান দানলাভ করিয়া দুই পদদ্বারা ভূর্লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীভগবান্ বামনদেবকে নমস্কার করি।'

এই কল্পে তিনবার বামনদেবের আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ তিনি 'স্বায়ম্ভুব' মন্বন্তরে বাস্কলি-নামক দৈত্যের যজ্ঞে এবং দ্বিতীয়তঃ 'বৈবস্বত' মন্বন্তরে ধুন্ধু-নামক অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। আর সর্ব্বশেষে এই 'বৈবস্বত' মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হন এবং তিনিই বলির যজ্ঞে গমন করেন। এই তিন বামনমূর্ত্তিই প্রতিগ্রহের জন্য ত্রিবিক্রম-রূপের প্রকাশ ঘটাইয়াছিলেন—(লঘু-ভাগবতামৃত)।

শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রতের কাল-নির্ণয়

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে,

''শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্॥
দ্বাদশ্যাং সবিতা তিষ্ঠন্মধ্যন্দিন-গতো নৃপ।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ॥'' (ভাঃ ৮।১৮।৫-৬)

'শ্রবণদ্বাদশীতে চন্দ্র শ্রবণস্থ হইলে, অভিজিদ্-মুহূর্ত্তে পরম শুভলগ্নে প্রভু অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। সেই সময় সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহগণ তাঁহার জন্মবাসরকে প্রশস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশী-তিথিতে সেইকালে সূর্যদেব দিনের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিলেন; এই দ্বাদশীকে 'বিজয়া-দ্বাদশী' বলা হইয়া থাকে।'

সুতরাং ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে, উক্ত দিনে উপবাসী থাকিয়া শ্রীবামনদেবকে পূজা করণীয়। কিন্তু দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হইলে কিংবা একাদশী ও দ্বাদশী—এই উভয়দিনেই শ্রবণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রীবামনদেবের পূজা করিতে হইবে।

শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রতমাহাত্ম্য

শ্রীবামনদ্বাদশী-ব্রতসাধনে ভগবান্ অভীপ্সিত সকল শুভকামনা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। শ্রীবরাহপুরাণে এই ব্রতমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, পুত্রহীন রাজা হর্য্যশ্ব পুত্রকামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তিনি উগ্রাশ্ব-নামে মহাবল-পরাক্রান্ত একপুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্ত্তীকালে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই ব্রতানুষ্ঠানে অপুত্রকের পুত্র, ধনার্থীর ধন, রাজ্যচ্যুতের রাজ্যসুখ লাভ হইয়া চরমে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ কোনপ্রকার জাগতিক প্রাপ্তির আশা কিংবা অপেক্ষা না করিয়াই কেবল হরি-প্রীতির জন্যই এইসকল হরিবাসর ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীবামন-ব্রতবিধি

ব্রতের **সঙ্কল্পমন্ত্র—**

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানন্ত শরণাগত-বৎসল॥"

অর্থাৎ, হে শ্রীবামনদেব, হে অনন্ত, হে শরণাগত-বৎসল এই শ্রীবামন-ব্রত-উপলক্ষে আমি একাদশীতে উপবাস থাকিয়া পরদিবস ভোজন করিব।'

সুতরাং এই ব্রতে একাদশী-ব্রতের ন্যায়ই উপবাস-বিধি। তবে উক্ত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে 'শ্রবণা'-নক্ষত্রের যোগ হইলে যে শ্রবণ-মহাদ্বাদশীর উদয় হইয়া থাকে, সেই দ্বাদশীতে তখন উপবাস কর্ত্তব্য। উপবাসের সহিত ভগবান্ শ্রীবামন দেবের চিত্রপট সুসজ্জিত করিয়া শাস্ত্র হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায় হইতে ২৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীবামনদেবের লীলা বর্ণিত আছে। সম্ভব হইলে শ্রীবামন-পুরাণ হইতেও তাঁহার কথা আলোচনীয়।

এই ব্রতের পরদিবস যথাবিধি ভগবান্ শ্রীবামনদেবের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত পূজা দ্বাদশী-মধ্যেই সম্পন্ন করিতে হইবে। অতি অল্প কাল দ্বাদশী থাকিলেও উক্ত পূজা দ্বাদশী-মধ্যে করণীয়; যদি রজনী থাকিতে দ্বাদশী ক্ষয় হয়, তবে ঐ পূজা রজনীতে দ্বাদশী-মধ্যেই কর্ত্তব্য।

এইপ্রকারে পূজা-সমাপনান্তে প্রভাতে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া অনন্তর স্বয়ং পারণ করিবেন।

শ্রীবরাহ-দ্বাদশী

দংষ্ট্রাঙ্কুশেন যোঽনন্তঃ সমুদ্ধৃত্যার্ণবাদ্ধরাম্।
তস্থাবেবং জগৎ কৃৎস্নং তং বরাহং নমাম্যহম্॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

'যে অব্যয় দেব দন্তাগ্র-দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগৎকে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীবরাহকে আমি নমস্কার করি।' এই কল্পে বরাহদেবের দুইবার আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথমে 'স্বায়ম্ভুব' মন্বন্তরে পৃথিবী-উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং পরে ষষ্ঠ 'চাক্ষুষ' মন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে জল হইতে আবির্ভূত হন। তিনি কখনও চতুষ্পাদ-মূর্ত্তি এবং কখনও বা নরবরাহ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, এবং কখনও তাঁহার মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণবরাহ) আবার কখনও তাঁহার চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ (অর্থাৎ শ্বেতবরাহ) হইয়া থাকে—(লঘু ভাগবতামৃতম্)।

বরাহ-দ্বাদশী-ব্রতকাল ও ব্রতবিধি

শ্রীবরাহপুরাণে এই প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে,—মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বরাহদ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্ববৎ বিধিমত একাদশীদিনে উপবাস করিয়া গন্ধ, পুষ্প নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিতে হইবে। শ্রীহরির অবতার-সকলের কীর্ত্তন ও মননপূর্ব্বক সমগ্র দিবস ও রাত্র অতিবাহিত করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় হইতে শ্রীবরাহাবতার-কথা আলোচ্য; শ্রীবরাহ-পুরাণ হইতেও সেই আলোচনা করা যাইতে পারে। পরদিন প্রভাতে শ্রীবরাহদেবের পূজা করণীয় এবং পূজান্তে বিষ্ণুভক্ত, বেদবিদ্যাবিশারদ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পূজার দ্রব্য দান করিতে হইবে।

শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ব্রত-মাহাত্ম্য

শ্রীবরাহদ্বাদশীর মাহাত্ম্য শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীদুর্ব্বাসা-ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—সংবর্ত্ত নামক ঋষির বেদাধ্যয়নরত পঞ্চাশ পুত্র একদা বনে গিয়া দেখিলেন, এক মৃগমাতা পাঁচটী মৃগশিশু প্রসব করিয়াই তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। মুনিপুত্রগণ তাহা দেখিয়া সদ্য প্রসূত সেই মৃগশিশুদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে সেইস্থানেই উহাদের মৃত্যু ঘটিল। দুঃখিতচিত্তে ঋষি-তনয়গণ পিতার নিকট গিয়া সকল ঘটনা বর্ণনাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করিলেন। সংবর্ত্ত ঋষি তদুত্তরে বলিলেন,—"আমার পিতা এক জীবহিংসক ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক আমি ছিলাম। এইজন্য তোমরা এইপ্রকার পাপকর্ম্মা হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া পাঁচবৎসর ব্রতাচরণ কর।"

ঋষিপুত্রগণ তদনুসারে বনে গমন করিয়া মৃগচর্ম্ম পরিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইভাবে একবৎসর গত হইলে রাজা বীরধন্বা মৃগয়ার্থ সেই বনে উপস্থিত হন। রাজা মৃগচর্ম্ম-পরিহিত সেই ব্রহ্মধ্যানরত ঋষিসন্তানগণকে মৃগজ্ঞানে হত্যা করিলেন। যখন বুঝিলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন, তখন রাজা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া গেলেন। রোদন করিতে করিতে তিনি মুনিবর দেবরাতের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া উপায় জানিতে চাহিলেন।

ঋষি-দেবরাত রাজাকে অনুতাপে অতিশয় কাতর দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন—"রাজন্ ভয় নাই, তুমি ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইবে। ধরিত্রী পাতালতলে নিমজ্জিত হইলে দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণু বরাহমূর্ত্তিতে যেরূপ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমাকেও এই পাতক হইতেও উদ্ধার করিবেন।" এই বলিয়া তিনি রাজাকে বরাহ-দ্বাদশী ব্রতের কথা উপদেশ করিলেন।

সেই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে রাজা ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইলেন। উপরন্তু নানাবিধ সুখভোগের পর মৃত্যুকালে সুবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া যখন স্বর্গে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন, তখন স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন। কিন্তু বিষ্ণুসেবকগণ ইন্দ্রকে বাধা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"দেবরাজ! বীরধন্বার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত তপোবল আপনার যথেষ্ট নাই।" লোকপালগণও বীরধন্বাকে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে এইপ্রকার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজা বীরধন্বা সত্যলোকে উপস্থিত হইলেন—যেস্থানে মৃত্যু কিংবা প্রলয়াগ্নি প্রবেশ করে না। যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ প্রসন্ন হইলে এরূপ ঘটনা বিচিত্র কিছু নহে। নারায়ণ-ব্রতের এক-একটী যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে যখন ইহজন্মে সৌভাগ্য, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও সম্পদ লাভপূর্ব্বক পরলোকেও অমৃত লাভ হয়, তখন যথার্থ ভক্তি-সহকারে ব্রত করিলে শ্রীনারায়ণ স্বীয় দাস্যপদ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

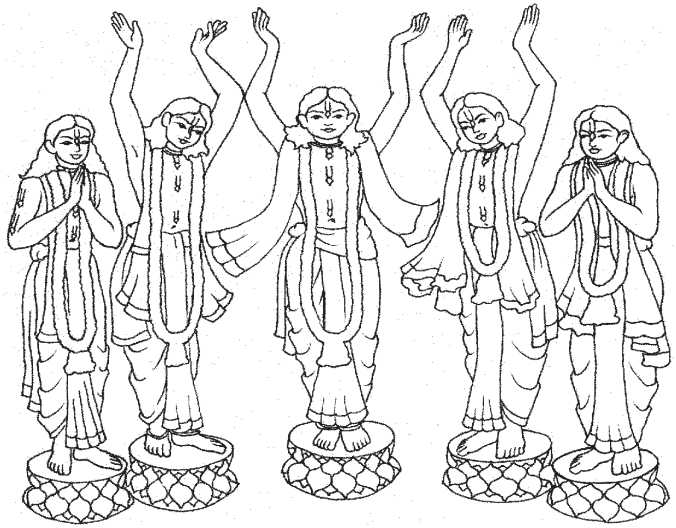

শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি কড়চা)

"অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
ঈশ্বরের অভেদ তেঁহ অদ্বৈত পূর্ণনাম। মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহ জগতের আর্য্য। দুই নাম মিলনে হৈল 'অদ্বৈতাচার্য্য'॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এইসকল শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু 'বিষ্ণুতত্ত্ব'। কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও কৃষ্ণদাস্য-মাধুর্য্যের আস্বাদনে প্রলোভিত হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি '**ভক্তাবতার**'।

"কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য্য চর্ব্বন॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান। সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

সুতরাং তাঁহাদের ভক্ত-সদৃশ আচরণে তাঁহাদিগকে কিছু 'শক্তিতত্ত্ব' বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে না। তাঁহারা বস্তুতঃ বিষ্ণুতত্ত্বই। অতএব তাঁহারা যে তিথি অবলম্বন করিয়া এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, সে-সকল তিথি 'হরিবাসর' বা 'হরিতিথি' প্রভৃতি নামেই উল্লেখিত হয়। সেই তিথিতে সুতরাং ব্রতোপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তি-আকাঙ্ক্ষী মাত্রই এইসকল তিথিকে পরমাদরে সম্মান করিতে ব্রতোপবাস করিয়া থাকেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মাঘমাসের শুক্লা-সপ্তমী-তিথিতে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীকুবের পণ্ডিত ও শ্রীমতী নাভাদেবীকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্টের নবগ্রামে আবির্ভূত হন।

''মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলায় মহা-আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু।।

(ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)

''অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন যে—জগৎ অতিশয় কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াছে, এ অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জলতুলসী কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।''

''শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর। করাইব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর।। যবে নাহি পাঁরো, তবে এই দেহ হৈতে। প্রকাশিয়া চারিভুজ, চক্র লইমু হাতে।। পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধনাশ। তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস।।'' (চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)।

—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই বাক্যে তিনি যে প্রকৃতপক্ষে 'বিষ্ণুতত্ত্ব' এবং পুনরায় কৃষ্ণদাস্য-আস্বাদনকারী 'ভক্তাবতার'—উভয়ই প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহার আহ্বানেই শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হন। তজ্জন্যই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৌড়ীয়ভক্তগণের নিকট **''গৌর-আনা-ঠাকুর''**-নামে পরমাদৃত হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহাকে এই কারণে **''নাড়া''** নামে অভিহিত করিয়া শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে নিজের অবতারের কারণরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। **''অদ্বৈত-আচার্য্য বলি' কথা কহ যার। সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার।।''**—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫/৫১)।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবাভিলাষী হইয়া 'গৌর-আনা-ঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শরণগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বর প্রদান করিয়াছিলেন,—**''তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয়।। যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাঁহারে মুঞি করিব প্রসাদ।।''**—(চৈঃ ভাঃ ১৯।১৬৮, ১৬৯)। তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সমগ্র গৌড়ীয় ভক্তসমাজের জন্য মহাবটবৃক্ষ তুল্য মহা-আশ্রয়স্বরূপ; সেই আশ্রয় যথার্থরূপে গৃহীত হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আকর্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু অনতিবিলম্বে জীবহৃদয়ে প্রকটিত হন।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু।।

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি কড়চা)

'সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই 'নিত্যানন্দ'-রূপ শ্রীবলরাম আমার শরণ্য হউন।'

তত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ উভয়ই পরাৎপরতত্ত্ব। তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি সর্ব্বদা সেবাবুদ্ধিযুক্ত। **''ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।।''** (চৈঃ চঃ)। শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও তিনি মূল-বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবকাভিমানী হওয়ায় তাঁহা হইতে প্রকাশিত অন্যান্য সকল স্বাংশতত্ত্ব এবং বিভিন্নাংশ (জীব) তত্ত্বে সেবকাভিমান যুক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি আকর গুরুতত্ত্বরূপে পরিকীর্ত্তিত। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার পূর্ব্বেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

''ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম। রাঢ়ে অবতীর্ণ হইলা নিত্যানন্দ-রাম।।
মাঘ-মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ-দিনে। পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে।।
হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ। মূলে সর্ব্বপিতা, তানে করে পিতা-ব্যাজ।।
কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম। অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম।।''

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১২৮-১৩১)

সুতরাং মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট পরম আদরণীয়। তাঁহারা উক্ত তিথিকে 'হরিবাসর'-জ্ঞানে সম্মান প্রদানার্থ ব্রতোপবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কেবল 'গুরুতত্ত্ব' জ্ঞান করিয়া উক্ত তিথিতে 'ব্রতোপবাস'-পালনে পরাঙ্মুখ হন। তিনি গুরুতত্ত্ব হইলেও মূলতঃ তিনি 'বিষ্ণুতত্ত্ব'—ইহা কোনপ্রকারেই অস্বীকার্য্য নহে। এ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—**''যাহারা শ্রীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ত্ব—শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া না জানিয়া তাঁহার ভোক্তৃত্ব অপসারণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট।''** (চৈঃ ভাঃ 'গৌড়ীয় ভাষ্য')। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে ব্রতোপবাস-দ্বারা সম্মান না করিলে বস্তুতঃ তাঁহার বিষ্ণুত্ব অস্বীকৃতই হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

''নিত্যানন্দ-জন্ম **মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী**। গৌরচন্দ্র-প্রকাশ **ফাল্গুণী পৌর্ণমাসী**।।
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি। সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন। কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৫-৪৭)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জানাইয়াছেন,—

''এই দুই পুণ্যতিথি—অর্থাৎ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ও ফাল্গুণী পূর্ণিমা, এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে বদ্ধজীবের অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথিদ্বয়—জয়ন্তীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব- দিবস; **উপোষণ প্রভৃতি দ্বারা এবং মহোৎসবাদি-দ্বারা এই তিথিদ্বয়ের সেবা হয়।**'' সুতরাং এই তিথিদ্বয়ে যে ব্রতোপবাস অবশ্য পালনীয়—ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে উক্তভাষ্যে ব্রহ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি সহযোগে জানাইয়াছেন,—

''তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ।
যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ॥
ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসারভয়মুল্বণম্।
যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি॥
ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তথা।
ইদমেব পরো ধর্ম্ম যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্॥''

অর্থাৎ, কলিযুগে বিষ্ণুতিথিতে যাঁহারা উপবাস-জাগরণদ্বারা দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করেন তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের কখনো ঘোর সংসার-ভয় থাকে না এবং যেস্থানে তাঁহারা বাস করেন সেস্থানে কলি বাস করিতে অসমর্থ হয়। সুতরাং শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব। সেরূপ বিষ্ণুব্রতধারণ সর্ব্বশ্রেয়স্কর এবং ইহাই জীবের পরমধর্ম্ম।

বিশেষতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ এই তিথিতে পরমাদরে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা কীর্ত্তনমুখে ব্রতোপবাস পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় অলভ্যও অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌড়ীয় মহাজনগণ তাহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগতকে নিত্যানন্দ-মহিমা অবগত করাইয়াছেন।—

''সংসারে পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥''
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

''জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়। যাঁহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

''হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥''
(শ্রীনরোত্তম ঠাকুর)

শ্রীবলদেব-পূর্ণিমায় উল্লিখিত বলদেব-তত্ত্ব ও মহিমা, ব্রতবিধি প্রভৃতি এইস্থলে একই প্রকারে আলোচনীয় ও পালনীয়।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমা

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৩।১৯)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু, মূলাবতারী, গোলোকনাথ শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহার স্বীয় গৌরপ্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণনাম-সহ ভৌম-নবদ্বীপে যে পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বসদ্‌গুণ-পূর্ণা, অপ্রাকৃত-সেবাপরা ফাল্গুণী-পূর্ণিমা তিথিবরাকে আমি বন্দনা করি। ''**চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন। পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ॥ অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন??** (চৈঃ চঃ)। এইপ্রকারে সকলগুণগণধাম এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু হইতে নদীয়া উদয়গিরিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অনর্পিতচর পরম-ঔদার্য্যগুণের আলোকে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত ও প্লাবিত করিয়াছিলেন।

এই বিশেষদিনে গৌরগুণগানে মত্ত হইয়া সমগ্রদিবস ব্রতোপবাস পালন, সন্ধ্যায় গৌরাভিষেক, গৌর-গীতনৃত্যমুখে রাত্রি-জাগরণ এবং পরদিবস শ্রীগৌরপূজান্তে যথাবিধি পারণ প্রত্যেক শুদ্ধভক্তিকামী জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, শ্রীভগবদ্‌জন্মদিনে বা জয়ন্তীমাত্রেই অবশ্য উপবাস করিবে। ''**তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ**''—(গীতা ১৬।২৪) বাক্যানুসারে সমগ্রশাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। ''**সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রতপালন করিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুণী**

পূর্ণিমাতেও সেইরূপই উপবাসাদি নিয়ম পরিপালিত হইবে”—(‘সাপ্তাহিক গৌড়ীয়’ ৯ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)।

কেহ কেহ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই ব্রতোপবাস-সম্বন্ধে স্পষ্ট-উল্লেখের অভাবে এই ব্রতপালন-বিষয়ে বিমুখ থাকেন। যে কারণে উক্তগ্রন্থের প্রণেতা উহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তাহা হইল, শ্রীগৌরাবতার—**‘ছন্ন কলৌ’** (ভাঃ ৭।৯।৩৮) অর্থাৎ ছন্নরূপে ভগবৎতত্ত্ব। কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস নিত্য-গৌরপার্ষদ শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর আমাদের নিকট এই বেদগোপ্য-তিথির পরমোপাস্যত্বই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুণী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥ (চৈঃ ভাঃ আদি ৩।৪৩)।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি উপবাসাদি ব্রত-বিধির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। ‘‘প্রত্যেকেরই উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা শ্রীগৌরজন্ম-তিথির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিগণের পূর্ব্বাচরিত–যাহা সিদ্ধ মহাজন ও আচার্য্যগণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ, শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে উপবাসাদি ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী, স্মার্ত্তপদাবলেহী, প্রাকৃত-সহজিয়া, উৎপথগামী, আচার্য্যসন্তান-ব্রুব, গোস্বামি-ব্রুব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিতে যদি বিরুদ্ধ আচরণ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মত-বিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।’’—(‘সাপ্তাহিক গৌড়ীয়’ ৯ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, ২৩শে মে ১৯৩১ ইং)।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

‘‘একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী। শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ,অবিদ্ধা-করণ। অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন॥’’

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩৩৬, ৩৩৭)

—এই উপদেশ-দ্বারা শ্রীএকাদশী ও সকল ভগবৎ-জন্মতিথি মাত্রই বিদ্ধা-দোষ বর্জ্জন করিয়া পালনীয় এবং অপালনে দোষ ও পালনে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় বলিয়া জানা যায়। ইহার দ্বারা মহাপ্রভু পক্ষান্তরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ও শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী সম্বন্ধেও একইপ্রকার ব্রতোপবাস-পালনের বিধান ও তাহার পালন-অপালনে ফল-অফল জানাইয়া দিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। যাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তি লাভের জন্য উপযুক্ত সুকৃতি লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই মাত্র এইসব কথার সকল প্রকার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারেন।

পরিশিষ্ট

চাতুর্ম্মাস্য

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

সর্ব্ব-শাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর (জন্য) চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি **শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্যতত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম-নিরূপণে পাঠ করি যে,—

‘‘একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥’’

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলে করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ- বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালনকরিবার মধ্যে মধ্যেঅধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ- ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ ঊর্জ্জা-বিধি পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। **ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই।** উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥

অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক- পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর শ্রাবণ হইতে সৌর কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্রজপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। **ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম** বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চাতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তি-বিবৃদ্ধয়ে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ—ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের **বর্জ্জনীয়**-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

'রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।'

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিস্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবৎউন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। **আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।**

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্যবৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে-ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমাস কাল ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, **তীর্থস্নান,** অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, **অতৈলস্নান** প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্‌পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কাষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। **নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।**

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য ; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি-ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা

'ঊর্জ্জোদর-বিশেষণ' কথার তাৎপর্য্য

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'চাতুর্ম্মাস্য' প্রবন্ধে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সম্বন্ধে যাবতীয় শাস্ত্রীয় উপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থে এই ব্রত চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের সকলের জন্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'-গ্রন্থে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিবরণে "**ঊর্জ্জোদরো বিশেষণ**"-বাক্যে কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-মধ্যে কার্ত্তিক-ব্রত-পালনই মাত্র গৌড়ীয় ভক্তগণের জন্য করণীয় বলিয়া মনে করেন। এস্থলে প্রকৃত বিচার এই যে,—"বিশেষভাবে কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রতের পালন বলিলে—চাতুর্ম্মাস্য-পালন অবশ্যই করিতে হইবে। তন্মধ্যে কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত বিশেষভাবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে—ইহাই বুঝাইতেছে। কার্ত্তিক-ব্রত—চাতুর্ম্মাস্যের শেষ আনুষ্ঠানিক ব্রত। ব্রত মাত্রেরই শেষ রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত—কর্ম্মাঙ্গ নহে, শুদ্ধ-ভক্ত্যঙ্গ

আবার, চতুর্ম্মাস্য-ব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ' রূপে বিচার করা উচিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত প্রতিবৎসর পালন করিতেন, তাহা কখনই 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। তিনি "**কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥**"—এই বাক্যে সর্ব্বদা 'কর্ম্মাঙ্গ' পরিবর্জ্জনেরই উপদেশ দিয়াছেন। অতএব মহাপ্রভুর উক্ত ব্রতপালন-হেতু তাহা শুদ্ধভক্তির অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-বিধান দ্বারা ভোগোন্মুখ কর্ম্মী জীবগণকে ভোগবিলাস পরিত্যাগের অভ্যাস করাইয়া বিভিন্ন সুকৃতি উৎপাদন-মাধ্যমে তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ প্রেমভক্তি-মার্গে চালিত করাই ভগবানের মূল উদ্দেশ্য। তজ্জন্য উক্ত-ব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ' ভাবনা করা উচিত নহে। 'কর্ম্মাঙ্গ'-পরিত্যাগের ছলে ব্রত-বর্জ্জিত হইয়া গৃহব্রতধর্ম্ম-যাজন, তামাক-পান-সেবন বা প্রসাদ-সেবার নামে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা-বশে এই ব্রতের অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিবিধান অসম্ভব—ইহাই নিখিল শাস্ত্রের উপদেশ।

ব্রতনিয়ম-পালনের ফল

"ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষরূপ সর্প-শয্যায় শয়ন করিলে ক্ষীর-সমুদ্রের সলিল-তরঙ্গের দ্বারা তদীয় চরণদ্বয় প্রক্ষালিত ও লক্ষ্মীর পদ্ম-হস্ত দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পরিমার্জ্জিত হয়। ঐকালে যে ভগবদ্ভক্ত বহু বহু ব্রতনিয়ম দ্বারা চারিমাসকাল ক্ষেপণ করেন, তিনি নিত্যকাল বিষ্ণুলোকে অধিষ্ঠিত হন।"

"বিষ্ণুরহস্য-গ্রন্থে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—হে নারদ! বিস্তৃতভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিয়মাদি শ্রবণ কর; মানব ব্রতকালে ভক্তিপূর্ব্বক ঐসকল নিয়মাদি যদি পালন করেন, তাহা হইলে তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন। এই **চাতুর্ম্মাস্য বৈষ্ণব-ব্রত** কোন ব্যক্তি মনে মনে আচরণ করিলেও তাহার শত-জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। যে-ব্যক্তি একাহারী, শান্ত, নিত্যস্নায়ী এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া চারিমাস হরির পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি ভূমিশায়ী হইয়া বৎসরের চারিমাসকাল হরি-অর্চ্চন করেন, তাঁহার বৈষ্ণবী গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি কেশবকে উদ্দেশ করিয়া ব্রত-পরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন তাহার মুক্তি করতলগত।

ভবিষ্যোত্তরে ভগবান্ যুধিষ্ঠিরের নিকট উক্ত ব্রতের মহিমা বর্ণন করিতেছেন,—"ব্রতকালে বৎসরের চারিমাস স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, যিনি আমার ভক্ত, তিনি ধর্ম্মার্থে দৃঢ়ব্রত হইয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক ব্রতের নিয়মসকল ধারণ করিবেন। নিয়ম-ধারণ-কর্ত্তার নিয়মসকলের পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণিত হইতেছে,—চাতুর্ম্মাস্য-নিয়ম ধারণপূর্ব্বক যিনি লবণ বর্জ্জন করেন তাঁহার মধুর স্বর এবং তৈলাহার বর্জ্জন করিলে দীর্ঘায়ু ধার্ম্মিক পুত্র লাভ হয়। হে পার্থ! অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দ্দন) পরিত্যাগ করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য এবং পক্ক তৈল বর্জ্জন করিলে শত্রুনাশ হয়। মধুক (মহুয়া) পরিত্যাগ করিলে অতুল সৌভাগ্য ও পুষ্প-উপভোগ বর্জ্জনে বিদ্যাধরতুল্য কান্তি লাভ হয়। এইরূপে যোগাভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তি উন্নত লোকের অধিকারী হন। যিনি তিক্ত, কটু, অম্ল, মধুর, ক্ষার ও কষায়জনিত রসসকল বর্জ্জন করেন, তিনি কখনও বৈরূপ্য ও বৈগন্ধ (গন্ধহীনত্ব) প্রাপ্ত হন না। তাম্বুল ত্যাগ করিলে সুখী ও অপক্কভোজী নির্ম্মলতা লাভ করেন। হে রাজন্! **ভূমি বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়।** মধু ও মাংস বর্জ্জন করিলে মুনি ও যোগী এবং সুরা ও মদ্য বর্জ্জনে নীরোগ ও তেজস্বী হয়। **'নখ' ও লোম** (কেশ) **ধারণ করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়।**

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে মৌনী হইলে তাঁহার আজ্ঞা অস্খলিত হয় এবং মৃত্তিকায় ভোজন করিলে পৃথিবীর অধিপতি হওয়া যায়। ''নমো নারায়ণায়'' মন্ত্র জপ করিলে শত শত দানের ফল লাভ হয়। বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনে গোদানজনিত ফল, তৎপাদাম্বুজ-স্পর্শনে মনুষ্য কৃতকৃত্য হন। বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জনে কল্পকালস্থায়ী রাজ্যলাভ এবং তাঁহার স্তব-স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে ৩ বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে বিমানে আরূঢ় হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়। **বিষ্ণু-মন্দিরে গীত-বাদ্য করিলে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ হয়।** যিনি নিত্য শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা লোকসকলকে প্রবোধিত করেন, তিনি ব্যাসরূপী হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পুষ্পমালা দ্বারা পূজা ও ভগবন্মন্দির প্রোক্ষণ করিলে বৈকুণ্ঠলোক লাভ হয়। তীর্থাদি-স্নানে নির্ম্মলদেহ এবং পঞ্চগব্য-ভোজনে যাবতীয় ব্রতের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। একাহারী হইলে অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের এবং সমস্ত তীর্থযাত্রার ফল লাভ হয়। যে মনুষ্য নিত্যস্নান ও জপপরায়ণ হন, তাহাকে আর নরক-দর্শন করিতে হয় না। ধাতুপাত্রাদি বর্জ্জন করিয়া পত্রে ও শিলায় ভোজন করিলে পুষ্কর-কুরুক্ষেত্র-প্রয়াগ-স্নানাদির ফল প্রাপ্তি হয়। ঐরূপে ব্রতীর কায়-মন-বাক্যে যাবতীয় আচরণ দ্বারা কেশব তুষ্টি লাভ করেন।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-বিধি

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভগবান্ হরি শয়নের ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নীরাজন-পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া গীতি-বাদ্যধ্বনি-সহকারে পবিত্র সরোবর-তীরে লইয়া যাইতে হইবে। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে যান হইতে ভগবান্‌কে অবতরণ করাইয়া তীরে উপবেশন করাইয়া স্বীয় হস্ত-পদ প্রক্ষালন ও আচমন-ন্যাসাদির পর ''জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণ''—হে মহাবিষ্ণো! আপনার জয় হউক, বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন—এই বলিয়া প্রার্থনা করত জলমধ্যে ঐ দেবকে যথাবিধি গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা সুখে স্নান ও মহাপূজা কর্ত্তব্য।

''হে দেব! শ্বেতদ্বীপের মধ্যে ফণা-মণি সুশোভিত শেষরূপ এই পর্য্যঙ্কে আপনি সুখে নিদ্রালাভ করুন, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে সমগ্র জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্''—-চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতী ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে **'কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত'** চারিমাস কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবে।

ব্রতী শ্রীকৃষ্ণের স্তব, পূজা এবং বিবিধ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ স্বীকার করিবে। নৃত্যগীতাদি দ্বারা ভগবানকে পরিতুষ্ট করিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে তাঁহাকে নিজ মন্দিরে আনয়ন করিবে। ব্রতী বৈষ্ণবগণের সম্মানান্তে বিদায় দিয়া ভগবানকে নীরাজনপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক নিজেও ভূমিতে শয়ন করিবে। এইপ্রকার ব্রতাচরণ করিলে চারিমাসকাল সুখে অতিবাহিত হইবে, ইহার অন্যথা হইলে দুঃখ, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হয়।

স্কন্দপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিম্নোক্তরূপ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং, দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি, কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি যাঁহারা স্বভাবতঃই আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এস্থলে 'মাষকলাই' আমিষ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হে বিপ্রেন্দ্র! জনার্দ্দন শয়ন করিলে যে ব্যক্তি নিষ্পাব (শিম) এবং রাজমাষ (বরবটি-কলাই) ভক্ষণ করে, তাহাকে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক জানিবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি হরিশয়নে কলিঙ্গ (কলমী শাক), পটোল, বেগুন এবং সন্ধিত (সুরা)—এই সকল ভোজন করে, তাহার সপ্তজন্মের পুণ্য বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। চাতুর্ম্মাস্য-কালে জাত মনোজ্ঞ ফল-মূলাদির মধ্যে নিজপ্রিয় কিছু ফল-মূলাদি বর্জ্জন করিবে।

নিয়ম-পালনকারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ-হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবানের নিকট নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করিবে,—''হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম; হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। হে জনার্দ্দন! ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তথাপি আপনার প্রসাদেই উহা সম্পূর্ণতা লাভ করুক।'' চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অপর যে-সকল কৃত্যাদি আছে, তাহা কার্ত্তিক-ব্রত-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়মগ্রহণ করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য-কালে বিভিন্ন ব্রত ও ব্রতোপবাস-সমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে শয়নৈকাদশী (আষাঢ়ী শুক্লা-একাদশী) অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর **শ্রাবণ-কৃত্যের** মধ্যে শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের **ঝুলনযাত্রা,** দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ, পূর্ণিমায় শ্রীবলদেবাবির্ভাব-ব্রতোপবাস প্রভৃতি; **ভাদ্র-কৃত্যের মধ্যে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও নন্দোৎসব, পার্শ্বৈকাদশী** (শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন), শ্রবণ-দ্বাদশী, বামন-দ্বাদশী ইত্যাদি; **আশ্বিন-কৃত্যের** মধ্যে শুক্লা-দশমীতে শুভ বিজয়োৎসব এবং দ্বাদশী ও **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিক-ব্রতারম্ভ** প্রভৃতি এবং **কার্ত্তিক-কৃত্যের** মধ্যে **শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের নিত্যপূজা**, অর্চ্চন, দানাদি, দীপদান, দীপমালা বা **আকাশদীপ দান**, বহুলাষ্টমী, কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে যমদীপদান, শুক্ল-প্রতিপদে **শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট মহোৎসব, গো-ক্রীড়া ও গো-পূজা** শ্রীবলিরাজপূজা, যমদ্বিতীয়া, গোপাষ্টমী-গোষ্ঠাষ্টমী, **উত্থানৈকাদশী**, একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভীষ্মপঞ্চক, **শুক্লাদ্বাদশী ও পূর্ণিমায় চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিকব্রত বা দামোদরব্রত সমাপন** প্রভৃতি অনুষ্ঠান সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শয়নৈকাদশী, পার্শ্বৈকাদশী ও উত্থানৈকাদশী চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে বিশেষভাবে যত্নসহকারে পালনীয়। আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক—এই তিনমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা এবং

রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীহরির শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান হইয়া থাকে। রাত্রিতে শয়ন, সন্ধ্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং দিবায় শ্রীহরিকে জাগরণ করান বিধি। ভবিষ্যোত্তরে বলিয়াছেন,—"হে পার্থ! যিনি শ্রীহরির শয়ন ও উত্থান-তিথি পালন করেন, তাঁহার হরিলোক প্রাপ্তি হয়।" ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবানের কটিদানোৎসব (পার্শ্বপরিবর্ত্তন) কর্ত্তব্য। ভগবান্ প্রথমে বামাঙ্গে শয়ন করেন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-কালে দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ক্ষীর-সমুদ্রে শেষ-পর্য্যঙ্কে ভগবান অনন্ত যে দিন শয়ন করেন ও যেদিন উত্থিত হন, সেই দিনে যাহারা অনন্যমনে উপবাস করে, শ্রীহরি তাহাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

দামোদর-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের সর্ব্বশেষ কার্ত্তিক মাসে এই দামোদর-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা আবার **'উর্জ্জব্রত', 'কার্ত্তিক-ব্রত', 'নিয়ম-সেবা'** প্রভৃতি নামেও সুপরিচিত। পরম মনোহর শ্রীদামবন্ধন-লীলা কার্ত্তিক-শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত বলিয়া পরমধন্য কার্ত্তিক-মাস 'দামোদর'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মাসে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ ধারণ করিয়াছেন, 'বৎসপালক' হইতে তিনি গো-পালকত্বে উন্নীত হইয়াছেন, আবার বামনরূপে তিনি দৈত্যরাজ-বলিকে আত্মসাৎ করিয়াছেন,—ইত্যাদি শ্রীহরির নানা মনোহর লীলা সংঘটিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—

সমুদায় তীর্থস্থানে যে ফল হয়, সর্ব্বপ্রকার দানে যে ফল অর্জ্জিত হয়, কার্ত্তিকে অর্জ্জিত ফল তাহার কোট্যংশের একাংশেরও যোগ্য নয়। হে বৎস! একদিকে সকল তীর্থ, সদক্ষিণ যজ্ঞ, পুষ্কর-কুরুক্ষেত্রাদিতে বাস, সুমেরুতুল্য সুবর্ণ ও সকল দান, আর **একদিকে কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক ব্রত**। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে কার্ত্তিকে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম তৎসমুদায়ই অক্ষয়। কার্ত্তিকমাস মাসের মধ্যে উত্তম, পুণ্যতম ও পবিত্রতম। হে বিপ্রেন্দ্র নারদ! কার্ত্তিকমাসে অর্জ্জিত পুণ্য সমুদ্রের ন্যায় অক্ষয়, অব্যয়। হে ব্রহ্মণ! **কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই; অতএব কার্ত্তিকমাস বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বদা প্রিয়।** হে মহামুনে! যে বৈষ্ণব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারকর্ত্তা। শ্রীদামোদর যেরূপ ভক্তবৎসল বলিয়া নিখিল

বিশ্বে সুবিদিত, তদ্রূপ তাঁহার সম্পর্কিত এই কার্ত্তিকমাসও সকলের নিকট অধিক প্রিয়। দেহধারি-গণের পক্ষে মনুষ্য-দেহ দুর্ল্লভ এবং ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু হরিবল্লভ কার্ত্তিকমাস অতিশয় দুর্ল্লভ—যে মাসে প্রদীপমাত্র প্রদান করিলেও ভগবান্ হরি প্রীতিযুক্ত হন এবং পরদীপ প্রবোধন করিলে সুগতি প্রদান করিয়া থাকেন।

দামোদর-ব্রত-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে আরও বর্ণিত হইয়াছে,—

হে নারদ! যত ব্রত আছে, তৎসমুদায়ের ফল একজন্মমাত্র অনুগামী হয়, কিন্তু কার্ত্তিক-ব্রতোক্ত ফল শতজন্ম যাবৎ ফল প্রদান করে। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবব্রত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় উপবাস অক্রূরতীর্থে স্নানের ফল লাভ হয়। বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থে গমন করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিকে ব্রত করিলে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কখনও যজ্ঞ করে নাই, কার্ত্তিক ব্রতের দ্বারা তাহার বিষ্ণুর পরমপদে গতি হয়। **যে-সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করা যায়, কার্ত্তিকমাসে তাহার কিছু সঙ্কোচ করিলে অবশ্যই মুক্তিপদ পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়।** হে মুনিসত্তম! চারি বর্ণী কার্ত্তিকব্রত করিলে কখনই বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না। হে মুনিশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যথোক্ত ব্রত ধারণ করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত। ঋষি-মুনি-সেবিত কার্ত্তিকমাসে অল্প ব্রত-আচরণেও মনুষ্য মহাফল লাভ করিয়া থাকে।

দামোদর-ব্রত অপালনের ফল

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিক-ব্রত আচরণ না করে, সে পিতৃ-মাতৃহন্তার ন্যায় পাতকী হয়। যে ব্যক্তি কোন নিয়ম ধারণ না করিয়া দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, সে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যকযোনি লাভ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে মনুষ্য কার্ত্তিক মাসে ব্রত করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, স্বর্ণচৌর ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে। হে মুনিশার্দ্দূল! বিশেষ করিয়া বিধবা যদি কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

গৃহস্থ মনুষ্য কার্ত্তিকব্রত না করিলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মাদি বিফল হইবে। ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকমাসে ব্রত-পরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রাদি-দেবতাসকল তাঁহার প্রতি বিমুখ হন। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকব্রত পরিত্যাগ করিয়া অপর শত শত যাগ-যজ্ঞ ও বহু শ্রাদ্ধ করিলেও উত্তমাগতি লাভ হয় না। **যতি, বিধবা এবং বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমী যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচরণ না করেন, তবে তাঁহারা নরকগামী হইবেন।** হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচরণ না করা হইল, তবে তাহার বেদ পুরাণপাঠে ফল কি? আজন্ম পুণ্যবান্ ব্যক্তিরও এই ব্রত অপালনে সকল সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। সকল প্রকার দান, জপ এবং মহৎ তপস্যা কার্ত্তিক-ব্রতাচরণ না করিলে বিফল হয়।

হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে উত্তম বৈষ্ণব-ব্রত পালন না করিলে এই সংসার মধ্যে সেইসকল মনুষ্যকে পাপ-স্বরূপ জানিবে। হে মহামুনে! **যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিকমাস অথবা চাতুর্ম্মাস্য যাজন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী।** যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ব্রত, চৈত্রমাসে বিষ্ণুর দোলোৎসব, মাঘস্নান, শ্রাবণমাসে রোহিণ্যষ্টমী এবং শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী-ব্রত করে না, সেইসকল মূঢ়ের অশেষ দুর্গতি আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

হে পুত্র! যে সকল ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকমাসে দান, হোম, জপ, স্নান ও হরির ব্রত না করে, তাহারা নরাধম, নিশ্চয় আত্ম-বঞ্চিত এবং প্রার্থিত ফললাভে অসমর্থ। হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে জনার্দ্দনের পূজা না করিলে পিতৃগণের সহিত যমপুরে বাস হইয়া থাকে। সহস্রকোটী জন্মের পর দুর্ল্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিভাবে কার্ত্তিক মাসে কেশবের অর্চ্চন না করিলে তাহার জন্মই নিরর্থক। যাহার কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার নিখিল পুণ্য বিনষ্ট হয়।

পদ্মপুরাণে নারদ শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—হে বিপ্রগণ! নিয়ম ব্যতিরেকে যাহারা ধর্ম্মভূমিতে কার্ত্তিকমাস ক্ষেপণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হন, যেহেতু কার্ত্তিকমাস তাঁহার অতিশয় প্রিয়।

কার্ত্তিকমাসে কর্ম্মবিশেষের মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে,—হে দ্বিজোত্তম! মানবগণ কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু বিশেষতঃ অন্নাদি দান, হুত, জপ ও তপস্যা করিলে তাহার অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। সম্বৎসরকাল অগ্নিহোত্র যাগের যে ফল, কার্ত্তিকমাসে স্বস্তিকের দ্বারাই তাহার প্রাপ্তি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে স্ত্রী কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর আলয়ে মণ্ডল নির্ম্মাণ করে, সে বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল শোভমানা হয়। কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বকামপ্রদ পলাশপত্রে ভোজন করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সকল তীর্থের ফল লাভ হয় এবং কখনই নরক দর্শন করিতে হয় না। **কার্ত্তিকমাসে গঙ্গা-যমুনাদিতে স্নান, সৎকথা শ্রবণ, সাধুসেবন এবং ব্রহ্মপত্রে** (পলাশপত্রে) **ভোজন, এইসকল অভীষ্ট প্রদান করে।**

হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি **কার্ত্তিকমাসের অরুণোদয়ে বা শেষপ্রহরে দামোদরের অগ্রে জাগরণ করেন,** বিষ্ণুপদ তাহার করস্থিত। হে ব্রহ্মণ্! সাধুসেবা, গোগ্রাস, বিষ্ণুর কথা-শ্রবণ, বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং শেষপ্রহরে জাগরণ, কলিকালে কার্ত্তিকমাসে অতিদুর্ল্লভ। জলদান, গোদান, সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানের ফল কার্ত্তিক-ব্রতের একদিনেই লাভ হয়। হে নারদ! যে মনুষ্য কার্ত্তিকে ভগবৎ-গীতি-শাস্ত্র আলোচনা করেন তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যে নর **কার্ত্তিকমাসে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ, হরির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে, বিষ্ণুর সহস্রনাম, গজেন্দ্রমোক্ষণ আখ্যায়িকা পাঠ করে, তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হয়।** কার্ত্তিকে কেশবের অগ্রে সকর্পূর অগুরু দাহ এবং শেষ প্রহরে স্তব ও গান করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হয়।

হে মহামুনে! **সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্যস্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে।** কল্যাণবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধিতে হউক, যে-ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ শাস্ত্রবিনোদন দ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করেন, তিনি অশেষ দুর্গতি হইতে নিস্তার লাভ করেন। হে মুনে! **কার্ত্তিকমাসে সযত্নে নিত্য ভাগবত পাঠ করিলে অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল প্রাপ্তি হয়।** মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে পরম ভক্তি-সহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে।

যিনি কার্ত্তিকে প্রাতঃস্নায়ী, ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী, জপপরায়ণ ও বিষ্ণু-নৈবেদ্যভোজী হইয়া দামোদরের অর্চ্চনা করেন, ভজনানন্দী হইয়া তাহার হরি-সন্নিধানে স্থান লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিকে পলাশপত্রে বিষ্ণুর নৈবেদ্য দিনে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি বিশেষ শক্তিমান্, মহাপরাক্রম ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে হরির পূজান্তে বিষ্ণুপ্রিয় খণ্ড ও পায়স-নৈবেদ্য তাঁহাকে নিবেদন করেন, যজ্ঞেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তল্লোক স্থান প্রদান করেন।

স্কন্দপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদেও বর্ণিত হইয়াছে,—যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান এবং তুলসীকাননের সেবা করেন, তাঁহারা দেবগণের বন্দনীয় এবং বিষ্ণুর প্রিয়তম। **হরিজাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবন, ব্রত-উদ্‌যাপন ও দীপদান**—ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে এই পঞ্চব্রত সম্পূর্ণ করিলে ভগবৎসন্নিধানে স্থান লাভ করেন। বিষ্ণু বা শিব অথবা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কাননে হরিজাগরণ কর্ত্তব্য। আপদ্গত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বিষ্ণুনাম স্মরণপূর্ব্বক অপমার্জ্জন কর্ত্তব্য। কীর্ত্তিকে দীপদানে অশক্ত হইলে পরদীপ প্রবোধিত অথবা বায়ুপ্রভৃতি হইতে সেই দীপ রক্ষা, অভাবে গো-তুলসী ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজা করিবে।

শ্রীরাধা-দামোদর এই মাসের অধিদেবতা

শ্রীদামোদর এই মাসের অধিদেবতা হইলেও শ্রীদামোদরের প্রীতির জন্য তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার পূজা তাঁহারই সন্নিধানে করণীয়—(পাদ্মবাক্য)। ''সর্ব্বশক্তিমান্ দামোদর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তি ব্যতীত পূজাগ্রহণ করেন না, আবার অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তি শ্রীরাধাদেবী তাঁহার প্রাণনাথ ব্যতীত সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন।'' শ্রীমতী রাধা পুনরায় ''উর্জ্জেশ্বরী''-নামেও বিশেষ পরিচিতা। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী ''শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্''-এ তাঁহাকে নিখিল সময়ের অধিপতি কার্ত্তিক-মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া জানাইয়াছেন,—''**নিখিল-সময়-ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।**''

'দামোদর-ব্রত' আরম্ভের সময়

আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে নিরলস হইয়া এই ব্রত ধারণ করিতে হয়। আবার আশ্বিনের পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রমণেও কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভের বিধান আছে—''**আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারম্ভে হরিবাসরে। অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা তুলাগমে॥**'' (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)। যে পক্ষেই ব্রত আরম্ভ হউক্, সর্ব্বত্র একই বিধি বুঝিতে হইবে।

'দামোদর-ব্রত' পালনের স্থান

বিশেষতঃ কার্ত্তিক-মাসে গৃহে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে নাই। সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে তীর্থস্থানেই উক্ত ব্রত পালন করিতে হয়—''**ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্। তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভামিনি॥**'' (স্কন্দপুরাণ)। যেকোন স্থানেই হউক্, কার্ত্তিকমাসে স্নান, দান ও বিশেষতঃ শ্রীদামোদরপূজা ফলদায়ক। কিন্তু সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটীগুণ, গঙ্গায় সেইপ্রকার, পুষ্করে তদপেক্ষাও অধিক এবং দ্বারকায় পূজাস্নানে কৃষ্ণসালোক্য লাভ হয়। কিন্তু মথুরা (অর্থাৎ ব্রজমণ্ডল এবং ব্রজমণ্ডল-অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ-ধাম) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদান করেন, যেহেতু ঐ মথুরাতেই শ্রীহরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়। শ্রীহরি মথুরা ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইলে তিনি ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি ফল অর্পণ করেন বটে, কিন্তু ভক্তি প্রদান করেন না, যেহেতু তিনি সদা ভক্তি-বশীভূত। পরন্তু কার্ত্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্রও শ্রীদামোদরের পূজায় সুখে সুদুর্ল্লভ হরিভক্তি লাভ হয়; এমনকি উক্ত পূজা যদি মন্ত্র-দ্রব্য-বিহীন বা বিধিহীনও হয়, তথাপি শ্রীভগবান্ তাহা স্বীকার করেন—(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।১৫০-১৫৯)।

'দামোদর-ব্রত' পালনের বিধি

বৈষ্ণব ব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই কার্ত্তিকমাসে নিত্য শ্রীরাধা-দামোদরের অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান ও ব্রত প্রভৃতি আচরণ করিবে। আশ্বিনের শুক্লাপক্ষের একাদশী অর্থবা পৌর্ণমাসীতে কিম্বা তুলা-সংক্রান্তি দিবসে অলসতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্ত্তিকব্রত অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য। নিত্য কার্ত্তিকমাসে রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরণের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া শুচিপূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত আরাত্রিক করিবে। বৈষ্ণবগণের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বসকল শ্রবণ ও সহর্ষে গীতাদি কীর্ত্তন করিবে। তদনন্তর নদী বা পবিত্র জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক আচমনান্তে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতভাবে সঙ্কল্প, প্রার্থনা ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে,—

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

(হে জনার্দ্দন, হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধার সহিত তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিব।)

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু॥

(হে দেবেশ! তোমার ধ্যানসহকারে এই জলে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছি; হে দামোদর! তোমার প্রসন্নতাদ্বারা আমার পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হউক।)

নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥

(কার্ত্তিকমাসে নিত্য-নৈমিত্তিক যে সমুদায় কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই পাপনাশক; হে হরে! আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, আপনি শ্রীরাধিকার সহিত গ্রহণ করুন।)

ব্রতী 'শ্রীকৃষ্ণ', 'নারায়ণ' ইত্যাদি নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া গৃহে আগমন করিবে; অনন্তর দেবাগ্রে স্বস্তিক নির্ম্মাণ করিয়া তুলসী, মালতী, পদ্মাদি দ্বারা শ্রীদামোদরের পূজা করিবে। কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা শ্রবণ এবং দিবারাত্র ঘৃত বা তিল-তৈলের প্রদীপ দ্বারা অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও যথাশক্তি একভুক্ত অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রতধারণ কর্ত্তব্য।

পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শৌচান্তে জলাশয়ে স্নান এবং পরে দামোদরের অর্চ্চনা করিবে। ব্রতধারী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৌন হইয়া ভোজন ও কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুসন্নিধানে বা দেবালয়ে, অথবা তুলসী-সমীপে কিম্বা আকাশে উত্তম ঘৃত বা তিলতৈলের প্রদীপ দান করিবে। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব-সকলের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দিন যাপনপূর্ব্বক সঙ্কলিত ব্রতপালনে তৎপর হইবে। মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে দামোদরের প্রীতির নিমিত্ত রৌপ্য, স্বর্ণ, মণি মুক্তা, দীপ ও মিষ্ট ফল-মূলাদি প্রদান করিবে।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন,—যত যত গোপী আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, অতএব কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের সহিত শ্রীরাধারও পূজা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধিকার প্রীতির নিমিত্ত দামোদরের সহিত ঊর্জ্জাদেবীর পূজা করেন, শ্রীদামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিবস শ্রীরাধা-দামোদরের অর্চ্চনপূর্ব্বক সত্যব্রত-নামক মুনি-কথিত "**শ্রীদামোদরাষ্টকম্**"-স্তোত্র পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন।

বিশেষ করিয়া এই মাসে রাজমাস (বরবটী), নিষ্পাব (শিম্বী), ভোজন করিলে আপ্রলয়-কাল নরকে বাস করিতে হয়। এইমাসে কলিঙ্গ (কলমী-শাক), পটোল, বেগুন, সন্ধিত (সুরা) বর্জ্জন না করিলে অবশ্য নরকগতি হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণকারী ব্যক্তি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়াও পরান্ন, পরশয্যা, পরধন, পরস্ত্রী, তৈলাভ্যঙ্গ (তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন), মধু, কাংস্য-পাত্রে ভোজন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। এই মাসে পলাশপত্রে ভোজন বিশেষ প্রশস্ত, কারণ পলাশ-তরু ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভূশয্যাশায়ী, ব্রহ্মচারী, নিরামিষভোজী (ভক্তগণ পক্ষে প্রসাদভোজী) হইয়া শ্রীদামোদরকে পূজা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরি-সন্নিধানে গমন করেন। সামর্থ্যানুসারে এই মাসে একাহারী হইয়া যিনি যাপন করেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও কীর্ত্তিমান্ হন।

দীপদান-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর আলয়ে অর্দ্ধনিমেষের জন্য দীপদান করিলেও তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিষ্ণুর আলয়ে যে ব্যক্তির ঘৃত বা তিলতৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, হে মুনিশার্দ্দূল! তাহার সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে, চন্দ্রগ্রহণে এবং নর্ম্মদায় দানাদি অপর যজ্ঞাদির প্রয়োজন কি? কার্ত্তিকে দীপদানকারীর মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন

ও শৌচহীন কর্ম্মসকলও সম্পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে দীপ দান করিয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ ও সকল তীর্থে স্নান করা হইয়াছে। হে নারদ! পিতৃগণ বলেন, যদি তাঁহাদের কুলে পৃথিবীতে এমন কোন সন্তান হয়, যে কার্ত্তিকমাসে দীপদান দ্বারা কেশবকে সন্তুষ্ট করে, তবে তাঁহারা চক্রপাণির প্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। কার্ত্তিকমাসে বাসুদেবের মন্দিরে দীপদান করিলে সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত নিত্যস্থান লাভ হয়। হে মুনে! যে মানব কার্ত্তিকমাসে কর্পূরদ্বারা দীপদান করে, তাহার কুলে জাত ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চক্রপাণির প্রসাদে অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকমাসে ক্রীড়াচ্ছলেও বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের আলয় দীপদ্বারা আলোকিত করিলে তাহার ধন, যশ, কীর্ত্তি লাভ হয় ও সপ্তকুল পবিত্র হয়। হে মুনে! **নির্ধন ব্যক্তিরও আত্মবিক্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দীপদান কর্ত্তব্য।** যে মূঢ় কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান না করে, সে বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে।

পদ্মপুরাণে ও নারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী সংবাদে বর্ণিত আছে,—যে ব্যক্তি কার্ত্তিক-মাসে হরিসন্নিধানে অখণ্ড দীপদান করে, সে দিব্যকান্তিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। একদিকে সমস্ত দান, আর একদিকে কার্ত্তিকমাসের দীপদান সমান না হওয়ায় দীপদানেরই অধিক মাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—কার্ত্তিকমাসে **পরদীপ প্রবোধন** এবং বৈষ্ণবগণের সেবা করিলে অন্নদান, রাজসূয়াদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিগৃহে পরকর্ত্তৃক দীয়মান দীপ প্রবোধিত করে তাহাদের যম যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এক মূষিকা একাদশীতে পরদত্ত দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছিল।

বিষ্ণুমন্দিরের উপরে **শিখর দীপদান** অসমুদ্র পৃথিবী দান ও সবৎসা ক্ষীরযুক্তা কোটী গোদানের ফলের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। হে মহামুনে! মূল্য গ্রহণ করিয়াও শিখর অথবা হরিমন্দিরে দীপ দান করিলে শতকুল উদ্ধার লাভ করে। হে বিপ্রেন্দ্র! শিখর দীপদানের কথা দূরে থাকুক, যে-সকল ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কার্ত্তিকমাসে কেবলমাত্র জ্যোতির্দীপ্ত বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেন, তাহাদের কুলে কেহ নারকী হয় না। দেবগণও বিষ্ণুগৃহে দীপদাতা মনুষ্যের সঙ্গ কামনা করিয়া থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! **কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরের উপরে দীপদান করিলে ভগবৎ-পার্ষদত্ব সুলভ হয়।**

দীপমালা-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—

যিনি হরিমন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দীপ-পঙ্‌ক্তি রচনা করেন, তাহার বংশোদ্ভূত লক্ষ পুরুষের নরক দর্শন হয় না এবং তিনি নিজে বিষ্ণুর সারূপ্য ও পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে,—যিনি কার্ত্তিকমাসে, বিশেষতঃ বিষ্ণুর উত্থানকালে দ্বাদশী বা একাদশীতে শোভন ঘৃতাক্ত প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন, তিনি অযুত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশ ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া দিব্য বিমানারূঢ় হইয়া বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন।

আকাশ-দীপদান-মাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণ বলেন,—যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে দামোদর-কেশবকে উদ্দেশ করিয়া আকাশে উচ্চপ্রদীপ দান করেন, তিনি ধন, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, ধার্ম্মিক-পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুলোচন-বিশিষ্ট বিদ্বানরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্তিমে আপনার কুল-পবিত্রকারী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

আকাশ-দীপদান মন্ত্র—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬/৬৬ ধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

অর্থাৎ,'হে দামোদর! কার্ত্তিকমাসে আকাশে মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার সহিত তোমাকে প্রদীপ দান করিতেছি; হে অনন্ত, বিধাতা, তোমাকে নমস্কার।'

বহুলাষ্টমী

কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমী-তিথিতে মধ্যরাত্রে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিতটে শ্রীহরিপ্রিয় রাধাকুণ্ডের প্রকাশ। সুতরাং এই বহুলাষ্টমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজা করা কর্ত্তব্য। উত্থান একাদশীতে ব্রতোপবাসে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রীত হন, এই অষ্টমী-স্নানেও সেইরূপ প্রীত হইয়া থাকেন। রাধাকুণ্ডে স্নানই শ্রীহরির তুষ্টির প্রকৃষ্ট কারণ।

''গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তো ভবেদ্ বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্॥"
''যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়স্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা॥" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীযমদীপ-দান

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়, ত্রয়োদশী তিথিতে সায়ংসময়ে গৃহের বাহিরে শ্রীযমদেবের উদ্দেশ্যে দীপ প্রদান করিলে অপমৃত্যু-ভয় বিনষ্ট হয়।

শ্রীযমদীপ-দান মন্ত্র—

''মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥"

অর্থাৎ, ত্রয়োদশীতে এই দীপদান-দ্বারা পাশ, দণ্ড ও শ্যামলা সহিত অবস্থিত সূর্য্যপুত্র 'কাল', আপনি প্রীত হউন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

কার্ত্তিকমাসের শুক্ল প্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণ-দাসবর্য্য গোবর্দ্ধন-গিরিকে পূজা করিতে হইবে। এই পূজা প্রাতঃকালে করণীয়। ''প্রাতঃ"শব্দে পূর্ব্বাহ্ণই জানিতে হইবে। দ্বিতীয়া-বিদ্ধা প্রতিপদে

পূজা করা উচিত নহে। ব্রজমণ্ডল ব্যতীত অন্যত্র গোময়দ্বারা বৃহৎগিরি প্রস্তুতপূর্ব্বক সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন-পূজার ন্যায় তাহাতেই গিরিবরকে পূজা করিতে হইবে। গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়া তদনন্তর গোগণকে ভূষিত করিয়া পূজা করণীয়। উক্তদিনে গো-দোহন কিংবা বৃষকে বহন কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নহে—(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।২৩১ শ্রীসনাতনকৃত টীকা)। এইরূপে যথারীতি গোবর্দ্ধনের ও গোগণের পূজায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হন।

এই দিবসে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে সমগ্র ব্রজবাসী তাঁহাদের বার্ষিকী ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। পায়স, মুদ্গসূপ, পিষ্টক, শুষ্কলী, বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি ও অন্নের কূট (পর্ব্বত) নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা শ্রীগিরিরাজকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই গিরিরূপ ধারণ করিয়া 'আমিই শৈল' এই বলিয়া প্রচুর পূজা গ্রহণ করিলেন। তজ্জন্য শ্রীগিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয়স্বরূপ ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগিরিরাজের সানুদেশে গোপালজীকে প্রকট করিয়া পুনরায় সেই উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন —(চৈঃ চঃ মঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তদবধি বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ''অন্নকূট-মহোৎসবে"র দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রতিবৎসর উক্ত দিবসে করিয়া থাকেন।

গোপাষ্টমী

কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষীয়া অষ্টমীতিথিকে 'গোপাষ্টমী' বলা হইয়া থাকে। ঐ দিনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপালন আরম্ভ করিয়া গোপালক 'গোপ' হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি কেবল গোবৎস-পালক ছিলেন। পণ্ডিতগণ এই তিথিকে তজ্জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করেন। যাঁহারা সমস্ত মনোবাসনা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঐ তিথিতে গাভীগণের পূজা, গোগ্রাস-দান, গো-প্রদক্ষিণ এবং গোগণের পশ্চাৎগমন করিবেন।

উত্থান-একাদশী বা প্রবোধনী

কার্ত্তিক শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরি চারিমাস কাল নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই তিথি শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ প্রিয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

''দুগ্ধাব্ধি-ভোগি-শয়নে ভগবাননন্তো
যস্মিন্ দিনে স্বপিতি চাথ বিবুধ্যতে চ।
তস্মিন্নননন্য-মনসামুপবাস-ভাজাং
কামং দদাত্যভিমতাং গরুড়াঙ্কশায়ী॥

অর্থাৎ, 'ক্ষীরসাগরে শেষ-নাগ-শয্যায় ভগবান্ শ্রীঅনন্ত যে-দিনে শয়ন ও জাগরণ করেন, সেই দিনে যাঁহারা অনন্যচিত্তে উপবাস করেন, গরুড়পৃষ্ঠ-শায়ী ভগবান তাঁহাদের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।' 'শ্রীবিষ্ণুর জাগরণী তিথিতে উপবাস করিলে সেই গৃহে ত্রিলোকের সকল তীর্থ অবস্থিত থাকেন, মেরুমন্দর-পর্ব্বত সমান বৃহৎ পাপসমূহ দগ্ধীভূত হয়, সমস্তপ্রকার

দানের ফললাভ হয়। এই ব্রতদ্বারা জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিলে মানব দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া ইহলোকে বিরাজ করেন এবং শেষে শ্রীহরিধামে গমন করেন।'—(স্কন্দপুরাণ)

সুতরাং এই তিথিতে শুদ্ধভক্তগণ সুদুর্ল্লভা হরিভক্তি-লাভের জন্য মানসবিশিষ্ট হইয়া নিরম্বু উপবাস, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অর্চ্চন, সমগ্রদিবস ও রাত্র জাগরণ করিয়া নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দামোদর ব্রত তথা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সমাপন

যাঁহারা দ্বাদশ্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ও দামোদর ব্রত আরম্ভ করেন, তাঁহারা কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে ব্রত সমাপন করিবেন। পৌর্ণমাসী- আরম্ভ পক্ষে ব্রতকারিগণ কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতিথিতে ব্রত সমাপ্ত করিবেন। প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীহরির সমীপে এই ব্রতোত্তম সমর্পণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করিতে হইবে। তদনন্তর সামর্থ্যানুসারে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে ভোজন, দান, পূজা প্রভৃতি করণীয়। ব্রতকালে যে সমস্ত বস্তু নিষিদ্ধ ছিল, তাহা পুনরায় উক্তদিনে গ্রহণ আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপে যথাবিধি যিনি উক্ত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম লাভ এবং অন্তিমে হরিধাম প্রাপ্তি হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্য

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ নিজ রুচি-অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের

নিকট ইঁহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন '**অধিমাস**' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎ কর্ম্ম নাই। চান্দ্র মাস ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়।✶ সেই মাসটীর নাম **অধিমাস**। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মলিম্লুচ (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? **এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে; এমত কি কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ**। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন— ''অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ**।।
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো ভবেৎ**।।

✶ শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—''ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ॥" অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবি মাস ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২।৬৪।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়াঃ কৃতঃ।।
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্।।
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন।।
য এতস্মিন্মহামূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ।।
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ।।
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্।।

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে **পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে।** আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই **অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল।** এই মাস জগৎ পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। **এই মাসটী নিষ্কাম**। যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই **পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না।** যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছু-মাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্যে দ্রৌপদীর ইতিহাস

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা ঃ—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাদ্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ।।
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পুর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে।।

বাল্মীকি-কথিত পুরুষোত্তম-ব্রত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম মাস-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

সমুদ্রগা-নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥

[অর্থাৎ, সমুদ্রগামী-নদীতে স্নান উত্তম, বাপী (শতহস্ত-দীর্ঘ জলাশয়), কূপ ও তড়াগে (পঞ্চশত ধনু পরিমিত জলাশয়ে) স্নান মধ্যম এবং গৃহস্থের গৃহে স্নান সামান্য—কথিত হয়।]

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥

[পবিত্র হস্তে আচমনক্রিয়া করিবেন, তদনন্তর গোপীচন্দন-দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র, সরল, সৌম্য ও দণ্ডাকার তিলক রচনা এবং গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দ্বারা শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্নধারণ করিবেন।]

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তমমাসে কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

বাল্মীকি কহিলেন—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ-উপচারে পূজা করিবে। যথা—

"ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।"

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥

[অর্থাৎ, হে দেব, দেবেশ, হে শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম, তুমি শ্রীমতী রাধা সহিত এস্থানে আগমন কর ও আমার পূজা গ্রহণ কর।]

পুরুষোত্তম-মাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষি- গণকে এই বলিয়াছেন,—ভারতে জনুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।

ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভাগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥

ভারতে জন্ম-লাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্মে জন্ম-মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তম-মাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন সংসেব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব-সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥
"গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্॥"
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব-গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে যত্নের সহিত পুরুষোত্তম সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। **'গোবর্দ্ধনধরং'** প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিণ্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম- মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকিকর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

''হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়াঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কঙ্গুনী-বারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধব-সামুদ্রে লবণে দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্॥
অতৈল-পক্কং মুনয়ো **হবিষাং প্রবদন্তি চ।**
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদুঃ॥''

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত-দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—**এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল।**

পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ

''সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা।।
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্য-দূষিতম্।
ভাব-দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।।

পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ।।
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং **বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে**।।''

সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাব-দুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে।

আমিষ কাহাকে বলে

''প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা।।
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা।।
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং **চান্নমামিষং তদ্‌বুধৈঃ স্মৃতম্**।।''

জন্তুর অঙ্গোদ্ভুত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু— আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—**আমিষ-মধ্যে গণিত**।

বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি

''রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বেদ-বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে।।
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যদ্ভবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাৎ পুরুষোত্তমে।।
পলাণ্ডুং লশূনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে।।
যদ্-যদ্ যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি।।''

রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এই সকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—**এই**

সমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তমমাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের একই কৃত্য ও ত্রিবিধব্রত

"ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।।
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্‌ব্রতী 'কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ'।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।।
গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে।।
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত। **কার্ত্তিক এবং মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে।** প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। **ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন** —ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রত-পালনের ফল

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ।
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে।।
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি।
ক্রতুং কৃতাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্।।"

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত—শত ক্রতু (যজ্ঞ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয় ; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন তাঁহার দেহে সকল তীর্থক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন।

দীপ-দান ও তাহার ফল

"কর্ত্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি॥
তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইঙ্গদীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানম॥

যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্‌যাপনক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধান্যের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র✶ রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র-বেষ্টিত পান-দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। **শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে।** চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য মন্ত্র,**—

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে।।"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।"

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। **নীরাজন মন্ত্র** এই,—

"নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকা-রমণং প্রেম্‌ণা কোটি-কন্দর্প-সুন্দরম্।।"

অথ **ধ্যান-মন্ত্র**—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্।।
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্‌রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্।।"

✶ সর্ব্বতোভদ্র—প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে পূজ্যদেবের মণ্ডলবিশেষ।

ধ্যান করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে—

''নৌমি নবঘন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্।।"

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থির কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল **স্বনিষ্ঠ পরমার্থির** পক্ষে বিধেয়। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী** স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রতপালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রতপালন' করিতে অধিকারী। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ** ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা 'শ্রীভগবৎপ্রসাদ-সেবন'-নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম- শ্রবণ-কীর্ত্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা—সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

একান্তি-ভক্তগণের মাহাত্ম্য

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ-শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয়-পালনে এতদূর আগ্রহ যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা

কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি-বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তি-ভক্তগণের বিধি-বাধ্য-ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী এই ব্রত পালনীয়

ভক্তগণ! স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস,—যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

''মহাভারতে যে মাসব্রতের উল্লেখ আছে, তাহা এবং তদনুরূপ যে-সকল পরমার্থসাধক ব্রত, সেই সমুদয় ব্রতই পারমার্থিক ব্রত। চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত। কেবল পরমার্থচেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।''

''চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপালন করিতে করিতে বৈরাগ্য-অভ্যাস হয়। আদৌ শয়নভোজনাদি-সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণ-মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।''

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২।২)